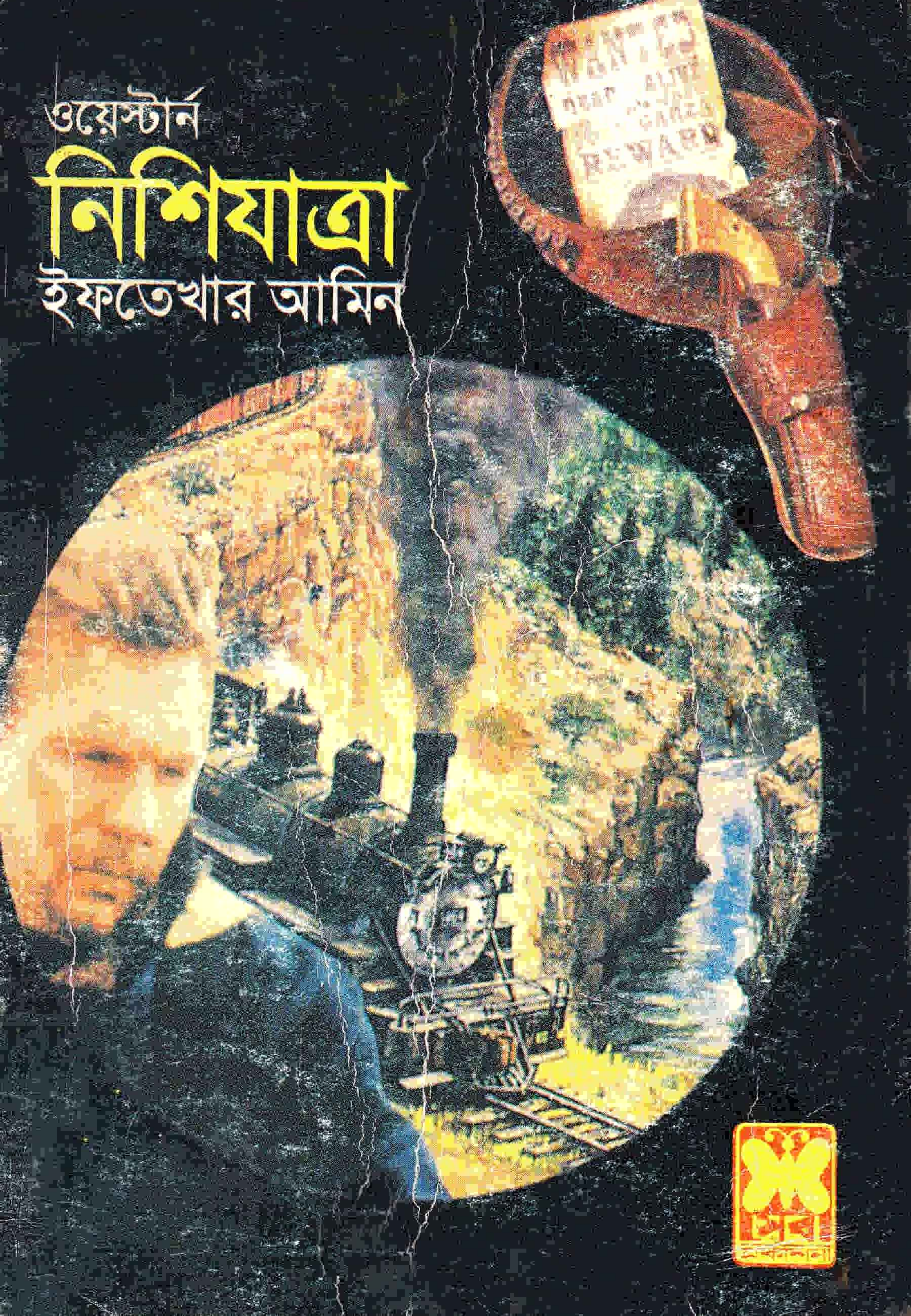
ওয়েস্টার্ন

নিশিযাত্রা

ইফতেখার আমিন



সেবা

এক

দাঁড়িয়ে পড়ল জেফ বিলিংটন। ক্লান্ত লাগছে। দুই পায়ের পেশী, উরু, টন্ টন্ করছে। ভোর থেকে সারাদিন একটানা হেঁটেছে সে আজ। দুপুরে পেট ঠাণ্ডা করতে মিনিট দশেকের জন্যে থেমেছিল এক খুদে টাউনে, তারপর আবার হাঁটা। আরও খানিক হাঁটতে হবে, তারপর তার গন্তব্য—জাংশন সিটি।

সামনে মরা সাপের মত নির্জীব পড়ে আছে আঁকাবাঁকা রেললাইন। বি. সি. অ্যান্ড টি-র নতুন রেললাইন। একটু সামনে গিয়ে প্রশস্ত এক ব্লাফ ঘুরে ক্রেজিয়েস পাহাড়ে চড়েছে ওটা, শেষ হয়েছে ওপাশের জাংশন সিটিতে। তিন ব্লাফের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বড়সড় টাউন। ব্লাফে চড়ল বিলিংটন। ক্রেস্টে পৌঁছে থামল আবার। কাঁধে ঝোলানো পুরানো অ্যাকর্ডিয়ানের ফিতে টেনে ওটাকে সুবিধেজনক জায়গায় নিয়ে এসে পিছনে তাকাল।

সুদীর্ঘ, চকচকে ধাতব সাপের গা বেয়ে পিছলে নেমে গেল দৃষ্টি। ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল সে। ফুটহিলের পর ফুটহিল গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে আছে। অগুনতি। ও মাথার শুরু কোথায় বোঝার উপায় নেই। এতগুলো ফুটহিল অতিক্রম করে এসেছে সে, ভেবে অবাক হলো বিলিংটন। ওগুলোর মাথা-গা ঢাকা পড়ে আছে গাঢ় সবুজ পাইন বনের আড়ালে। বড় বড় সবুজের ঢেউ—

ফুটহিলের সাথে তাল মিলিয়ে উঠেছে আর নেমেছে। মৃদু বাতাসে ঢেউয়ের মতই দোল খাচ্ছে। সামনে তর্জনীর মত খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্রেজি মাউন্টেনের চূড়া।

সূর্য ঢলে পড়েছে তার ওপাশে। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে, আবার হবে হয়তো। প্রচুর মেঘ রয়েছে আকাশে। অদ্ভুত তার রঙ, মনে হয় তরল পেতল ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ বাতাসে, ইচ্ছেমত আকৃতি নিয়েছে তারা। মন্থর গতিতে নড়ছে। দলা দলা, জমাট মেঘের নিচেরদিকের রঙ টকটকে লাল। যেন তলপেটে আগুন ধরে গেছে জায়গায় জায়গায়।

তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলার মত নাকমুখ চিরে দিয়ে যাচ্ছে হিম বাতাস। শিউরে উঠল জেফ। মলিন কোটের পুরু কলার টেনে তুলে দিল ওপরে। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া একমাত্র অস্থাবর সম্পত্তি অ্যাকর্ডিয়ানটাকে বাঁ হাতে ধরে সামনে নজর দিল। দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত। প্রচণ্ড খিদেয় নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে যাওয়ার দশা হয়েছে।

প্রথমে পেটে কিছু দিতে হবে, তারপর যাবে সে প্রাক্তন বসের সাথে দেখা করতে। তার চিঠি পেয়েই জাংশন সিটি এসেছে বিলিংটন। চিঠিতে কেবল আসতে বলা হয়েছে তাকে। কেন, তা বলা হয়নি।

ওটার কথা খেয়াল হতে কেন যেন হতাশ হয়ে উঠল সে। ভেতরের সমস্ত উৎসাহ উবে গেল। *কেন এসেছ তুমি?* কে যেন বলে উঠল জেফের ভেতর থেকে। *কোন আশা নিয়ে? ফিরে যাও, বোকা! যা করছিলে, তাই করো গিয়ে। মনের মধ্যে যে আশা পুষে এসেছ, তা বৃথা। ফিরে চলো।*

এবারই প্রথম নয়, সারাপথই আজ এই দোটানায় ভুগেছে জেফ বিলিংটন। হাজার বার নিজেকে বুঝিয়েছে সে যে ফিলিপের চিঠি

নিঃসন্দেহে তার জন্যে কোন সৌভাগ্যের বার্তা নিয়ে এসেছে। যদিও সেটা কি হতে পারে জানে না জেফ। ফিলিপ কিছু লেখেনি সে ব্যাপারে। তা না লিখুক, সে তো জানে তাকে। চেনে। সেই ভরসাতেই এসেছে। যদিও মন বলেছে অন্য কথা। শোনেনি জেফ, ছুটে এসেছে এন্ড অভ স্টীল থেকে।

ভাবলেশহীন চোখে আরেকবার রেললাইনের দিকে তাকাল। এই সেই বি.সি.অ্যান্ড টি কোম্পানির রেলরোড, যার সাথে একদিন জড়িয়ে ছিল জেফ বিলিংটনের ভাগ্য। গত পাঁচ বছরে সে স্মৃতি ম্লান হতে হতে প্রায় বিলীন হয়ে যেতে বসেছে। ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি...

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আকাশ দেখল সে। গোধূলির আলোয় রঙের পসরা সাজিয়ে বসেছে যেন মেঘ। হালকা লাল, লাল, গাঢ় লাল, টকটকে লাল, আগুনে লাল, কমলা, কালচে, ধূসর, আরও কত নাম না জানা রঙ। জেফের জন্মস্থান, সেন্ট্রাল মনটানার ইউটিকায় ওর এক বন্ধু ছিল। কাউবয় আর্টিস্ট। চার্লি রাসেল। বহুদিন পর তার কথা মনে পড়ল। তেইশতম জন্মদিনে ওকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের এক পেইন্টিং প্রেজেন্ট করেছিল সে। সেটায় আকাশের রং এরকমই ছিল অনেকটা।

পা বাড়াল জেফ। ঢাল বেয়ে নেমে পরের ব্লাফে চড়ল। সামনের ফোল্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জাংশন সিটিকে চোখ ভরে দেখে নিল। নোংরা, পুরানো টাউন। কিন্তু গোধূলির রঙঢঙে উজ্জ্বল আলোয় তাকেই আজ অদ্ভুত রূপসী মনে হচ্ছে। কানে ভেসে এল টাউনের নানান পরিচিত শব্দ। মানুষের কথাবার্তা-হাসি, ঘোড়ার নাল পরা খুরের ধাতব আওয়াজ, সেলুনের ভেতরকার গ্লাস-বোতলের ঠোকাঠুকি, আরও কত শব্দ।

দৌড়ে ঢাল বেয়ে নামতে লাগল জেফ। ফোল্ডের সমতল

ভূমিতে পা রাখল। ততক্ষণে চোখের আড়ালে চলে গেছে টাউন। সামনে একটা সরু ক্রীক, তারপর বড়সড় এক কটনউড জঙ্গল। তার ওপাশে টাউন। জোর খলখল, ছলছল আওয়াজ তুলে দূরের ইয়েলোস্টোনের দিকে ছুটছে ক্রীকের পানি। বৃষ্টি তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে স্রোতের।

ছপাৎ ছপাৎ শব্দ তুলে অগভীর ক্রীক পেরিয়ে এল জেফ। ঝরা পাতার কার্পেট মাড়িয়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেছে সে, এমন সময় সামনে থেকে একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল। তার সাথে মোটা গলার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চটাশ্ চটাশ্ আওয়াজ। আবার উঠল চিৎকার। গলাটা অল্পবয়সী এক ছেলের।

সচকিত হলো জেফ। তীরবেগে ছুটল আওয়াজ লক্ষ্য করে। পিঠের সাথে দড়াম দড়াম বাড়ি খাচ্ছে অ্যাকর্ডিয়ান। এক-দেড়শো গজ এগিয়ে থেমে পড়ল সে সামনের দৃশ্য দেখে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এক কিশোর। তেরো কি চোদ্দ হবে তার বয়স। আরেক লোক সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে তার চুল মুঠো করে ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাচ্ছে। অন্য হাতে পাইকারী হারে চড়-চাপড় মেরে চলেছে দেহের যেখানে-সেখানে। এখন আর চেঁচাচ্ছে না ছেলেটা, শক্তি নেই গলায়। গোঙাচ্ছে।

মারতে মারতে কিশোরকে মাটিতে শুইয়ে ফেলল লোকটা, ডান পা তুলল লাথি মারার জন্যে। আঁতকে উঠল জেফ। ওই লাথি লাগলে একটা-আধটা হাড়গোড় নির্ঘাত ভাঙবে ছেলেটার। লম্বা তিন লাফে লোকটার ঘাড়ের ওপর পৌঁছে গেল সে, ওভারকোটের কলার ধরে হ্যাঁচকা এক টান মারল তাকে।

লাথি চালিয়ে দিয়েছিল লোকটা, শেষ মুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে শূন্যে একটা পাক খেল তার নিক্ষিপ্ত পা। এলোমেলো পায়ে পিছিয়ে এল সে। আচমকা অপ্রত্যাশিত আক্রমণে খেপে গেল। ঘুরে দাঁড়াল

রক্তচক্ষু মেলে। রাগে দাঁত বেরিয়ে আছে। বিলিংটনকে দেখে কুকুরের মত খেঁকিয়ে উঠল সে, কি যেন বলল দুর্বোধ্য ভাষায়।

জেফ নিজে ছয় ফুট এক ইঞ্চি দীর্ঘ, এ লোক তার চেয়েও ইঞ্চিদুয়েক লম্বা। লম্বাটে মুখ, নিচের দিকটা সরু। ছোট চোখ, দৃষ্টি কঠিন। পরিশ্রমের ফলে হাঁপাচ্ছে, ঘেমে গেছে মুখ। হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিল লোকটা, ডান হাত মুঠো করে গায়ের জোরে ছুঁড়ল জেফের নাকমুখ সই করে। চট্ করে ডানদিকে এক পা সরে গেল সে, একই মুহূর্তে বাঁ হাতে শক্তিশালী এক ফিস্ট ছুঁড়ল। লোকটার কলার বোনে লাগল ঘুসিটা।

মুখ দিয়ে চাপা এক গোঙানি বেরিয়ে এল তার। পিছিয়ে গিয়ে একটা চওড়া গুঁড়ির ওপর আছড়ে পড়ল সে। মাথা ঠুকে গেল জোরে। আরও খেপে গেল লোকটা, ডান হাত দ্রুত চলে গেল ওয়েস্ট হোলস্টারে। কিন্তু ড্র করার সুযোগ দিল না জেফ। ওর অস্ত্র নেই। থাকলে বড় ভাল হত, ভাবতে ভাবতে ঝাঁপ দিল সামনে। তাকে নিয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে। বাঁ হাতের শক্ত মুঠোয় ধরে থাকল লোকটার ডান হাত।

পিছন থেকে কি যেন বলল কিশোর। প্রথমবার শুনতে পেল না বিলিংটন। আবার চেঁচিয়ে উঠল সে। 'সাবধান, মিস্টার! ছুরি আছে ওর কাছে। ওর কোটের কলারে...'

ডান হাত মুক্ত করার জন্যে মরিয়া হয়ে লড়ছে লোকটা, কিন্তু পারছে না। গায়ের জোরে ওটাকে মাটির সাথে ঠেসে ধরে আছে জেফ। ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফাঁকে দু'চোখের জমাট ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকে দেখছে লোকটা। সে-ও দেখল। ঘামে ভেজা কপালের সাথে লেপ্টে আছে লোকটার তেলতেলে চুল। কান দুটো অস্বাভাবিক বড়, ওপরের প্রান্ত সুঁচলো।

হঠাৎ বাঁ হাত স্থির হয়ে গেল লোকটার। ঝট করে উঠে গেল

কলারের কাছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে গেল তার ঘর্মাক্ত মুখটা। সুযোগ কাজে লাগাতে দেরি করল না জেফ। দড়াম করে সর্বশক্তিতে মেরে বসল তার বাঁ চোয়ালে। 'ঠক' করে কাঠের সাথে কাঠের সংঘর্ষ হলো যেন, ব্যথায় কাৎরে উঠল জেফ নিজেই। ফোঁস করে এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লোকটা, মাথা হেলে পড়ল একপাশে। জ্ঞান হারিয়েছে। তার মুখের দুর্গন্ধ ভক্ করে ধাক্কা মারল এসে জেফের নাকে।

টান মেরে মুখ সরিয়ে নিল ও। পেটে কিছু থাকলে নির্ঘাত বমি হয়ে যেত। অজ্ঞান দেহটার পাশে বসে পড়ল জেফ বিলিংটন। হাঁপাতে হাঁপাতে কিশোরের দিকে তাকাল। 'লোকটা কে?'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। জবাব না দিয়ে ভীত চোখে পড়ে থাকা দেহটা দেখছে। জেফের অনুমানই ঠিক, তেরো-চোদ্দর বেশি হবে না তার বয়স। পরনের নোংরা ডেনিম বেশ মলিন। রানওভার বুট আর গায়ের উলেন শার্টের চেহারাও করুণ। মুখ শুকনো, মনে হয়ে সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। 'ও কি সত্যি অজ্ঞান হয়ে গেছে?' এক পা এগোল ছেলেটা।

'হ্যাঁ,' আস্তিনে মুখের ঘাম মুছে মাথা দোলাল জেফ।

'ধন্যবাদ, মিস্টার।' জেফকে দেখল কিশোর। দম নিল লম্বা করে। 'তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলাম।'

আরেকবার অজ্ঞান দেহটা দেখল সে, তারপর ঘুরে তীরবেগে ছুটল। মুহূর্তে হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে। বাধা দিল না জেফ। মুখ নামিয়ে লোকটাকে দেখল, তারপর নিজের ডান হাতের দিকে তাকাল। ভালই লেগেছে চোট। মধ্যমার গাঁট ফুলে উঠেছে এরই মধ্যে। চোখমুখ কুঁচকে হাতটা বারবার মুঠো করতে করতে উঠে দাঁড়াল জেফ।

চটে গেল নিজের ওপর। কেন খামোকা অন্যের ব্যাপারে মাথা

গলাতে গেল সে? কি দরকার ছিল? হয়তো এরা দু'জন বাপ-ছেলে। হয়তো ছেলে অন্যায় করেছে বলে মেরেছে তাকে বাপ। অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে যাকে পেট চালাতে হয়, তার কি দরকার সেধে ঝামেলা বাধানোর? আরেকবার অনড় লোকটাকে দেখল জেফ। জ্ঞান ফেরার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না তার মধ্যে। কাঁধ ঝাঁকাল ও, পা বাড়াল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বন ছেড়ে বেরিয়ে এল খোলা টাউনে। নিচু সুরে শিস বাজাতে বাজাতে মেইন স্ট্রীট ধরে পশ্চিমদিকে এগোল। আগের থেকে মনে হলো কিছুটা বড় হয়েছে জাংশন সিটি, মানুষজনও বেড়েছে। শেষ কবে এসেছে এখানে, ভাবল জেফ বিলিংটন। এক মাস বোধহয়। হ্যাঁ, এক মাস আগেই এন্ড অভ স্টীল থেকে এসেছিল ও। এর মধ্যেই বেশ কিছু বিল্ডিং উঠেছে নতুন। নতুন পেইন্টের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে স ডাস্টের স্তূপ।

বোর্ডওয়াক ধরে হাঁটছে লোকজন। গ্রেডার, ব্রিজ-বিল্ডার, গ্যাম্বলার, ফ্রেইটার, কাউবয় আর মিউল স্কিনারদের আলাপ, হাসি-ঠাট্টায় গমগম করছে জাংশন সিটির মেইন স্ট্রীট। বৃষ্টি হওয়ায় ধুলো অনুপস্থিত। বাতাসে ভেজা ভেজা গন্ধ। সামনের এক সার বিল্ডিঙের ওপাশের রেলরোডে এঞ্জিন আগুপিছু করছে, ঘটাং ঘটাং শব্দ আসছে কাপলিঙের। পথচারিদের ধাক্কা এড়াতে অ্যাকর্ডিয়ান সামলে ধরে এগোল জেফ। চারদিকে মোটামুটি পরিচিত দৃশ্য দেখে মনটা আবার হারিয়ে গেল অতীতে।

কিন্তু পেটের ভেতরটা মুচড়ে উঠতে সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবে ফিরে এল। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। রাস্তা জ্যাম করে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য হাই-সাইডেড সাপ্লাই ওয়াগন, ফ্রেইট ওয়াগন ইত্যাদির ফাঁক-ফোকর গলে অন্য পারে চলে এল সে। খুঁজেপেতে খদ্দেরের চাপ

কম, এমন এক রেস্টুরেন্ট খুঁজে বের করল। অর্ধেক টেবিল-চেয়ার খালি এটার, দীর্ঘ বার কাউন্টারের সামনে তিনটে খালি টুলও দেখা গেল।

তার ওপাশের অ্যাপ্রন পরা মেয়েটিকে দেখে বিস্মিত হলো জেফ। এক খদ্দেরের সামনে পানীয়ের গ্লাস রেখে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত দীর্ঘ লাল চুল পিছনে ঠেলে দিল মেয়েটি। চেহারায় ক্লান্তি তার, কিন্তু তবু মুখটা ভারি কমনীয় লাগছে। হালকা নীল চোখে অদ্ভুত মায়া ভরা দৃষ্টি।

'ক্যারেন!' আপনমনে বলে উঠল জেফ বিলিংটন। কত বছর আগে ওরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হয়েছিল? ভাবল সে। বারো, চোদ্দ? না পনেরো? ইউটিকায় তাদের প্রতিবেশী শুকনো-পাতলা, তালপাতার সেপাই সেই ক্যারেনের সাথে একে মেলানো একেবারেই অসম্ভব। কেবল চেহারার ধাঁচটা মেলে কোনমতে।

তখন জেফের বয়স ছিল ষোলো। ওকে পছন্দ করত ক্যারেন, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে কেবল ওর সাথেই নাচত সে। তাদের ঘনিষ্ঠতা সহ্য করতে পারত না ম্যাক, প্রায়ই জেফের সাথে এ নিয়ে গায়ে পড়ে ঝগড়া-মারামারি বাধাত সে।

পায়ে পায়ে ঢুকে পড়ল জেফ। অ্যাকর্ডিয়ানটা কাউন্টারে গায়ে হেলান দিয়ে রেখে উঠে বসল এক টুলে। 'হ্যালো, ক্যারেন!'

কাউন্টারের ক্যাবিনেট খুলে ঝুঁকে কিছু করছিল মেয়েটি, দ্রুত মুখ তুলল। ওকে দেখে একইরকম বিস্মিত হলো। 'জেফ, তুমি!'

'কেমন আছ?'

'ভাল। তুমি?' কাউন্টারে দুই কনুই রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল মেয়েটি।

'ভাল। এখানে কবে থেকে? শেষবার যখন এলাম, তখন তো দেখিনি!'

হাসল ক্যারেন মিষ্টি করে। 'কবে এসেছিলে?'

'মাসখানেক।'

'আমি এসেছি গতকাল তিন সপ্তা হলো।'

মাথা দোলাল জেফ। 'এক পিস্ অ্যাপেল পাই আর কফি দাও, প্লীজ!'

'এক মিনিট।'

ওর অর্ডার সার্ভ করে আরেক খদ্দেরের দিকে এগোল মেয়েটি। কফি নাড়তে নাড়তে তাকে দেখতে থাকল জেফ। কি আশ্চর্য! ভাবছে সে, বেশ কিছুদিন দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না ওদের, পুরানো ভাল লাগার স্মৃতি বিলীন হয়ে গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু আজ দেখা হওয়ামাত্র আবার কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। বারবার অতীত মনে পড়ে যাচ্ছে জেফ বিলিংটনের। কেন? আজও কি অদৃশ্য কোন বন্ধন রয়ে গেছে ওদের মধ্যে?

নাকি দু'জনের বিচ্ছিন্নতাই স্মৃতির খোঁচাখুঁচির মূল কারণ? জেফ জানে, ওদের ছাড়াছাড়ির জন্যে সে-ই দায়ী। ক্যারেন নয়। ক্যারেন ফেলিক্স সব সময় বিশ্বস্ত ছিল তার প্রতি।

কাজ সেরে ওর সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। ডান হাতের তালুতে থুতনি রেখে দাঁড়াল। হাসছে মিটিমিটি। তার গায়ের-চুলের মিষ্টি গন্ধে মনটা উদাস হয়ে গেল জেফের। চট্ করে মেয়েটির বাঁ হাতের অনামিকার ওপর দিয়ে ঘুরে এল দৃষ্টি। না, কোন আংটি নেই। পরক্ষণে হাসল মনে মনে। থাকলে তোমার ক্ষতি কি ছিল হে! তুমি কপাল পুড়িয়েছ বলে ক্যারেনকেও পোড়াতে হবে? কেন? সে একসময় তোমাকে ভালবেসেছিল বলে? তোমার স্মৃতি বুকে বেঁধে জীবন কাটাবে, বিয়ে থা করবে না? কি আশ্চর্য! এতটা আশা করো কি করে?

'তোমাকে দেখে ভাল লাগছে, জেফ,' প্রায় ফিস্ ফিস্ করে

বলল ক্যারেন। 'খুব ভাল লাগছে।'

'আমারও।' দৃষ্টি নামিয়ে খাবারের দিকে মন দিল ও। মেয়েটির চোখে চোখ রাখতে পারছে না।

'ম্যাকের সঙ্গে কতদিন দেখা নেই?' ওর ফোলা গাঁটের দিকে তাকিয়ে বলল মেয়েটি। লাল হয়ে আছে জায়গাটা।

'তা অনেকদিন।'

'কতদিন?'

'প্রায় বছর পাঁচেক। কেন?'

'না। এমনিই।'

কিছু ভাবল ও। 'তুমি কি আমাদের ফলো করছ, ক্যারেন?'

'মানে?' চোখের নীল তারায় বিস্ময় ও রাগ ফুটল মেয়েটির। 'এ প্রশ্ন কেন, জেফ?'

'কোন কারণ নেই। মনে হলো তাই বললাম।'

'কেন এমন মনে হলো?'

'যেখানে যাই, সেখানেই তোমাকে দেখি, তাই। ইয়েলো-স্টোন, বিলিংস, লিভিংস্টনে দেখা হয়েছে আমাদের। তারপর দু'বছর আগে লুইসটাউনে দেখেছি তোমাকে, গত বছর ফোর্ট বেনটনে। আজ এখানে।' আবার কি যেন ভাবল সে। 'ইউটিকায় ফিরে যাও না কেন, ক্যারেন? বাবা-মার কাছে? বিয়ে করে...' মেয়েটির মসৃণ কপালে বিরক্তির কুঞ্চন দেখে থেমে গেল সে।

'আমার বিয়ে নিয়ে তোমাকে না ভাবলেও চলবে, জেফ,' সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। তার শূন্য কাপের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'আর দেব কফি?'

'দাও। ধন্যবাদ।'

আরেক কাপ ধূমায়িত কালো কফি নিয়ে এল ক্যারেন। নীরবে

জেফ বিলিংটনের চুমুক দেয়া দেখতে থাকল। খদ্দের এলে ছুটছে সেদিকে। আবার এসে দাঁড়াচ্ছে। 'এখানে কি মনে করে?' খানিক ইতস্তত করে বলল সে।

'ফিলিপ আসতে লিখেছে।'

'ফিলিপ? তোমার এক্স বস্?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?' প্রশ্নটা না করে পারল না ক্যারেন। জেফ বিলিংটন ও ফিলিপ হেয়ারের সম্পর্কের অতীত-বর্তমানের প্রায় কিছুই তার অজানা নেই।

'জানি না। চিঠিতে লেখেনি সে কথা।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁট চুষল খানিক মেয়েটি। 'কখন দেখা করতে হবে তার সাথে?'

'সন্ধের দিকে।'

আনমনে জেফের ফোলা গাঁটে আঙুল বোলাল সে। 'এখানে ব্যথা পেলে কি করে?'

'পড়ে গিয়েছিলাম,' পকেটে হাত ভরে কিছু কয়েন বের করল ও। খাবারের দাম মিটিয়ে হাত বাড়াল অ্যাকর্ডিয়ানের দিকে। 'চলি।'

'এখনই যাবে? সন্ধের তো এখনও বেশ দেরি।'

'তা হোক। একটু আগেভাগে যাওয়াই ভাল।'

'বেশ, যাও। কিছুদিন থাকবে তো এখানে?'

অ্যাকর্ডিয়ান কাঁধে ঝোলাল সে। 'কি করে বলি?'

'ফিলিপ কেন ডেকেছে জানিয়ে যেয়ো,' নখ দিয়ে কাউন্টারের কোণ খুঁটতে খুঁটতে বলল মেয়েটি। আরও যেন কি বলতে চেয়েও থেমে গেল শেষ পর্যন্ত। 'যদি সম্ভব হয়।'

মাথা দোলাল ও। 'যদি সম্ভব হয়।'

বেরিয়ে এল রেস্টুরেন্ট থেকে। গোধূলির আলোয় টান ধরেছে। আকাশের সব রঙ মুছে গেছে। এখন কেবল কালো মেঘের ভেলা ভাসছে। অনেক নিচু দিয়ে। আবার বৃষ্টি নামবে। অ্যাকর্ডিয়ানটা সামলে ব্রডওয়াকে উঠল জেফ, পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল বি.সি.অ্যান্ড টি-র ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার্সের দিকে।

এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করল এই সময়।

দুই

ক্রেজি মাউন্টের স্পারে দাঁড়িয়ে আছে বি. সি. অ্যান্ড টি-র ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার্স। দোতলা। নতুন। বাতাসে নতুন পেইন্টের গন্ধ। তা ছাপিয়েও তাজা পাইন কাঠের গন্ধ পেল জেফ বিলিংটন।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে পড়ল সে, চিঠির নির্দেশমত ফিলিপ হেয়ারের অফিসের দিকে এগোল। সামনের জেনারেল অফিসরুমটা বেশ বড়। অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল। এ মুহূর্তে ফাঁকা সব। ছুটি হয়ে গেছে। ও মাথার পাতলা দেয়ালের ওপাশ থেকে টেলিগ্রাফ কীর চাপা, নার্ভাস আওয়াজ আসছে। কাঠের মেঝেতে বুটজুতো পরা ভারী পায়ের হাঁটাহাঁটির আওয়াজও আছে সাথে।

কিছুই বদলায়নি, ভাবল জেফ। সবকিছু প্রায় একই আছে, কেবল ভিন্ন টাউন, এবং দেয়ালের ক্যালেন্ডারগুলো পাঁচ বছর পরের দিন-তারিখ দেখাচ্ছে, এই যা পার্থক্য। হলের শেষ মাথায় খুদে এক

করিডরে ঢোকার মুখে ডানহাতের প্রথম দরজার বন্ধ পাল্লায় ফিলিপের নাম দেখে থামল সে। নক্ করল। সাথে সাথে ভেতরে ঢোকার আহ্বান এল মোটা গলায়।

ঢুকে পড়ল সে। রুমটা বড়। দুটো রোলটপ ডেস্ক দুই প্রান্তে। একটা বেশ বড়। ফিলিপ হেয়ার বসে আছে ওটার পিছনে। কোম্পানির কন্সট্রাকশন চীফ। ছোট ডেস্কে আরেকজন কি যেন লিখছে। লোকটা ক্লার্ক, জেফের অপরিচিত। তার পিছনে বিশাল এক সেফ। ফিলিপের মুখোমুখি বসা আরেক লোক, জ্যাক ডুরান্ট তার নাম। এক কোণে বড় এক স্টোভ জ্বলছে ঘর গরম রাখার জন্যে। নাকেমুখে উত্তাপের পরশ পেয়ে বাইরের ঠাণ্ডার কামড়ের কথা ভুলে গেল জেফ।

'ওয়েল, জেফ!' উঠে দাঁড়াল বিশালদেহী ফিলিপ হেয়ার, এগিয়ে দিল ডান হাতের প্রকাণ্ড থাবা। মুখে আন্তরিক হাসি।

'হাউডি, ফিলিপ!' হাত মেলাল জেফ। আগের মতই প্রায় আছে লোকটা, ভাবল সে। চওড়া কাঁধের লাল মুখো দানব। তবে মাথার চুল কমে গেছে। গালের-গলার চামড়া ঝুলে পড়তে শুরু করেছে। কালো ব্রডক্লথ ও বাটনড্ শু পরে আছে সে। চেহারায়, বিশেষ করে চোখে ক্লান্তির ছাপ। আগের সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিপকে এই লোকের মধ্যে দেখতে পেল না সে। বয়স তা কেড়ে নিয়েছে।

জ্যাক ডুরান্ট একই রকম আছে। বুলডগের মত চেহারা। দেখলে মনে হয় অজ্ঞাত কোন কারণে দুনিয়ার সবার ওপর খেপে আছে যেন, যাকে বাগে পাবে তাকেই কামড়ে দেবে। অবশ্য কপালের দাগগুলো আগের চেয়ে কিছুটা গভীর হয়েছে তার। 'হ্যালো, ডুরান্ট!' লোকটার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল জেফ। একই ভঙ্গিতে জবাব দিল সে। চেহারা গম্ভীর।

নীরবতার মাঝে ক্লার্ক লোকটার কলমের খস্ খস্ শব্দ বড় বেশি

কানে বাজছে। একবার মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলে জেফকে দেখেছে লোকটা, আর তাকায়নি। ঘাড় গুঁজে এক মনে কাজ করে চলেছে।

'ওয়েল, জেফ,' আবার বলে উঠল ফিলিপ হেয়ার। 'কোন্ পথে এসেছ? যা বলে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ। তোমার গ্রেডার লোকটা চিঠি পৌঁছে দেয়ার পরই রওনা হয়েছি।'

'কখন এসেছ?'

'একটু আগে।'

বিস্ময় ফুটল কন্স্ট্রাকশন চীফের প্রকাণ্ড মুখে। 'তার মানে এন্ড অভ স্টীল থেকে এত পথ হেঁটে এসেছ তুমি?'

'হ্যাঁ,' শ্রাগ করল জেফ বিলিংটন। 'তুমিই লিখেছ সবার নজর বাঁচিয়ে পৌঁছতে হবে আমাকে।'

'তো?' খানিক ইতস্তত করে বলল লোকটা।

'কেউ দেখেনি আমাকে এই বিল্ডিঙে ঢুকতে।' আরেকবার ডুরান্টের দিকে তাকাল ও। আগের মতই একদৃষ্টে তাকে দেখছে লোকটা। চেহারা ভাবলেশহীন। লোকটা বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছে না ওকে।

'বোসো, জেফ,' বলল প্রাক্তন বস্।

জ্যাক ডুরান্টের পাশের চেয়ারে বসল সে। উপস্থিত তিনজনের তুলনায় নিজের কোট, ট্রাউজারের অবস্থা দেখে মনে মনে সঙ্কুচিত। দুটোরই সঙ্গীন অবস্থা, হাঁটু আর কনুইয়ের কাছে ফেঁসে গেছে। বিচ্ছিরি লাগছে দেখতে। তার ওপর গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ি ও অনেকদিনের ছাঁটবিহীন রুক্ষ, দীর্ঘ চুলে যা-তা দেখাচ্ছে ওকে। ভীষণ বেমানান সে এই পরিবেশে।

'মরিস, আলো জ্বেলে দাও,' ক্লার্ক লোকটাকে নির্দেশ দিল

ফিলিপ। 'মেঘের জন্যে আগেই সন্ধে হয়ে গেছে আজ।'

সঙ্গে সঙ্গে লেখা থামিয়ে উঠে পড়ল অনুগত ক্লার্ক, একটা ওয়াল-ব্রাকেট ল্যাম্প জ্বেলে দিল। চোখ কুঁচকে জেফকে পর্যবেক্ষণ করল ফিলিপ বেশ কিছুক্ষণ। 'তুমি আশেপাশে আছ, জানতাম। কিন্তু···ড্যাম ইট, ম্যান! ওই চেহারায় দেখব তোমাকে, ভাবিনি কখনও।'

মেজাজ তপ্ত হয়ে উঠল জেফের। চেহারা নির্বিকার থাকলেও কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি ফুটল। 'পাঁচ বছর পথে পথে ঘুরছি। চেহারার কি দোষ?' একটু থামল সে। 'যখন বি.সি.অ্যান্ড টি ছাড়তে হলো, মনে বিশ্বাস ছিল কোথাও না কোথাও আরেকটা চাকরি ঠিকই জুটিয়ে নিতে পারব। এখানকার মত না হোক, কাউ পাঞ্চিং, মিউল স্কিনিং, অথবা মাইনিং, একটা না একটা কাজ পাবই।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'পাইনি। আশা-ভরসা অবশ্য পেয়েছি অনেকখানে। কিন্তু তোমার এখান থেকে চরিত্রে সামান্য কালির দাগ নিয়ে বেরিয়েছি বলে কাজ দিতে আগ্রহী হয়নি কেউ। কোন কাজই জোটাতে পারিনি। গত বছর ফোর্ট বেনটনে জিম হিলের মানিটোবা রেলরোড কোম্পানির অপারেশন শুরু হতে গেলাম। ধারণা ছিল ওরা অন্তত একজন চেইন-টটার আর গ্যান্ডি-ডান্সারের পার্থক্য বুঝবে।' শ্রাগ করল ও আবার। 'দেখলাম বোঝে না। অথবা বুঝলেও জেফ বিলিংটনকে কোন সুযোগ দিতে রাজি নয়। বাপ ছেলেবেলায় শখ করে বড় ছেলেকে অ্যাকর্ডিয়ান বাজানো শিখিয়েছিল, তাই এখনও বেঁচে আছি। এটা বাজিয়ে মানুষকে খুশি করি, তারা দু'-চার পয়সা দেয়। তবে সান্ত্বনা একটাই যে সৎ পথে রোজগার করছি আজও।'

'অথবা হতে পারে এখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে আসলে চার্লি শেরম্যানের গ্যাঙের হয়ে স্পাইং করছ,' বলে বসল জ্যাক ডুরান্ট।

ঝট্ করে ঘুরে তাকাল জেফ, রাগে অস্থির হয়ে উঠেছে। আগুন ঠিকরে পড়ছে দু'চোখ দিয়ে।

'শার্ট আপ্, ডুরান্ট!' ধমকে উঠল ফিলিপ হেয়ার। 'মুখ বন্ধ রাখো।' উঠে এসে জেফের কাঁধে হাত রাখল সে। শান্ত গলায় বলল, 'জেফ, ওর ওপর রাগ করতে পারো না তুমি। ভেবে দেখো, তুমি যখন এই কোম্পানির চীফ ট্রাবলশূটার ছিলে, ও ছিল তোমারই সহকারী। তোমাকে প্রায় ঈশ্বরের মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। সেবার গ্রেডিং ক্যাম্প থেকে লুট হওয়া ঘোড়াগুলো যখন লুটেরা মনটানা কিডের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলে তুমি, একটা গুলিও খরচ করলে না, তখন শুধু ডুরান্ট কেন, আমি, আমরা সবাই ধরেই নিয়েছি এক আউটলর সাথে হাত মিলিয়েছ তুমি। এমন এক আউটল, যে প্রতি পদে পদে আমাদের সমস্যায় ফেলছে। শুধু তোমার অতীত চরিত্রের রেকর্ডই সে যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছে তোমাকে। কেবল চাকরি খোয়ানোর মধ্যে দিয়ে চুকেবুকে গেছে সব। নইলে ওই অপরাধে জেল হওয়ার কথা ছিল তোমার।'

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল জেফ। 'ঘোড়ার সাথে মনটানা কিডকেও ধরা উচিত ছিল আমার, কিন্তু পারিনি।'

'পারোনি কথাটা ঠিক নয়,' আরেকদিকে তাকিয়ে বলল জ্যাক ডুরান্ট। 'বলো, সুযোগ পেয়েও তাকে ধরোনি। ছেড়ে দিয়েছ।'

'স্বীকার করি। সে কথা তুমি যেমন জানো, তেমনি আমিও জানি। সবাই জানে। কিন্তু এতবছর পর নতুন করে তা নিয়ে কথা তোলার কোন অর্থ নেই।' প্রাক্তন বসের দিকে ফিরল জেফ। 'তুমিও নিশ্চই এই জন্যে ডাকোনি আমাকে, ফিলিপ?'

'না, জেফ,' নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল সে। 'ডেকেছি আরেকটা চাকরির অফার দিতে। তুমি আগ্রহী?'

বিস্মিত খানিকটা হলো বটে ও, তবে সাথে সাথে সামলেও

নিল। এমন কোন প্রস্তাব ফিলিপের তরফ থেকে আসবে বলে অবচেতন মনটা যেন তৈরি হয়েই ছিল ওর। এইমাত্র কেবল তার নিশ্চয়তা পেল। বুকের মধ্যে অভিমান দানা বাঁধতে যাচ্ছিল, কঠোর হাতে দমন করল তাকে। অভিমান বা অহঙ্কার, কোনটাই আজ মানায় না জেফকে। ভাল করে লক্ষ করল সে ফিলিপকে। লোকটা তাকে চাকরির অফার দিচ্ছে ভাবা কঠিন। বরং মনে হচ্ছে ভিক্ষে চাইছে। কেন?

'কি চাকরি?'

জবাব না দিয়ে মরিসের দিকে ফিরল লোকটা। 'প্যাকেট রেডি?'

'হ্যাঁ, স্যার,' বলল সে। কলম রেখে উঠল। পিছনের প্রকাণ্ড সেফ খুলে ভেতর থেকে বাদামী কাগজের মজবুত একটা চারকোনা প্যাকেট বের করল। ধরার ধরন দেখে বোঝা গেল ওটা যথেষ্ট ভারী। বসের সামনে এসে দাঁড়াল সে ওটা নিয়ে। তাকে দেখল জেফ। মাঝারির থেকে সামান্য দীর্ঘ সে। চুল, ভুরু রঙহীন।

প্যাকেটটা টেবিলে রাখতে বলল ফিলিপ। 'ঠিক আছে, মরিস। এবার যেতে পারো তুমি। সেফ লক্ করে যাও।'

মাথা দুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। সেফ লক্ করে চাবির গোছা বসের হাতে দিয়ে গায়ে ওভারকোট চড়াল। কোন এক কালে কালো ছিল ওটার রঙ, এখন সাদাটে-ধূসর হয়ে গেছে। মাথায় চাপাল ডার্বি হ্যাট। তারপর নিজের ডেস্কের সাথে হেলান দিয়ে রাখা একটা ছাতা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। দরজার দিকে এগোবার ফাঁকে আড়চোখে জেফ বিলিংটনকে দেখে নিল এক নজর। 'গুড নাইট,' অনিশ্চিত লক্ষের উদ্দেশে বিড় বিড় করে বলল লোকটা। দরজা বাইরে থেকে টেনে ভিড়িয়ে দিয়ে গেল।

এতক্ষণ নীরবে বসে ছিল ফিলিপ হেয়ার, এবার নড়ল। হাত

বাড়িয়ে মধ্যমার ডগা দিয়ে টোকা দিল প্যাকেটটার গায়ে। নজর জেফের মুখে স্থির। 'এরমধ্যে দশ হাজার ডলার আছে। পেপার নোট। এন্ড অভ স্টীলের গ্রেডিং কন্ট্রাক্টরদের পাওনা টাকা। এ মাসে এই নিয়ে চারবার বিসমার্ক থেকে টাকা আনাতে হয়েছে আমাকে এই জন্যে। অঙ্ক দাঁড়িয়েছে চল্লিশ হাজারে।'

'মানে?' হেলান দিয়ে বসল জেফ।

'আগের তিনবারই মাঝপথে ট্রেন থামিয়ে টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে চার্লি শেরম্যানের আউটফিট। এই এলাকায় লোকটা নতুন। এর তুলনায় মনটানা কিড ছিল দুধের শিশু। যখনই টাকা পাঠানো হয় এন্ড অভ স্টীলে, কি করে যেন প্রত্যেকবারই টের পেয়ে যায় হারামজাদা। আমাদেরই কেউ নিশ্চই খবর দেয়। কিন্তু এতবড় এক অর্গানাইজেশন, অসংখ্য স্টাফ। সবার পিছনে স্পাই লাগিয়ে রাখা কি সম্ভব?' সামান্য বিরতি দিল ফিলিপ। ডান হাতের একটা আঙুল ফোটাল মট্ করে। 'কিন্তু এবার আর টাকা বেহাত হতে দিতে কিছুতেই রাজি নই আমি। তাই তোমাকে ডেকেছি। আমি চাই এটা তুমি নিজ দায়িত্বে পৌঁছে দেবে ওদের হাতে।'

'কবে যেতে হবে?' জানতে চাইল সে।

'আজ রাতেই।' দেয়াল ঘড়ির ওপর থেকে চোখ ঘুরে এল এক্স বসের। 'সাড়ে সাতটায় একটা সাপ্লাই ট্রেন যাচ্ছে এন্ড অভ স্টীল। সময় বেশি নেই।'

ফোঁস করে দম ছাড়ল ও। হেসে উঠল চেপে রাখতে না পেরে। 'কঠিন বিপদে পড়েছ তাহলে ফিলিপ, কি বলো?'

গম্ভীর হয়ে গেল কন্সট্রাকশন চীফ। 'ব্যাপারটাকে তুমি বরং অন্য দৃষ্টিতে দেখো, জেফ। মনে করো আমি তোমাকে আরেকটা সুযোগ দিচ্ছি সেধে।'

'নিশ্চই! কিন্তু বিষয়টা কতখানি তোমার অনুকূলে যাবে, সেটাও

ভেবে দেখা প্রয়োজন। শুধু তোমার কন্সট্রাকশন ক্যাম্প কেন, সারা জাংশন সিটি খুঁজলেও আমার মত এমন এক আপাদমস্তক "অপদার্থ" দ্বিতীয়টি তুমি পাবে কি না, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এক হতচ্ছাড়া, কপর্দকহীন মানুষ, অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে যাকে পেট চালাতে হয়, তার হাতে বি.সি.এ্যান্ড টি-র ফিলিপ হেয়ার এত গুরুত্বপূর্ণ এক দায়িত্ব অর্পণ করবে, এমন গাধামি চিন্তা কারও মাথায় আসবে? বিশেষ করে যাকে সে-ই একদিন বের করে দিয়েছিল চাকরি থেকে? নিশ্চই এমন পাগল নেই দুনিয়াতে, কি বলো?'

পালা করে তাকে ও ডুরান্টকে দেখল জেফ বিলিংটন। কথা নেই কারও মুখে। 'তুমি যে দৃষ্টিতেই দেখতে বলো না কেন, ফিলিপ, আমি দেখছি এই দৃষ্টিতে। আমার বিশ্বাস, তুমিও এই সম্ভাবনার কথা ভেবেই আমাকে ডেকেছ। কি বলো, ঠিক কি না?'

'ঠিক,' মাথা দোলাল চীফ। 'স্বীকার করি, ভেবেছি।'

নড়েচড়ে বসল ডুরান্ট। 'এবং আমার ধারণা কাজটা তুমি ঠিক করোনি, ফিলিপ। এবারও হয়তো একই কাণ্ড ঘটবে।'

'ঘটতে পারে,' সায় দিল জেফ। মোটেই রাগল না সে এবার, বরং হাসল। 'হতে পারে হয়তো ওর অনুমানই ঠিক, সত্যিই আমি চার্লির হয়ে স্পাইং করি। জানোই তো আমি আজ এ টাউন, কাল ও টাউন ঘুরে ঘুরে বেড়াই। রেলরোড শ্রমিক-কর্মচারীদের সাহায্যে এ কাজ আমার দ্বারা একেবারে অসম্ভব নয়। হয়তো আমাকে ডেকে এনে নিজেকে নতুন বিপদে জড়াতে যাচ্ছ তুমি, আরও কঠিন সমস্যায় পড়তে যাচ্ছ।'

এক হাত তুলে ওকে থামাল চীফ। 'হয়তো তোমাকে আমি বিশ্বাস করাতে পারব না যে পাঁচ বছর আগে জেলে যাওয়া থেকে আমিই তোমাকে বাঁচিয়ে ছিলাম, জেফ। কারণ সেদিন সব জানার

পরও তোমার ওপর থেকে আস্থা হারাইনি আমি। পরিস্থিতির কারণে তোমাকে ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছি ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাস হারাইনি। সে বিশ্বাস আজও আছে আমার। জানি তুমি অন্যায় কিছু করতে পারো না। তাছাড়া এই পাঁচ বছর তোমার ওপর নজর ছিল আমার। তুমি যে এক মাইনিং ক্যাম্প থেকে আরেক মাইনিং ক্যাম্প, এক কাউটাউন থেকে আরেক কাউটাউনে ঘুরে ঘুরে অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে রোজগার করেছ, সে আমি জানি। তোমার চেহারা, পোশাক, সবই তোমার সততার পরিচয় বহন করছে, জেফ। তারওপর সবচে' বড় কথা, কোন স্পাইকে পেট বাঁচাবার জন্যে এত দীর্ঘ সময় ধরে অভিনয় করতে হয় না।'

'একটা কথা ফিলিপ ঠিকই বলছে, জেফ,' বলল জ্যাক ডুরান্ট। 'আমি জানি, সে-ই বাঁচিয়েছে তোমাকে জেলে যাওয়া থেকে।'

'আমি অবিশ্বাস করি না,' চীফের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে বলল সে। 'তোমার থেকে বেশিদিন চিনি আমি ফিলিপকে। জানি সে মিথ্যে বলে না।'

'এবার বলো, জেফ,' বলল ফিলিপ হেয়ার। 'তুমি রাজি?'

'বিনিময়ে আমি কি পাচ্ছি?'

'যদি টাকাটা ওদের হাতে পৌঁছে দাও, অন্য এক পোস্টে নিয়ে নেব তোমাকে। বেতন আগের থেকে বেশি হবে।'

খানিক ইতস্তত করে মাথা দোলাল সে, 'ওকে।'

হাসি ফুটল চীফের মুখে। উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। 'ডীল?'

'ডীল।' হাত মেলাল ও। বসের সাথে হ্যান্ডশেক সেরে ডুরান্টের দিকে তাকাল। ভেবেছিল সে-ও বুঝি হাত মেলাবে। কিন্তু না, তার মধ্যে সেরকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আসন ছেড়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে লোকটা, এদিকে পিছন ফিরে

রয়েছে।

এর মধ্যে কখন যেন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। জানালার কাঁচ বেয়ে গড়িয়ে নামছে পানির মোটা ধারা। ছাদে অনবরত ড্রাম বীটের আওয়াজ তুলছে বড় বড় ফোঁটা। ডুরান্টের কাঁধের কাছে জ্বলছে ওয়াল-ব্রাকেট ল্যাম্পটা। একটা পোকা ওটাকে ঘিরে চক্কর দিয়ে চলেছে। থেকে থেকে গিয়ে আছড়ে পড়ছে চিমনির ওপর।

'আমি দুঃখিত, জেফ,' নিজের পিঠে অন্য দু'জনের দৃষ্টি নিবদ্ধ বুঝতে পেরেই যেন বলে উঠল সে। 'এখনই তোমার সাথে হাত মেলাতে পারছি না। আগে প্রমাণ করো তুমি সেই আগের জেফ আছ, তারপর।'

'তোমার মনোভাব বুঝতে পারছি আমি, ডুরান্ট,' মৃদু গলায় বলল ও। 'আমিও সে জন্যে দুঃখিত।'

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল জেফ বিলিংটনের দিকে। 'এক সময় আমরা দু'জনে মিলে চমৎকার এক টীম ছিলাম। তুমি চীফ ছিলে আমার। শ্রেষ্ঠ বন্ধুও ছিলে। সে কথা মনে পড়লে আমার আজও কষ্ট হয়।' এক পা এগিয়ে এল লোকটা, দু'হাত ট্রাউজারের পকেটে ঢোকাল।

'সেদিন যখন এক হাই রিজে শুয়ে তোমাকে মনটানা কিডের মত এক জঘন্য অপরাধীকে কিছু না বলে ছেড়ে দিতে দেখলাম, এত কষ্ট পেয়েছি যে কি বলব! আমি গিয়েছিলাম তোমাকে কভার করতে। আমার রাইফেলের সাইট কিডের ওপর স্থির ছিল। তাকে যখন তুমি ছেড়ে দিলে, ওটা ঘুরিয়ে তোমার বুকে ধরেছিলাম আমি। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও গুলি করতে পারিনি তোমাকে। সে জন্যেও পরে অনেক আফসোস হয়েছে।

'বসের ধারণার সাথে এখনও আমি একমত হতে পারছি না। তবু, তোমাকে সে আমার থেকে অনেক ভাল চেনে। জানে।

হয়তো শেষ পর্যন্ত তার বিশ্বাসই প্রতিষ্ঠিত হবে। এ রাত ফুরোবার আগেই তা জানতে পারব আমরা সবাই। আমি আশা করছি তুমি নিজেকে সৎ প্রমাণ করতে পারবে। তারপর তুমি চাইলে হাত মেলাব দু'জনে। আবার হয়তো আগের মত পরস্পরের বন্ধু হব আমরা, তার আগে নয়।'

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল জেফ। 'অল রাইট, ডুরান্ট।'

চীফের হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে নিজের কার্ডরি কোটের তলায় গুঁজে ফেলল সে। 'একটা কথা, জেফ,' বলল চীফ। 'সাপ্লাই ট্রেনের সাথে একটা বক্সকারও থাকবে।'

'কেন?'

'ওটার মধ্যে করে জ্যাক ডুরান্টও যাচ্ছে তার দলবলসহ। ঘোড়া, অস্ত্র নিয়ে।'

'বুঝলাম না,' পালা করে দু'জনকে দেখল ও।

'আমি যাচ্ছি যদি চার্লি শেরম্যান আজও হানা দেয়, তাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে,' বলল জ্যাক। 'যদি ট্রেন থামাবার দুঃসাহস দেখায় সে, তাড়া করে হারামজাদাকে আজ ধরবই আমি।'

বিস্মিত হলো ও। 'তাহলে টাকাটা বক্সকারে করে নিয়ে যেতে অসুবিধে কি ছিল?'

'প্যাকেটটা এন্ড অভ স্টীলে পৌঁছে দেয়া এক কাজ, জেফ,' বলল চীফ। 'এবং শেরম্যানকে ধরা আরেক কাজ। প্রথমটা তুমি করো, পরেরটা ডুরান্ট করবে। এক আউটলর ভয়ে বক্সকারে টাকা পাঠাতে রাজি নই আমি। আজ প্রায় সারা দুপুর ধরে অস্ত্র-গোলাবারুদ কিনেছে মরিস। একদল কাউবয়ও হায়ার করা হয়েছে আজ রাতের স্পেশাল জার্নির জন্যে। একদল সাহায্যকারী সাথেই রয়েছে জানা থাকলে তুমিও বুকে বল পাবে।'

ড্রয়ার থেকে একটা কোল্ট পয়েন্ট ফোর ফাইভ বের করে দিল

সে। 'এটা রাখো সাথে। কাজে লাগতে পারে।'

নিল সে অস্ত্রটা। পুরানো অভ্যেসমত ব্যস্ত হাতে লোড চেক করল। তারপর সন্তুষ্টমনে গুঁজে রাখল ট্রাউজারের ওয়েস্টব্যান্ডের নিচে। ডুরান্ট একটা শীপস্কিন কোট এগিয়ে দিল। 'এটাও নিয়ে যাও। এমনিতেই রাতে ঠাণ্ডা পড়ে খুব, তারওপর আজ বৃষ্টিও আছে।'

'ধন্যবাদ।' ওটা গায়ে চড়াল জেফ বিলিংটন। চীফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল অফিস থেকে। জোর পায়ে ক্যারেনের রেস্টুরেন্টের দিকে চলল। বেশি সময় নেই। তাড়াতাড়ি সাপার সেরেই ছুটতে হবে ডিপোতে। বৃষ্টির বেগ এখন একটু কম। টিপ্ টিপ্ করে ঝরছে। হালকা কুয়াশাও আছে তার সাথে।

মেইন স্ট্রীটের এখানে-ওখানে পানি জমে আছে। কাদা-পানি মাড়িয়ে এগোল জেফ। শীপস্কিন কোটের কলার তুলে দিল। হাসছে আপনমনে। বহুদিন এমন প্রাণখোলা হাসি হাসেনি সে।

তিন

প্রচুর সময় নিয়ে গান ক্লিনিং শেষ করল মনটানা কিড। রিলোড করতে লাগল সতর্কতার সাথে। ওদিকে চার্লি শেরম্যান দেয়ালে ঝোলানো দুটো বাতি জ্বেলে দিল। মোটামুটি আলো হয়ে উঠল নোংরা, পুরানো সেলুনের ভেতরটা। ক্রেজিয়েস মাউন্টেনের চূড়ার

কাছে প্রায় এক যুগ ধরে পরিত্যক্ত শহর এটা, নুগেট। ভুতুড়ে শহর। গত কয়েক সপ্তাহ থেকে এখানে এক ডজন ক্রু নিয়ে আস্তানা গেড়ে বসে আছে আউটল চার্লি শেরম্যান।

কাজের ফাঁকে তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে মনটানা কিড। তার জানা আছে, কারও মনের অবস্থা অনুমান করতে হলে তাকে খানিক পর্যবেক্ষণ করতে হয়। অনেক কিছু বুঝে নেয়া সম্ভব তাতে। সেটাই করছে এখন কিড। ঝকঝকে করে মোছা গানব্যারেলে লেগে থাকা কাল্পনিক ধুলো ওড়াচ্ছে সে দিয়ে, আড়চোখের নজর সেঁটে আছে শেরম্যানের ওপর। চিমনি বসানোর সময় তার হাতের মৃদু কাঁপুনি স্পষ্ট চোখে পড়ল। লোকটা আজ উত্তেজিত, সিদ্ধান্তে পৌঁছল কিড। বেশ নার্ভাস লাগছে। মনে মনে হাসল সে। ব্যাটার চেহারাও হয়েছে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত। ফ্যাকাসে। চাউনি অস্থির, চঞ্চল। যদিও নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টায় কোন ত্রুটি নেই শেরম্যানের, কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছে না।

চেয়ার সাবধানে পিছিয়ে নিল মনটানা কিড। মেঝের পুরানো প্ল্যাঙ্কিং প্রায় জায়গাতেই নরম, পচা। একটু অসর্তক হলেই বিপদ, সড়াৎ করে পা সেঁধিয়ে যাবে ভেতরে। চেয়ারের ব্যাক দেয়ালে ঠেকিয়ে অল্প ভর দিয়ে বসল কিড। দুয়েকবার ঝাঁকি-চাপ দিয়ে অবস্থা বুঝে নিয়ে গা ছেড়ে আয়েশ করে বসল। মাথা রাখল দেয়ালে। এই সময় ছাদে টুপ্ টাপ্ আওয়াজ উঠল। বড় বড় ফোঁটায় ঝরল খানিক বৃষ্টি, তারপর সামান্য বিরতি দিয়ে শুরু হলো রিমঝিমিয়ে।

'যা ভেবেছি,' আপনমনে বলে উঠল সে। 'আজ ভিজতেই হবে।'

অন্যমনস্ক চেহারায় ঘোঁৎ জাতীয় শব্দ করে উঠল চার্লি শেরম্যান। সায় জানাল, না আর কিছু, বোঝা গেল না। ক্রুদের অন্যরাও বলল না কেউ কিছু। হয়তো শোনেইনি মন্তব্যটা। এখানে-

সেখানে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সময় পার করছে লোকগুলো। নীরবে তামাকের শ্রাদ্ধ করছে। এক দল বার কাউন্টারে হেলান দিয়ে নিচু কণ্ঠে কথা বলছে। তাদের ভারে থেকে থেকে কাৎরে উঠছে অযত্নে পড়ে থাকা, ঘুণে খাওয়া বার। আর্তনাদ করে উঠছে কড়কড় মড়মড় শব্দে।

ওটার কাছের এক টেবিলে পোকার খেলছে চার ক্রু। এদেরই কেউ একজন একটু আগে চেঁচিয়ে আলো জ্বেলে দিতে বলেছিল।

সামনেরদিকের তিন খোলা জানালার ওপর কিডের চোখ পড়ল। পাল্লা নেই একটারও, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। বাইরে আলো যাচ্ছে। সেদিকে নজর নেই শেরম্যানের, আলো জ্বেলেই খালাস। উঠে পড়ল সে। জানালাগুলোর প্রতিটির কাছে মেঝেতে পড়ে আছে একটা করে মলিন স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট। পর্দা হিসেবে ঝোলানোর জন্যে দুটো করে ফুটো আছে ওগুলোর দুই প্রান্তে। জানালার দুই মাথায় পোঁতা পেরেকের সাথে ব্ল্যাঙ্কেট ঝুলিয়ে ফাঁকগুলো ঢেকে দিল কিড।

ঘুরে দাঁড়াতে শেরম্যানের সাথে চোখাচোখি হলো। হাসির ভঙ্গি করল সে। 'বৃষ্টিতে দামী ফার্নিচারগুলো ভিজে যেতে পারে, তাই ঢেকে দিলাম।'

'শাট আপ্, কিড!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'অর্থহীন কথা বলে ধৈর্য নষ্ট কোরো না আমার!'

রেগে উঠলেও বুঝতে দিল না কিড, হাসির ছাঁট ধরে রাখল ঠোঁটের প্রান্তে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল। হালকা-পাতলা গড়নের মানুষ মনটানা কিড, দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় ফুট। বয়স ত্রিশের মত। চমৎকার চোখা চেহারা। এদিক থেকে চার্লি শেরম্যানের সম্পূর্ণ উল্টো। চার্লির নাকমুখের গঠন ভোঁতা। কিডের থেকে কম করেও চার ইঞ্চি দীর্ঘ, ওজন অন্তত চল্লিশ পাউন্ড বেশি। নিজের ফিগার

নিয়ে ভারি গর্ব তার। তবে কিড তার দলে যোগ দেয়ার পর থেকে সে যে বিশেষ এক ক্ষেত্রে ক্রমাগত পরাজিত হয়ে আসছে, তা-ও মনে মনে স্বীকার করে লোকটা।

সেটা মেয়েঘটিত। নায়ক মার্কা চেহারার জন্যে সবখানে কিড আলাদা মর্যাদা পেয়ে থাকে মেয়েদের কাছে। শেরম্যান কখনও তা পায়নি। তা নিয়ে অবশ্য মনে কোন দুঃখ নেই তার। সে-ও বোঝে, সবাই সবকিছু পাওয়ার ভাগ্য নিয়ে জন্মে না। অন্যদিকে কিডও বোঝে, শেরম্যানের তাকে ছাড়া চলবে না। বলতে গেলে কিডের বুদ্ধিতেই চলে সে। গ্যাঙে যারা আছে, প্রত্যেকে দেহসর্বস্ব ষাঁড় একেকটা। মাথায় মগজের জায়গায় গোবর সবার। বুদ্ধিশুদ্ধি যা একটু আছে, একমাত্র কৃপারের আছে। এ মুহূর্তে সে নেই এখানে। বিশেষ কাজে বাইরে রয়েছে।

সেটাই শেরম্যানের অস্থিরতার একমাত্র কারণ। আজ সফলতা আসবে কি না, তার প্রায় পুরোটাই নির্ভর করছে কৃপারের ওপর। অথচ তার খবর নেই।

তোমার ধৈর্যের নিকুচি করি আমি, শুয়োরের বাচ্চা! মনে মনে বলল মনটানা কিড। আর ক'দিন অপেক্ষা করো, তারপর দেখাব মজা। তাকে অনুসরণ করে বারের দিকে এগোল কিড, দু'জনে পাশাপাশি হেলান দিয়ে দাঁড়াল। যে যার চিন্তায় ডুবে আছে।

সময় যখন আসবে, কি সাজা দেবে সে শেরম্যানকে? ভাবছে কিড। মৃত্যুদণ্ড? যদি ওর মনের কথা পড়তে পারত লোকটা, কি করত? 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, চার্লি,' যাতে আর কারও কানে না যায়, এমন চাপা কণ্ঠে পরামর্শ দিল সে। 'দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।'

জবাবে আবার ঘোঁৎ করে উঠল সে। অনর্থক হ্যাট চেপেচুপে বসাতে শুরু করল মাথায়, ল্যাচ এক আঙুলে পেঁচাতে লাগল। 'ড্যাম ইট, কিড! ফিলিপ শালার মাথায় বুদ্ধি গজাতে শুরু করেছে. বুঝতে

পারছ না তুমি? সবার সামনে সব কথা আজকাল বলে না ব্যাটা, তাই তো অর্ধেক জেনে বসে থাকতে হচ্ছে। গ্রেডিঙ ক্যাম্পে টাকা যাচ্ছে আজ, জানি। কিন্তু কি ভাবে? জানি না। এ অবস্থায় কি করে ঠাণ্ডা রাখি মাথা?'

'কৃপার তা জেনেই আসবে। চিন্তা কি?'

মাথা দোলাল শেরম্যান। 'কে জানে! তার ওপর আছে বক্সকারের ব্যাপারটা। শুনলাম ওর মধ্যে বিশেষভাবে তৈরি র‍্যাম্পও সেট করেছে জ্যাক ডুরান্ট, প্রয়োজনের সময় যাতে ট্রেন চালু থাকলেও রাইডারদের নেমে পড়তে অসুবিধে না হয়।'

বারের ওপর থেকে একটা লোহার গোঁজ তুলে নিল কিড। তার চোখের সামনে নাচাল ওটা। 'সে জন্যে তো ব্যবস্থা করেই রেখেছি।' হাতের ওপর দুলিয়ে জিনিসটার ওজন পরখ করতে লাগল।

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমি ভাবছি টাকাটার কথা। হয়তো বক্সকারে করে যাবে আজ টাকা। যদি তাই হয়, তাহলে কোন চান্স নেই এবার আমাদের।'

'তাহলে বরং এবারের জন্যে টাকার আশা আমাদের ছেড়ে দেয়াই ভাল, চার্লি,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল মনটানা কিড।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ঘুরে তাকাল শেরম্যান। বেকুবের মত হাঁ করে কিডকে দেখছে। 'কি বললে, টাকার আশা ছেড়ে দেব? দশ হাজার ডলারের? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমার?'

'না, চার্লি,' গম্ভীর হয়ে উঠল কিড। এবার একটু উঁচু গলায়, সবাইকে শুনিয়ে। 'যা বলি, শোনো মন দিয়ে। পর পর তিনবার গ্রেডারদের পেরোলের টাকা পথের মাঝে ছিনিয়ে নিয়েছি আমরা। এই জন্যেই খেপে গেছে ফিলিপ, একদল সশস্ত্র রাইডার পাঠাচ্ছে টাকার সাথে, প্রয়োজনে আমাদের শায়েস্তা করার জন্যে। আজ

যদি টাকা নিয়ে ওদের নির্বিঘ্নে যেতে দেই আমরা, সে ভাববে আমরা এই এলাকা ছেড়ে সরে গিয়েছি। হামলা না হলে পরেরবার টাকা পাঠাতে এত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে আগ্রহ বোধ করবে না লোকটা। আগের মতই খোলামেলা পাঠাবে। তার মানে এবার ছেড়ে দিলে তার আগামীবারের ঢিলেমির সুযোগটা নিতে পারব আমরা। কত আর, বড়জোর এক মাসের ব্যাপার!'

'না, কিড,' আবার মাথা দোলাল শেরম্যান। 'এক মাস পর কি পাব না পাব, সেই আশায় আজকের সুযোগ নষ্ট করতে রাজি নই আমি। টাকা আমার চাই।'

শ্রাগ করল কিড। এই হচ্ছে মাথা মোটা চার্লির বুদ্ধির দৌড়। লোভ একবার পেয়ে বসলে হয়, সমস্ত যুক্তি উড়িয়ে দেয় সে ফুঁ দিয়ে। ধৈর্য ধরে, ঘাপটি মেরে থেকে যে পরবর্তী বড় ও সহজ সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করবে, তা নয়। সব ব্যাপারে একগুঁয়েমি। এমন গর্দভ খুব কম দেখেছে কিড। এবার এমনকি ক্রুরা পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে খেপে আছে তার ওপর।

নিজেদের মতামত কিডকে জানিয়েছে আজ ক্রুদের কেউ কেউ। বলেছে, চার্লির অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির জন্যে তাদেরকেও বিপদে পড়তে হতে পারে এবার। দুই টরগেনসেন ভাই, বাফ লাস্ক বলেছে। আরও কে কে যেন ছিল সাথে। প্রায় সবারই এক মত, বারবার এক জায়গায় শিকার ধরতে যাওয়া ঠিক নয়।

উঁচু গলায় বক্তব্য রেখে এইমাত্র সেই সুযোগটাই নিল মনটানা কিড। ভবিষ্যতের জন্যে পুঁজি হয়ে থাকল তার প্রচেষ্টা। যদি আজ সত্যিই কিছু উল্টোপাল্টা ঘটে, ক্রুরা মনে রাখবে কিডের কথা। তার যুক্তি এবং চার্লির গোয়ার্তুমির কথা। এসব ভবিষ্যতে কাজে আসবে কিডের।

'ও কে, চার্লি,' হার স্বীকারের ভঙ্গি করল সে। 'তুমি বস্। তুমি

যে ভাবে চাইবে, সেভাবেই হবে সব। তবে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে বি.সি. অ্যান্ড টি-র সাথে তোমার কোন ব্যক্তিগত রেষারেষির ব্যাপার আছে। ওদের ঘৃণা করো তুমি।'

'হ্যাঁ, করি,' ঝাঁঝের সাথে জবাব দিল শেরম্যান। 'শুধু বি.সি. অ্যান্ড টি-কে নয়, সমস্ত রেল কোম্পানিকে ঘৃণা করি আমি। ওদের প্রতি ইঞ্চি ট্র্যাক, প্রতিটি নাট-বোল্ট, সব কিছুকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। মনটানার সমস্ত লোকোমোটিভকে ঘৃণা করি।'

'কিন্তু কেন?'

'কেন?' খেপাটে চোখে কিডকে দেখল লোকটা। 'কয়েক বছর আগেও ক্যাটেল রাস্টলিঙ ভাল ব্যবসা ছিল এ অঞ্চলে, এইসব কোম্পানি তার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। এখন ক্যাটেল শিপমেন্ট হয়ে ট্রেনে, শিপিং সেন্টারে স্টক ইন্সপেক্টররা দাঁড়িয়ে থাকে দণ্ডমুণ্ডের কর্তার মত। তাদের পার্চেজ রিসিপ্ট না দেখালে ব্যবসা করা যাবে না, ট্যাক্স না দিলেও একই কথা। এ সবের জন্যে দায়ী রেলরোড। এতবড় এক লাভজনক ব্যবসাকে এই পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে ওরা, তাই সমস্ত রেল কোম্পানিকে ঘৃণা করি আমি।'

বৃষ্টির বেগ অনেক বেড়ে গেছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে তীব্র হচ্ছে পুরানো বিল্ডিঙের চারদিকে জমে থাকা নানান নোংরা-পচা আবর্জনার দুর্গন্ধ। এক মাসের বেশি হয়ে গেছে এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছে ওদের আউটফিট। আর ভাল লাগছে না কিডের। এখন এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

ক্রুদের একজন আরেকটা আলো জ্বেলে বারের ওপর রেখে গেল। ভেতরের হলুদ আলোর আভা বেড়ে গেল আরও। জানালা ঢেকে রাখা ব্ল্যাঙ্কেটগুলো দেখল কিড। অবস্থা ভাল নয় ওগুলোর, দু-চারটা ফুটো প্রতিটিতেই আছে। তারওপর পুরানো বিল্ডিঙের

দেয়ালেও অনেক ফাটল্। নিশ্চই আলো যাচ্ছে বাইরে। ব্যাজধারী কেউ যদি দূর থেকে অনুসন্ধানী চোখে তাকায়: অথবা জ্যাক ডুরান্টের মত রেলরোড ট্রাবলশূটার যদি পরিত্যক্ত মাইনিং ক্যাম্প নুগেটের বর্তমান পরিস্থিতি দেখতে আসে, বিপদ ঘটে যাবে।

কিন্তু উপায় কি? বললেও এখন এ জায়গা ছাড়তে রাজি হবে না শেরম্যান। ব্যাটা নিয়মিত গার্ডের ব্যবস্থাও করে না বাইরে।

'হারামজাদা ছেলেটারই বা কি হলো?' বলে উঠল চার্লি। 'সৈ-ই বা আসছে না কেন?'

'ডিকি?' শ্রাগ করল কিড। 'আজ মনে হয় ও সোজা পথে যায়নি, ঘুরপথে গেছে। তাই দেরি হচ্ছে ফিরতে।'

'তাই বলে এত দেরি? আর কৃপারের বুদ্ধিই বা কেমন? ও জানে রাতে হোল্ডআপ করতে যাচ্ছি আমরা, তারপরও এত টিলেমির কি অর্থ হতে পারে আমি বুঝি না।'

জবাব দিল না কিড।

'ছেলেটা আমাদের ব্যাপারে কতদূর কি জানে, তাই ভাবছি,' আবার বলে উঠল চার্লি শেরম্যান। 'আজ রাতের রেইডের কথা অবশ্য জানে না ব্যাটা, আমি শিওর। তবে,' থেমে কানের লতি চুলকাল। 'ও যে সাইজের মানুষ, তারচে' ওর কানের সাইজ অনেক বড়। কিছু অনুমান করে নিয়েছে কি না ভেবে চিন্তা হচ্ছে।'

'কিসের চিন্তা?'

'বেজায়গায় মুখ খুলে বসে কি না।'

মাথা দোলাল মনটানা কিড। 'তা করবে না।'

'করলে কে বাধা দেয়? তুমি ছাড়া আমাদের সবাইকে ঘৃণা করে ছেলেটা। সেবার জুডিথ গ্যাপে আমাদের ব্যাঙ্ক লুটের ঘটনা দেখে ফেলেছিল ডিকি, চিনে ফেলেছিল আমাদের। তাই ওকে তুলে নিয়ে আসি আমি পরে বিপদ হতে পারে ভেবে। শেষ করে

ফেলতে চেয়েছি ছেলেটাকে, কিন্তু বাধা দিলে তুমি, এতিম বলে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করলে। রেখে দিলে দলের হয়ে স্পাইং করার জন্যে। কে জানে, এখন হয়তো আমাদের অবস্থান ফাঁস করে তোমার সেই উপকারের প্রতিদান দেবে ও।'

'ও তা করতে পারে না,' দৃঢ় আস্থার সাথে বলল কিড। 'তাহলে তোমাদের সাথে আমিও যে ধরা পড়ব, তা সে বোঝে। কাজেই নিশ্চিন্ত থাকো, এই কাজটা অন্তত করবে না ডিকি। তারচে' বরং কৃপারের কথা ভাব, আমাদের বি. সি. অ্যান্ড টি-র সোর্স তাকে সঠিক সংবাদ দিতে পেরেছে কি না, সে কথা ভাব। যদি আমাদের ট্রেন হিট্ করতেই হয়, টাকাটা কোথায় আছে জেনেই হিট্ করতে হবে।'

'জানতে পারি বা না পারি, হিট্ আমরা করবই,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সে। শার্টের পকেট থেকে টোব্যাকো স্যাক বের করে সিগারেট তৈরি করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গায়ের সমস্ত ঝাল বুড়ো আঙুলের ডগায় জড়ো করে তাই দিয়ে গায়ের জোরে তামাক পিষে গুঁড়ো করল সে, ওগুলো পেপারে মুড়ে বেঢপ আকৃতির সিগারেট তৈরি করল। বারের ল্যাম্পটার ওপর ঝুঁকল ওটা ধরাতে।

এখনও তার হাত কাঁপছে। হয়ে গেছে শালার কাজ, ব্যাপারটা চোখে পড়তে ভাবল কিড। আজকের রাতের মত আর দুয়েকটা অনিশ্চিত ডীল এলেই পুরোপুরি ভেঙে পড়বে ব্যাটা। ভালই, পড়ুক ভেঙে। কিডের সুবিধেই হবে তাতে। পথের কাঁটা যদি আপনাআপনি দূর হয়, ক্ষতি তো নেই-ই, বরং লাভ। বিনা বাধায় আউটফিটের মাথা হয়ে বসতে পারবে সে।

সেলুনের ছাদে ঝম্‌ঝম্ আওয়াজ তুলছে বৃষ্টি। তোড় বাড়েনি আর, কমেওনি। সমান তালে ঝরছে। নেশা ধরিয়ে দেয় ছন্দময় আওয়াজটা, অন্য সময় হলে সেঁটে ঘুম দিত কিড। কিন্তু এ মুহূর্তে

তা হওয়ার নয়।

'যা ভেবেছি,' আপনমনে আবার বলে উঠল সে। 'আজ ভিজতেই হবে।'

কয়েক পা গিয়েই সিদ্ধান্ত পাল্টাল জেফ বিলিংটন। ঠিক করল ক্যারেনের ওখানে আর যাবে না, খাবে না আজ সাপার। এক রাত না খেলে কিছু হবে না। তারচেয়ে বরং আগেভাগে ডিপোয় যাওয়া যাক। শীপস্কিন কোটের ওপর হাত বুলিয়ে প্যাকেটটার স্পর্শ নিল সে, গতি বাড়িয়ে দিল হাঁটার।

অতীত পাপ খণ্ডনের একটা সুযোগ দিয়েছে ফিলিপ হেয়ার, সেটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চায় সে। নতুন করে জীবন গড়ার যে স্বপ্ন এতদিন প্রতিনিয়ত দেখেছে, তাকে আজ সফল করে তুলতেই হবে।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে ডিপোয় পৌঁছল জেফ। মেইন ট্র্যাকে সাপ্লাই ট্রেনটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। ব্রুকসের তৈরি একটা ৪-৪-০ লোকোমোটিভ ওটাকে টেনে নেয়ার জন্যে প্রস্তুত। মুখ খোলা ফায়ারবক্সের ভেতর গনগন করছে আগুন। পিছনে কয়েকটা ফ্ল্যাট কারে উঁচু করে সাজিয়ে রাখা আছে প্রচুর স্টীলের রেইল ইত্যাদি।

তার পিছনে জোড়া আছে কয়েকটা প্যাসেঞ্জার কোচ। পুরানো। বর্তমানে কেবল কন্স্ট্রাকশন ওয়ার্কারদের আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহার হয়। কিন্তু গাড়ির সাথে কোন বক্সকার দেখা গেল না। হয়তো পরে জোড়া হবে, ভাবল ও। শেষ মুহূর্তে।

মিনিট পাঁচেক পর নড়ে উঠল ট্রেন, ধীরগতিতে পিছিয়ে যেতে শুরু করল। ঘন ক্যালো ধোঁয়া ছাড়ছে লোকোমোটিভ। ওয়ার্কারদের ভিড় ঠেলে টিকেট কাউন্টারের দিকে এগোল জেফ। টিকেট কিনে যখন ফিরছে, দূরে জোর ঘটাং ঘটাং আওয়াজ উঠল।

বক্সকার জোড়া হচ্ছে গাড়ির পিছনে।

দশ মিনিট পর আগের জায়গায় এসে দাঁড়াল ট্রেন। বক্সকারের আগে কাবুজ জোড়া দেয়ায় লেজ বেশ লম্বা হয়েছে ওটার।

অপেক্ষায় থাকল জেফ। আগে ওয়ার্কাররা উঠুক, তারপর ও উঠবে। ছায়ামত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যাত্রীদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর বোলাতে লাগল, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে কি না লক্ষ করতে লাগল। বোঝা গেল না তেমন কিছু। লোকজনের কথা-বার্তা, হাসি, হাঁকডাক, সব স্বাভাবিক। আরেকবার সাবধানে প্যাকেট আর কোল্টের স্পর্শ নিল জেফ, টেনে ওপরে তুলল অ্যাকর্ডিয়ানের ফিতে।

আজকের রাতটা ওর জন্যে এক অগ্নিপরীক্ষার রাত, ভাবল সে। পারবে তো উত্তীর্ণ হতে? নাকি···থেমে মাথা ঝাঁকাল জেফ বিলিংটন। দূর করে দিল বাজে চিন্তা। পারতে হবে তাকে। পারতেই হবে।

চার

অফিস থেকে বেরিয়ে ক্যারেন যে রেস্টুরেন্টে কাজ করে, সেটায় এসে ঢুকল ফিলিপ হেয়ারের ক্লার্ক, মরিস। প্রতিদিনের মত একবারে রাতের খাওয়া সেরে যাবে। কিন্তু মনটা আজ বড় অস্থির হয়ে আছে, ভাল লাগছে না কিছুই।

কোনরকমে দায় সেরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল লোকটা। বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে আসা আলোয় ঘড়ি দেখল। চোখ কুঁচকে উঠল, ছয়টা সাতচল্লিশ। সেরেছে! ছাতি মেলে পা বাড়াল মরিস, লম্বা লম্বা কদমে এগোল। ব্যস্ত, অথচ ভাব করছে ঠিক উল্টো। দুশ্চিন্তায় খাওয়া হয়নি আজ তার, কোনরকমে ঠেসেছে। পেটের মধ্যে পাথরের মত ভারী হয়ে পড়ে আছে সব। বুক জ্বালা করছে। রাতে আজ ভোগাবে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা।

রুমে গিয়ে যে তাড়াতাড়ি এক চামচ ওষুধ খেয়ে নেবে, তারও উপায় নেই। একদম সময় নেই। থেমে পড়তে হলো মরিসকে। সামনে বোর্ডওয়াক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই মাতাল ট্র্যাক-লেয়ার। পরস্পরের কাঁধ আঁকড়ে ধরে ঘুরছে তারা, জড়ানো গলায় একে অন্যের গুষ্ঠি উদ্ধার করছে। কি নিয়ে ঝগড়া বেধেছে কে জানে! জানার ইচ্ছেও নেই মরিসের।

সরু বোর্ডওয়াক পুরোটাই জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে লোক দুটো। বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল সে। কাদা-পানি মাড়িয়ে এগিয়ে চলল। আরেকবার ঘড়িতে চোখ বোলাবার একান্ত ইচ্ছেটাকে দমন করল অনেক কষ্টে। যদি তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারে জায়গামত হাঁটার বর্তমান গতি বজায় রেখে, তাহলে সময়ের হেরফের হবে না। নইলে বিপদ।

মনে মনে সময় ও গন্তব্যের দূরত্বের হিসেব করল মরিস। এ কাজে সে ওস্তাদ। দেখা গেল সময় সত্যিই আছে এখনও। কিন্তু অঙ্কের হিসেবের স্বস্তি স্থায়ী হতে পারল না ভেতরের উদ্বেগের গুঁতোয়। নিজেকে সুস্থির রাখার জন্যে বারবার একই হিসেব করে যেতে থাকল সে। মনকে সান্ত্বনা দিতে থাকল, ঘাবড়াবার কিছু নেই। সময় ফুরিয়ে যায়নি এখনও।

ব্যস্ত এলাকা পিছনে ফেলে এল মরিস, এসে পড়ল শহরের

পশ্চিম প্রান্তে। এখানে কোন মাতাল পথচারি নেই তার অগ্রগতিতে বাধা দেয়ার। আছে শুধু নিকষ কালো আঁধার, আর বৃষ্টি। ছাড়া ছাড়া কিছু শ্যাকও আছে, আলো জ্বলছে না একটাতেও। সর্বশেষ শ্যাকের দিকে এগোল মরিস। এ মুহূর্তে ব্যস্ততা লুকিয়ে রাখার গরজ নেই তার মধ্যে। কেউ নেই এ তল্লাটে, কাজেই নিশ্চিন্তে এগোচ্ছে ছপাৎ ছপাৎ শব্দ তুলে।

কোন এক কালে তারের ফেন্স দিয়ে ঘেরা ছিল শ্যাকটা, এখন আছে শুধু কয়েকটা খুঁটি। তাও পচে গেছে, খসে খসে পড়ছে। ওটার কাছে এগিয়ে গেল সে। শিস বাজাল দু'বার। সাড়া নেই।

'হ্যালো…?'

জবাবে বাতাসে ঠাস্ করে ফ্রেমের সাথে বাড়ি খেল একটামাত্র লেদার হিঞ্জে দণ্ডায়মান শ্যাকের দরজা।

অস্বস্তিতে পড়ে গেল মরিস। দু'পা এগোল। 'হ্যালো!'

সাড়া নেই। পা বাড়াল সে। মনের মধ্যে রাগ, ক্ষোভ, বিরক্তি, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ইত্যাদি নানান ভাবের খেলা চলছে। ছাতা বন্ধ করে শ্যাকের ভেতরে এক পা ঢুকে দাঁড়াল লোকটা। ঘন ঘন কয়েকবার পলক ফেলল, ঘন আঁধারে চোখ কিছুটা সয়ে আসতে চারদিকে নজর বোলাল। নেই কেউ। ঘর ফাঁকা। আরেকবার 'হ্যালো!' সম্বোধন করল পুরো নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। এল না কাঙ্ক্ষিত জবাব। হতাশায় মুখ কালো হয়ে গেল মরিসের।

কিন্তু আশা ছাড়ল না। কেন যেন নড়তে পারল না জায়গা ছেড়ে। বুঝতে পারছে সে অনর্থক সময় নষ্ট হচ্ছে, তবু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মনে মনে সেকেন্ড গুনে চলেছে—এক হাজার এক, এক হাজার দুই…। যখন মনে হলো পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে, পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালল। আলো যাতে বাইরে যেতে না পারে, সেদিকে সতর্ক নজর রেখে ঘড়ি দেখল।

সাতটা বেজে তিন মিনিট।

ভুরুর কুঞ্চণ গভীর হলো মরিসের। সময়ের হেরফের ঘটে গেছে। নির্ধারিত সময় ছিল ছয়টা পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতটার মধ্যে। হিসেবে যেমন তুখোড়, সময় মেনে চলার ব্যাপারেও তেমনি কড়া সে। আগের মীটিংগুলোয় যথাসময়েই সে হাজির হতে পেরেছে, কেবল আজই সামান্য দেরি হয়ে গেছে। ঠিক দেরিও বলা যাবে না একে, কারণ সে তো পাঁচ মিনিট আগেই, অর্থাৎ ছয়টা আটান্ন মিনিটে এই ঘরে পা রেখেছে। অতএব দোষটা কোনমতেই তার নয়। অন্য তরফের। লোকটার অবশ্যই অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

ঠিক আছে, ভাবল মরিস, আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবে সে। দেখা যাক কি হয়। আবার নীরবে সেকেন্ড গুনতে শুরু করল লোকটা। কিন্তু মন দিতে পারছে না, ভুল হয়ে যাচ্ছে বারবার। কান খাড়া করে প্রতিমুহূর্তে বাইরে কারও পায়ের আওয়াজ, অথবা কাশি, বা আর যা হোক কিছু একটা শোনার আশায় আছে সে। কিন্তু বৃষ্টির নিরবিচ্ছিন্ন আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ কানে আসছে না।

হঠাৎ করে ধূমপানের খুব ইচ্ছে জাগল। কিন্তু সিগার কেস বের করার জন্যে পকেটে হাত ভরেও থেমে গেল মরিস। খেয়াল হলো, অ্যাসিডিটির কারণে আজকাল দিনে চারটার বেশি চুরুট খাওয়া কড়াকড়িভাবে নিষেধ তার। আজকের শেষ চুরুটটা খেতে পারবে সে আটটায়। কিন্তু···দূর ছাই! টান মেরে কেস বের করে ফেলল মরিস। গুলি মারো শালার ডাক্তারের, হতচ্ছাড়া অ্যাসিডিটির। এ অবস্থায় একটা সিগার টানতে না পারলে ফল উল্টোই হবে বরং।

অধৈর্যের সাথে শ্রাগ করল ক্লার্ক, একটা সিগার বের করে সাবধানে ধরাল। এই সুযোগে আরেকবার দেখে নিল ঘড়ি। সাতটা বেজে সাত মিনিট। ঘড়িটা তার বাবার দেয়া, খুব দামী। সোনার

কেস। তবে বেশি ব্যবহারে কেসের ওপরের পাখি ও ফুলের এনগ্রেভিং প্রায় মুছে গেছে। সশব্দে কেস বন্ধ করল মরিস।

ঘুরে দাঁড়াল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাইরে নজর বুলিয়ে নিল ভাল করে, তারপর ছাতা মাথায় ধরে বেরিয়ে পড়ল। ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছে ভেতরে ভেতরে। আরেকবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল সে। না, কেউ নেই ধারেকাছে। হন্ হন্ করে ফিরে চলল লোকটা। কয়েক পা গিয়ে থমকে থেমে পড়ল, একজোড়া ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ কানে এসেছে। ঘুরে তাকাল সে। ফ্যাকাসে কালোর মাঝে ধূসর বৃষ্টি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

তার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শহরের পশ্চিমের কটনউড। তার পিছনের সুউচ্চ ব্লাফও। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল মরিস, আর কোন শব্দ নেই। বুঝল, আওয়াজ আসলে কল্পনায় শুনেছে সে। বাস্তবে নয়। বুকের জ্বলুনি আরও বেড়ে গেছে তার এরমধ্যে। স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ছে খুব। চুরুটও বিস্বাদ লাগছে। ওটার আগুন নিভিয়ে ফেলল মরিস, টোকা মেরে পোড়া ছাইটুকু ফেলে বাট কোটের পকেটে রেখে দিল। ওটা এখানে ফেলে রেখে যাওয়ার মত বোকা সে নয়। শহরে ফিরে এল লোকটা।

শহরের অন্যতম নামী হোটেল, লঙহর্ন হাউসের ইভসে এসে ছাতা ভাঁজ করল। আড়চোখে নিজের অবস্থা দেখে নিল এক পলক। কাদাপানিতে একাকার অবস্থা জুতো আর ট্রাউজারের। মেঝেতে পা ঠুকে ঠুকে জঞ্জাল যথাসম্ভব দূর করল সে, ঢুকে পড়ল ব্যস্ত লবিতে। কাঁচের দরজার ভেতর থেকে শেষবারের মত পিছনটা দেখে নিল। কেউ অনুসরণ করেছে কি না নিশ্চিত হতে চায়। দেখা গেল না তেমন সন্দেহজনক কাউকে। হাঁফ ছাড়ল ক্লার্ক, কারও নজরে পড়েনি তাহলে তার আজকের অভিসারের ব্যাপারটা। ঘুরে লবির ওপর চোখ বোলাল।

এখানেও কেউ তাকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছে না। প্রায় কাকভেজা মরিসের দিকে খেয়াল নেই কারও, সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল লোকটা, এমন সময় ভিড়ের মধ্যে একটা পরিচিত মুখ দেখে দম আটকে এল তার। এক যুবক সে, আর্থার লেইডল। চীফ ফিলিপ হেয়ারের একমাত্র মেয়ে পেগির হবু স্বামী। শিকাগোর এক ধনকুবেরের ছেলে। কয়েকদিন হলো এখানে বেড়াতে এসেছে। খুব শিগগিরি বিয়ে হবে আর্থার ও পেগির। ও চেনে মরিসকে।

তার দামী কাপড়-চোপড়, সুদর্শন চেহারা, অল্প বয়স আর টাকাভর্তি পকেট, সবকিছুকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে মরিস। হিংসা করে। সে নিজে অবিবাহিত। চাকরিতে যোগ দেয়ার কিছুদিন পর পেগিকে প্রথম দেখে সে। বাপের সাথে কি যেন এক কাজে অফিসে এসেছিল মেয়েটি।

খুব ভাল লেগেছিল তাকে মরিসের। কেবল ভালই লাগেনি, মেয়েটিকে নিয়ে ভবিষ্যৎ কষ্ট কল্পনার অসংখ্য ফানুস তৈরি করে আকাশে ছেড়েও দিয়েছিল। গেল সব ফুটো হয়ে, যখন জানা গেল সে আর্থারের বাগদত্তা। লবির সামনের দিকের এক জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে যুবক। নজর বাইরে। দেখে মনে হচ্ছে কারও প্রতীক্ষায় আছে। একটু যেন অধৈর্য।

নিশ্চই পেগির জন্যে অপেক্ষা করছে ও, ভাবল মরিস। হয়তো বৃষ্টির জন্যে আসতে দেরি হচ্ছে মেয়েটির, তাই ঘন ঘন পা বদল করছে। দু'হাত একবার পিছনে বাঁধছে, আবার সামনে বাঁধছে। মোট কথা মহাঅস্থির। আহা! আমি যদি আর্থার লেইডল হতাম! পরক্ষণে সশব্দে আঁতকে উঠল সে যুবক এদিকে তাকাবার জন্যে ঘাড় ঘোরাতে শুরু করেছে দেখে।

সর্বনাশ! যদি এই অবস্থায় তাকে দেখে ফেলে ছোকরা, যদি

প্রশ্ন করে বসে কোথায় গিয়েছিলে, অথবা যদি শ্বশুরের সামনে কথাটা তোলে এবং সে তাকে জিজ্ঞেস করে অমুক রাতে ভিজেপুরে কোথায় গিয়েছিল সে? ইত্যাদি অসংখ্য চিন্তা এক লহমায় হানা দিয়ে গেল মরিসের দুশ্চিন্তা পীড়িত মনে।

ঝট্ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে, দ্রুত পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে। কাঁধ আড়ষ্ট। বাঁক ঘুরে সিঁড়িতে পা রাখার আগমুহূর্তে চট করে তাকে আরেকবার দেখে নিল। পরক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল লোকটা এদিকে তাকায়নি দেখে। ওপরে উঠে এল মরিস। নিজের রূমে ঢুকে পড়ল। বিল্ডিঙের সামনেরদিকের রূম তারটা, জানালা দিয়ে মেইন স্ট্রীট দেখা যায়, টাউনের যাবতীয় আওয়াজও শোনা যায়।

ছোট, সস্তা রূম। ওয়ালপেপারের রঙ, ডিজাইন ফেড হয়ে গেছে। মেঝের রাগের অবস্থা শোচনীয়। হোটেল মালিক নিজেও হয়তো বলতে পারবে না নতুন অবস্থায় কি রঙের ছিল ওটা, বা আদৌ কোন রঙ ছিল কি না। জায়গায় জায়গায় ফাঁসা, বিবর্ণ চটের মত লাগে দেখতে।

আলো জ্বেলে ড্রেসারের ড্রয়ার খুলল মরিস। ভেতরে সাজানো রয়েছে নানান ওষুধের বড়সড় এক স্টক। একটা ঘন, তরল পদার্থের বোতল বের করে তার থেকে এক চামচ খেয়ে নিল। জঘন্য তেতো স্বাদ ওষুধটার। চেহারার অবস্থা স্বাভাবিক হতে বেশ সময় লাগল তার। কিন্তু বুকের জ্বলুনি কমল না। ব্যাপারটা আপাতত ভুলে আসল চিন্তায় মন দেয়ার চেষ্টা করল সে বিছানায় বসে।

এল না কেন সে আজ? আসার তো কথা ছিল! কোথাও কোন ঝামেলা হয়ে গেছে? কি হতে পারে তা? বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে আনমনে থুতনি ডলল খানিক মরিস। এখানে কি আসবে

সে? নিয়ম হচ্ছে ওখানে যদি দুই পক্ষের সাক্ষাৎ কোন কারণে না হয়, দশ মিনিট অপেক্ষা করে হোটেলে ফিরে আসতে হবে মরিসকে।

যদি যোগাযোগের কারণ খুব জরুরী হয়, তাহলে অন্য পক্ষ হোটেলে আসবে, দেখা করবে তার সাথে। খবর সংগ্রহ করবে। আজ আসবে কি সে? না এলে যে মহা সমস্যা হয়ে যাবে!

উদ্বিগ্ন চোখে আরেকবার ঘড়ি দেখল সে। সাতটা ছাব্বিশ। শিডিউল অনুযায়ী আর চার মিনিট পর এন্ড অভ স্টীলের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে ওয়র্ক ট্রেন। ঘড়ি হাতে মেলে ধরে অস্থির, দ্রুত পায়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মরিস। মেইন স্ট্রীটের এ-মাথা ও-মাথা নজর বুলিয়ে নিল। কেউ নেই, একদম ফাঁকা। এখান থেকে ডিপোর একাংশ দেখতে পাচ্ছে সে, কিন্তু তার ওপাশের ট্র্যাক দেখা যায় না।

জানালা ওপরে তুলে দিল মরিস। এবার আওয়াজ শুনতে পেল লোকোমোটিভের। জোর ঘটাং ঘটাং শব্দ উঠল কাপলিঙের। একটু পর শোনা গেল বেলের একটানা টং টং সঙ্কেত। অর্থাৎ আগের আওয়াজটা ছিল বক্সকার জোড়া লাগানোর। গোপন কার্গোসহ প্রস্তুত এখন সাপ্লাই ট্রেন। ছেড়ে যাবে অল্পক্ষণের মধ্যে। ভেতরের ছটফটানি বেড়ে গেল মরিসের। বুকের জ্বালাও।

মনটাকে অন্য কিছুতে ব্যস্ত রাখতে চাইল সে। আজকের লোকসানের ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চাইল। চোখ গেল ঘড়িতে। সাতটা সাতাশ। কেসের সোনার ঢাকনার ভেতরে সাঁটা ছোট্ট, গোল ছবিটা দেখল। মরিসের মার ছবি ওটা। আনমনে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। চোখের সামনে থেকেও বারবার ফেড হয়ে যাচ্ছে ছবিটা, আউট অভ ফোকাস যাচ্ছে থেকে থেকে। মাথা কাজ করছে না ঠিকমত। কিছু একটা করা দরকার, মরিয়া হয়ে ভাবল

মরিস, কিছু একটা কাজে মনটা ব্যস্ত রাখা প্রয়োজন এখন। কি করা যায়?

চট্ করে বুদ্ধিটা এসে গেল মাথায়। কেস বন্ধ করে ঘড়ি পকেটে ভরল সে, ব্যস্ত পায়ে রুমের একমাত্র ছোট টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল। মাকে চিঠি লিখতে বসে গেল। কাল রাতে খানিকটা লিখে রেখে দিয়েছিল, সেটাই টেনে নিল শেষ করার জন্যে। প্যাডের ফ্ল্যাপ তুলে পড়তে শুরু করল মরিস:

প্রিয় মামা,

এতদিন নিয়মিত বৃহস্পতিবার চিঠি লিখতাম তোমাকে, এবার ইচ্ছে করেই সময় দু'দিন এগিয়ে নিয়ে এসেছি। অবশ্য বিশেষ কিছু লেখার নেই তেমন। গত সপ্তাহে যা লিখেছি এখানকার সব মোটামুটি তেমনিই আছে। তোমাকে বলেছি, আমার এ চাকরি রুটিন ডিউটির মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমার বস্ আমাকে খুব ভালবাসে। তার প্রচুর আস্থা আমার ওপর। তার হয়ে মাঝে মাঝে কিছু গোপন কাজও করতে হয় আমাকে। সে সব এতই গোপন যে তোমাকে পর্যন্ত জানাতে সাহস হয় না। আশা আছে অল্পদিনের মধ্যে বেতন বাড়বে আমার।

এ মুহূর্তে যে বেতন পাচ্ছি, তাতে কোনমতে দিন চলে। জাংশন সিটিতে খরচ একটু বেশি। যদিও আমার টাকার প্রয়োজন নেই তোমার, সহায়-সম্পদ যা আছে তাতে ভালই চলে যায় তোমার। তবু আশা আছে, আগামী সপ্তায় তোমাকে কিছু টাকা পাঠাব। সে টাকা দিয়ে তুমি যা খুশি কিনবে। ইচ্ছেমত খরচ...

প্যাডটা রেখে দিল মরিস। থাক্‌গে, পরে লেখা যাবে। মুখ তুলে জানালার দিকে তাকাল। শহরের যাবতীয় শব্দ আসছে খোলা ফাঁক

গলে। বোর্ডওয়াকে বুটের আওয়াজ, সেলুনে সেলুনে মানুষের কলগুঞ্জন, তার সাথে ডিপোতে বেজে চলা ট্রেনের বেলের ধ্বনি।

ভেতরের তীব্র হতাশা চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করল মরিস, ফের ঘড়ি দেখল। একই মুহূর্তে দুটো সংক্ষিপ্ত হুইসল বাজাল লোকোমোটিভ— ছেড়ে যাচ্ছে। আতঙ্ক বোধ করল লোকটা। কেন কে জানে, এত চমৎকার একটা পরিকল্পনা ভেস্তে গেল আজ। উঠে এসে উইন্ডো সিলে দু'হাতের ভর রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল সে। গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল। বৃষ্টির বেগ একটু কমেছে মনে হলো যেন। এই সুযোগে মানুষজনও কিছু বেরিয়েছে পথে।

ওদের মধ্যে থেকে প্রার্থিত মানুষটিকে খুঁজে বের করার মরিয়া প্রচেষ্টায় উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকল সে। হয়তো আছে সে ভিড়ের মধ্যে, হয়তো এখনও শেষ রক্ষা করার সুযোগ পাওয়া যাবে সে এলে। আতঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে। নিচের কারও চেহারা দেখতে পাচ্ছে না সে, দেখছে কেবল হ্যাটের ব্রিম। ওগুলো আড়াল করে রেখেছে নিচের মানুষটির চেহারা।

সামনে বাধা থাকলে তেলতেলে চুলের মানুষটিকে চিনবে কি করে মরিস? সব সময় কপালে লেপ্‌টে থাকে যার চুল? যার কানের ওপরের প্রান্ত বড়, সুঁচলো?

আপনাআপনি দীর্ঘ এক হতাশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক চিরে। কৃপার আজ মিস্ করেছে, সঠিক সময়ে নির্ধারিত স্থানে হাজির হতে পারেনি সে। খবরটা তাই পৌঁছানো গেল না তাকে। চার্লি শেরম্যান জানল না কি ভাবে গ্রেডিঙ ক্যাম্পের পেরোলের টাকাটা যাচ্ছে। বরবাদ হয়ে গেল আজকের প্ল্যান।

সশব্দে জানালা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল মরিস। ওয়েল, এ জন্যে সে দায়ী নয়। সে তার কাজ ঠিকই করেছে। কৃপার তার দায়িত্ব পালন করেনি। কাজেই আজকের এই লোকসানের দায় তাকেই

নিতে হবে।

মরিস তার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবে শেরম্যানের কাছ থেকে। তার ইনফর্মারের অবহেলার দায় সে ভোগ করুক গিয়ে, মরিস কেন করবে?

ডিপো থেকে কাপলিঙের জোর সংঘর্ষের আওয়াজ আসতে মুখ তুলল সে। কিসের ওটা? বক্সকার জোড়া দেয়া হচ্ছে? এত দেরিতে? এরকম হওয়ার তো কথা ছিল না!

ঘটছেটা কি ডিপোর?

পাঁচ

এঞ্জিন ক্যাবের নিচে গিয়ে দাঁড়াল কনডাক্টর। এঞ্জিনিয়ারের সাথে নিজের ঘড়ি মিলিয়ে নিয়ে মাথা দোলাল। এদিকে জেফ বিলিংটন নজর বোলাচ্ছে যাত্রীদের ওপর। বেশিরভাগ যাত্রী উঠে পড়েছে কারে। এরা রেলরোড শ্রমিক। জাংশন সিটি এসেছিল ছুটি উপভোগ করতে।

দফায় দফায় আসে এরা, ছুটি শেষ হলে ফিরে যায় এন্ড অভ স্টীলে। সপ্তা, মাস ধরে একটানা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। তারপর আবার আসে। যখন আসে, পকেট গরম থাকে সবার। হাঁটার সময় পকেটে আওয়াজ তোলে কয়েন। ফেরার সময় ট্রেন ভাড়ার বেশি অবশিষ্ট থাকে না। কারণ এদের পয়সা শুষে নেয়ার আয়োজনের

কমতি নেই এখানে।

দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল জেফ। কনুই দিয়ে চেপে ভেতরের শক্ত প্যাকেটটা অনুভব করল। নিজের চারদিকে তাকাল আরেকবার। সতর্ক নজর। নিজের ভেতরে চ্যালেঞ্জ অনুভব করল সে। যে করে হোক, দায়িত্ব সম্পন্ন করতেই হবে তাকে আজ। ফিলিপের দেয়া সুযোগটা কাজে লাগিয়ে নিজেকে শাপমুক্ত করতে হবে। নইলে বাকি জীবন যে অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে পেট চালাতে হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

শেষ প্যাসেঞ্জার কোচের দিকে পা বাড়াল জেফ, ওটার সাথেই জোড়া রয়েছে কাবুজ ও বক্সকার। কোচের সিঁড়িতে এক পা রেখে পিছনে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পরতে হলো একটা পরিচিত কাঠামো দেখে। ফেডেড ডেনিম আর পুরানো উলেন শার্ট দেখে নিশ্চিত হলো ও, সেই ছেলেটিই।

'অল বো-ও-র্ড!' গম্ভীর গলায় হাঁক ছাড়ল কনডাক্টর।

পিছিয়ে এল জেফ। কিশোর পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। 'হাউডি!'

'তুমিও চললে নাকি এন্ড অভ স্টীল?' প্রশ্ন করল ও।

ইতস্তত করতে লাগল কিশোর। 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'মানে?'

'বলছিলাম...,' দ্বিধাগ্রস্তের মত মাথা চুলকাল সে। 'তোমার সাথে যেতে পারি আমি, মিস্টার?'

'আমার সাথে? কেন?'

'রেস্টুরেন্টে এক লোক বলল আজকের কনডাক্টর লোকটা নাকি খুব কড়া, একা আমাকে হাফ ভাড়ায় যেতে দেবে না। তবে বড় কারও সাথে গেলে হয়তো দেবে। আমার কাছে পয়সাও বেশি নেই। ভাবছিলাম, তোমার সাথে যেতে পারলে ...'

'শিওর,' বলল বটে জেফ, কিন্তু চিন্তায় পড়ে গেল। এক ঘণ্টা আগে হলে কাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে সে, কোন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু এখন ব্যাপারটা অন্যরকম। তারওপর এই ছেলেটির মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, যা কেবল অনুভব করতে পারছে সে, নিশ্চিত বুঝতে পারছে না। আসলে ছেলেটা কে, কি? ভাবল জেফ বিলিংটন।

একে তখন যে লোকটা মারছিল কটনউড জঙ্গলে, সে কে ছিল? কেন মারছিল? একা এন্ড অভ স্টীল কেন যেতে চাইছে এই ছেলে? এত লোক থাকতে ওর সাথেই কেন যেতে চাইছে? স্পাই না তো ছেলেটা? কার, চার্লির? অসম্ভব নয়। কিন্তু বিশ্বাস হতে চায় না তবু জেফের। এরকম হতশ্রী, অনাহারক্লিষ্ট চেহারার কেউ স্পাই হতে পারে, তার অভিজ্ঞতা সে কথা বলে না। মনে মনে হাসল বিলিংটন। ওর যা অবস্থা, এরপর মনে হয় নিজের ছায়াকেও সন্দেহ করতে শুরু করবে।

'এসো,' হাত বাড়িয়ে কিশোরের বাহু ধরল সে। 'উঠে পড়ি। এখনই ছাড়বে ট্রেন।'

'থ্যাঙ্কস, মিস্টার।' কৃতজ্ঞ চোখে তাকে দেখল সে।

উঠে পড়ল দু'জনে। অল্প আলোকিত কোচের আইল ধরে আগে আগে এগোল জেফ ভাল সীটের খোঁজে। ভেতর গরম রাখার পেট মোটা স্টোভের কাছের একটা খালি আসন চোখে পড়ল তার। জায়গাটা কোচের মাঝামাঝি। এটা শেষের বলে যাত্রীর চাপ বেশ কম ভেতরে। ছেলেটিকে জানালার কাছে বসিয়ে দিল ও, নিজে বসল আইল ঘেঁষা সীটে। অ্যাকর্ডিয়ানটা রাখল কোলে। কিশোর ছেলেটির সাথে আছে শুধু একটা কার্ডবোর্ডের শু বক্স।

অন্য যাত্রীরা সব যার যার পছন্দের সীটে বসে পড়েছে। গ্রেডার, ট্র্যাক-লেয়ার, মিউল স্কিনার। একজন-দু'জন এখনও

উঠছে। দু'বার ছোট করে হুইসল বাজাল লোকো, ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠল কোচ। সীট খোঁজায় ব্যস্ত এক যাত্রী হুমড়ি খেয়ে আরেকজনের পা মাড়িয়ে দিল।

'ইয়েয়্!' চেঁচিয়ে উঠল পাড়া খাওয়া যাত্রী। 'ওয়াচ আউট, বাকো!'

ট্রেন ততক্ষণে চলতে শুরু করে দিয়েছে। কোচের টান অনুভব করে বিস্মিত হলো জেফ, বাইরে তাকাল। ডিপোর আলো পিছিয়ে পড়ার বদলে সামনে এগিয়ে চলেছে ধীরগতিতে। পিছনে চলছে গাড়ি। মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল সে, এরকম হওয়ার তো কথা নয়! উঠে ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করবে কি না ভাবল।

'পিছনে কেন…?' বলে উঠল কিশোর।

'মনে হচ্ছে নতুন কার জোড়া হবে।'

কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে কেন এ কাজ করল ব্যাটারা? ভাবছে সে, সত্যিই নতুন কার জোড়া হচ্ছে পিছনে, নাকি বক্সকার নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছে জ্যাক ডুরান্ট? তা হতে পারে না। নিজেকে বোঝাল সে, এমন কাজ ফিলিপ হেয়ার করতে পারে না কিছুতেই।

ডিপোর প্রায় দেড় লেংথ দূরে থেমে পড়ল ট্রেন। জেফদের কোচের পিছনে কাপলিঙ খোলার আওয়াজ উঠল। আলাদা করে ফেলা হচ্ছে কাবুজ ও বক্সকার। একটু পর আবার এগোল গাড়ি, ডিপোর আলো এগিয়ে আসতে থাকল। তবে মনে হচ্ছে আলোগুলো বেশ দূরে এখন। মাথা দোলাল জেফ বিলিংটন। ওর ধারণাই ঠিক। প্ল্যাটফর্মঘেঁষা আগের লাইনে নেই এখন গাড়ি, পাশের এক ট্র্যাকে ঢুকে পড়েছে।

দু'মিনিট পর ফের পিছাতে থাকল ওরা। কাপলিঙের জোর সংঘর্ষের ধাক্কায় কেঁপে উঠল কোচ, তারপর আবার সামনে। মেইন

ট্র্যাকে ফিরে এল। বুঝল জেফ, ওদের কোচ ও বক্সকার-কাবুজের মাঝখানে আরেকটা কোচ জোড়া হয়েছে। কি যাচ্ছে ওটায়?

ওসব রেল কোম্পানির ব্যাপার, তাকে মাথা না ঘামালেও চলবে। কিশোরের দিকে ফিরল সে। 'কেন যাচ্ছ তুমি ক্যাম্পে? রেলরোডের কাজ দেখতে?'

'না। চাকরির খোঁজে।'

'আচ্ছা।'

'এসেছিলাম বিগ বসের সাথে দেখা করতে। পারিনি। খুব ব্যস্ত সে। অফিসের একজন বলল এন্ড অভ ট্র্যাকের ফোরম্যানের সাথে গিয়ে দেখা করতে। ছোটখাট কাজের জন্যে সে-ই নাকি লোক নিয়োগ করতে পারে।' মুখ তুলে জেফকে দেখল ছেলেটা। 'আমার মত ছেলেদের নেয় ওরা কাজে? বড়দের মত শক্ত কাজ পারব না, তবে টুকটাক ফাই-ফরমাশ খাটতে পারব।'

'নেয় হয়তো,' বলল ও। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। কতক্ষণে ছাড়বে ট্রেন ভাবছে। সময় নষ্ট করছে কেন? 'ক্যাম্পেই থাকি আমি বেশিরভাগ সময়। ওখানকার শ্রমিকদের মনোরঞ্জনের জন্যে অ্যাকর্ডিয়ান বাজাই। কয়েকজন ফোরম্যান আছে পরিচিত। দেখি ওদের সাথে কথা বলে তোমার জন্যে কিছু করতে পারি কি না।'

মাথা দোলাল কিশোর। 'খুব উপকার হয় তাহলে, মিস্টার।'

আরেকবার ভাল করে ওকে দেখল জেফ। একেবারে হতদরিদ্র চেহারা, দেহ হাড্ডিসার। কতদিন ঠিকমত খাবার জোটেনি কে জানে! জিজ্ঞেস করল, 'নাম কি তোমার, সান?'

'অ্যাডামস। ডিকি অ্যাডামস।'

'বাবা-মা আছে তোমার?'

মুখ ঘুরিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। মৃদু গলায় বলল, 'না।'

'আর কেউ?'

'না। আমি একা।'

আবার কাপলিঙের সাথে কাপলিঙের সংঘর্ষে কেঁপে উঠল ওদের কোচ। কাবুজ ও বক্সকার জোড়া হচ্ছে। 'কতদিন থেকে কাজের খোঁজে ঘুরছ?'

'অনেকদিন।'

কাঁচের গায়ে বাইরের কয়েকটা ছায়া পড়তে চোখ তুলল জেফ বিলিংটন। প্রথম ছায়াটা জানালা অতিক্রম করে পিছনে চলে গেল। পলকের জন্যে ছায়ার মালিককে দেখল সে। হতভম্ব হয়ে পড়ল। ফিলিপ হেয়ার! সে এখানে কেন? পরমুহূর্তে আরও দু'জন জানালা অতিক্রম করল। প্রথমটা মেয়ে। জানালা দিয়ে কোচের যে সামান্য আলো বাইরে পড়েছে, তাতে মেয়েটির চেহারা খুব চেনা মনে হলো তার। কে ও? সবশেষে গেল এক যুবক। একে আগে কখনও দেখেছে বলে মনে হলো না জেফের।

চীফের সাথে ওরা…চট্ করে মেয়েটিকে চিনে ফেলল জেফ। ও তার একমাত্র মেয়ে, পেগি। অনেকদিন আগে দেখেছে বলে চিনতে দেরি হলো। কিন্তু ওর সাথের যুবকটি কে? এখানে কি করছে ওরা?

ডিকি কার্ডবোর্ড বক্সটা খুলে এগিয়ে দিল। ভেতরে কয়েকটা স্যান্ডউইচ সাজানো রয়েছে দেখল জেফ। 'খাও,' বলল কিশোর। 'ট্রেনের সময় হয়ে গিয়েছিল বলে সাপার খেয়ে আসার সময় হয়নি। তাই তাড়াহুড়ো করে এগুলো তৈরি করিয়ে এনেছি।'

হাসল সে। বাঁ হাতে তার এলোমেলো, রুক্ষ চুল আরও এলোমেলো করে দিল। 'থ্যাঙ্কস, সান। তুমি খাও, আমার খিদে পায়নি।'

নানান ধাতব আওয়াজ তুলে সামনে এগোতে শুরু করল ট্রেন।

একটু একটু করে কাছিয়ে এল ডিপো—ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম। না, একেবারে ফাঁকা নয়। এক লোককে ছুটে আসতে দেখল জেফ বিলিংটন। প্ল্যাটফর্মের এখানে ওখানে জমে থাকা পানি ছিটিয়ে, ওভারকোটের প্রান্ত বাতাসে উড়িয়ে ছুটে আসছে সে। শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা একটা কিছুর ছোঁয়া অনুভব করল জেফ। লোকটাকে চিনতে পেরেছে। হ্যাটের ব্রিমের নিচে তার তেলতেলে চুল সেঁটে আছে কপালে। মুখটা লম্বাটে, নিচের দিক সরু। কানের ওপরের অংশ বাইরের দিকে প্রসারিত, সুঁচলো।

ডিকিও দেখতে পেল লোকটাকে। স্যান্ডউইচ চিবানো আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল তার, কুঁকড়ে গেল দেহ। চাপা, আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, '*কূপার!*'

'কে?' প্রশ্ন করল জেফ।

'কূ-কূপার!'

পিছনে তাকাল সে। লোকটা এই কোচেই উঠেছে। ভেস্টিবিউলে দাঁড়িয়ে হাঁপরের মত সশব্দে হাঁপাচ্ছে। ট্রেনের ঝাঁকির সাথে তাল বজায় রাখার জন্যে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে।

এদিকে ডিকি অ্যাডামস আরও কুঁকড়ে গেছে। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে তার চেহারা। জেফ সাহস জোগানোর জন্যে এক হাত রাখল ওর কাঁধে। 'ঘাবড়াচ্ছ কেন?'

'ও…ও আমাকে…'

'সহজ হতে চেষ্টা করো। আমি আছি তোমার সাথে, ভয় নেই। কিছু করতে পারবে না ও তোমার।'

শেষ মুহূর্তে ট্রেনের সাথে জোড়া নিজের প্রাইভেট কোচে উঠল কন্সট্রাকশন চীফ, ফিলিপ হেয়ার। সে-ও যাচ্ছে ক্যাম্পে। পথে কিছু

ঘটে কি না, তাৎক্ষণিকভাবে তা জানতে চায়। জাংশন সিটিতে বসে খবরের আশায় সময় কাটানোর মত মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে সে। অঘটন যদি ঘটে রাস্তায়, জায়গায় উপস্থিত থেকে নিজের চোখে দেখতে চায়।

আজ হোটেলে ডিনার করার কথা ছিল মেয়ে ও হবু জামাইয়ের। সেটাও বাতিল করে দিয়েছে ফিলিপ, খুব জরুরী কাজের কথা বলে তাদের নিয়ে এসেছে ডিপোতে। পেগি যখন কোচে উঠল, সে তখন ভেতরে পায়চারি করছে। চেহারায় উদ্বেগ। মা নেই পেগির, বাপের তত্ত্বাবধানে বড় হয়েছে সে। মাঝে আর কেউ ছিল না বলে মেয়েও অল্প বয়স থেকে বাবার ওপর প্রায় সব বিষয়ে খবরদারি করে অভ্যস্ত। তার মন খুব ভাল বোঝে ও। বাবার বর্তমান চেহারা দেখামাত্র বুঝে নিল সে যা বোঝার।

'কি হয়েছে, ড্যাড?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ফিলিপ হেয়ার। 'কিছু না। মানে, এখনও কিছু হয়নি।'

'তাহলে তোমার কোচ ট্রেনের সাথে কেন? তুমি যে যাচ্ছ, সে-কথা তো জানাওনি আমাকে!'

'সময় পাইনি। হঠাৎ করে...' থেমে গেল সে দোরগোড়ায় হবু জামাইকে দেখে। 'মানে...'

'পেরোল নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছ? সমস্যার আশঙ্কা করছ?'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল চীফ। 'সমস্যা যদি হয়েই বসে, ঠেকাবার কোন উপায় হয়তো থাকবে না। এবার নিয়ে চারবার হলো টাকা এনেছি, কিছু ঘটলে বিসমার্কে ওদের মুখ দেখাব কি করে বুঝতে পারছি না। তাই আমিও যাচ্ছি। এখানে বসে প্রতিমুহূর্তে ছট্‌ফট্ করার চেয়ে সেটাই ভাল হবে। ভাবলাম আর্থার তো কখনও যায়নি ক্যাম্পে, এই সুযোগে ওকেও জায়গাটা দেখিয়ে

নিয়ে আসি, যদি তোমরা যাও আর কি। বেড়ানোও হবে, নতুন জায়গা দেখাও হবে।'

'গুড আইডিয়া,' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল পেগির। 'সে কথা আরও আগে জানলে ভালভাবে তৈরি হয়ে নিতে পারতাম।' আর্থার লেইডলর দিকে ফিরল সে। 'তোমার যেতে আপত্তি নেই তো, আর্থার?'

বাইরে ঝুঁকে হ্যাটের ব্রিমে জমা পানি ঝাড়ছিল যুবক, হাসল এদিকে তাকিয়ে। 'কি যে বলো না! কিসের আপত্তি?'

মনে মনে এরকম ফলাফলই আশা করছিল কন্সট্রাকশন চীফ। খুশি হলো। এগিয়ে গেল যুবকের দিকে। 'তোমাদের ডিনারের ব্যাপারে দুঃখিত, সান। ভেব না, কোচে রাজকীয় খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করিয়েছি।'

মাথা দোলাল সে।

তখনই দরজায় দেখা দিল গার্ড। 'অল সেট, স্যার?'

'অল সেট,' গোল করে বসানো পুরু গদি মোড়া এক সেট চেয়ারের একটায় বসে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল সে। 'যাত্রা শুরু করা যাক্।'

'ইয়েস, স্যার।' অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

মেইন ট্র্যাকে ফিরে এল ট্রেন। কাবুজ ও বক্সকার জোড়া লাগানো হলো ফিলিপের বিলাস বহুল কোচের পিছনে, যাত্রা করল গাড়ি। ডিপোর দিকের জানালার কাছের দুই চেয়ারে মুখোমুখি বসল পেগি ও আর্থার, তাকিয়ে থাকল এগিয়ে আসতে থাকা ডিপোর আলোর দিকে। এক যাত্রীর ওপর দু'জনেরই চোখ পড়ল, হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে আসছে চলন্ত ট্রেনের দিকে। ওদের সামনের শেষ প্যাসেঞ্জার কোচে উঠে পড়ল লোকটা। আর কয়েক সেকেন্ড দেরি করলে নির্ঘাত ট্রেন ফেল করত সে।

হঠাৎ কি খেয়াল হতে হবু শ্বশুরের দিকে ফিরল আর্থার। 'আজ তোমার ক্লার্ক মরিসকে দেখলাম একেবারে কাদা-পানিতে মাখামাখি হয়ে হোটেলে ফিরতে।'

চোখ কুঁচকে তাকে দেখল ফিলিপ। 'কখন?'

'এই তো, মিনিট দশেক আগে।'

'তাই নাকি?' বিস্ময় ফুটল কন্সট্রাকশন চীফের চেহারায়। এত দেরি করে হোটেলে ফিরল কেন ব্যাটা? তাকে তো সে অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিল আজ! তার জানা আছে এখানে মরিসের পরিচিত কেউ নেই, একেবারেই আগন্তুক সে জাংশন সিটিতে। কোথায় চক্কর মারতে গিয়েছিল সে? 'ও, বুঝেছি। লোকটার অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে শুনেছি। মনে হয় ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল।'

'ডাক্তারের কাছে? কিন্তু...' থেমে গেল যুবক।

'কি?'

'ডাক্তারের চেম্বার তো জানতাম পুবদিকে। কিন্তু ওকে আমি আসতে দেখেছি পশ্চিমদিক থেকে। লোকটার আচরণ সুবিধের মনে হয়নি আমার।'

'যেমন?'

'হোটেলে ঢুকে পিছনে তাকিয়ে ছিল বেশ কিছুক্ষণ। মনে হলো কাকে যেন খুঁজছে। আশা করছে কাউকে।'

সোজা হয়ে গেল ফিলিপ। ব্যাপারটার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু আছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে। 'তারপর?'

'তারপর ওপরে চলে গেল দেখলাম।'

চুপ করে থাকল চীফ। মাথার মধ্যে নানান চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। অভিজ্ঞতা কম অর্জন করেনি সে জীবনে। বোঝে, কোন্ বিষয় নিয়ে কোন্ লাইনে ভাবতে হয়। সম্ভাবনাটা কেন যেন অসম্ভব

বলে মেনে নিতে পারল না। সত্যি কি মরিস...? ফিরে এসে ব্যাপারটা যাচাই করে দেখতে হবে।

একটা সান্ত্বনা অবশ্য শেষ পর্যন্ত স্বস্তি দিল চীফকে, সেটা হলো জেফের সাথে আলোচনা শুরুর আগে ওকে বিদায় করে দিয়েছিল সে আজ।

সাড়ে সাতটায় সাপ্লাই ট্রেনের হুইস্‌ল শুনল ক্যারেন ফেলিক্স। ডিপো ত্যাগের সঙ্কেত। কিন্তু ছাড়ল ওটা আরও দেরিতে। ঘটাং ঘটাং শব্দে বেশ কিছু সময় ধরে গাড়ির সাথে নতুন কোচ বা আর কিছু জোড়া লাগানো ইত্যাদির কাজ চলেছে ডিপোয়। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে বেজেছে লোকোর বেল।

তিন সপ্তাহ হলো এ শহরে আছে ক্যারেন, কোন্ ট্রেন কখন যায়-আসে, লোকোর কোন্ বেলের কি অর্থ, এরমধ্যে বোঝা হয়ে গেছে তার। এতক্ষণ যে টানা বেল শোনা গেল, ওটা ছিল এক ধরনের সাঙ্কেতিক বার্তা। এঞ্জিনিয়ারের নির্দেশে শেষ মুহূর্তে ট্রেনের দৈর্ঘ্য বাড়ানো বা কমানো হয়েছে। আওয়াজগুলো অদ্ভুত লাগে তার কানে, অনেকটা ইন্ডিয়ানদের সংকেতের মত। এক সময় বোঝা গেল, এবার সত্যি সত্যি রওনা হয়ে গেছে ট্রেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি। কপালে ঝুলে থাকা একগোছা লাল চুল ঠেলে তুলে দিল ওপরে। রেস্টুরেন্ট এখন প্রায় ফাঁকা। এই হয় রোজ। সকাল থেকে সন্ধে সোয়া সাতটা পর্যন্ত গমগম করে খদ্দেরের ভিড়ে, তারপর খালি। এই ট্রেনটা জাংশন সিটির হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ায়-কমায়। যাওয়ার সময় ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায় বহিরাগতদের। সকালে আরেকটা আসে এন্ড অভ স্টীল থেকে, ওটা নিয়ে আসে আরেকদল বহিরাগতকে। তাদের নব্বই ভাগই কন্সট্রাকশন ওয়ার্কার। পথের মাঝে পরস্পরকে পাশ কাটায় দুই

ট্রেন। কপালের এক পাশ চুলকাল ক্যারেন।

শেলফের ওপর রাখা ঘড়ি দেখল। আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। কাউন্টারে দুই কনুইর ভর রেখে দাঁড়াল সে, আনমনে তাকিয়ে থাকল জানালার দিকে। উইন্ডো পেন বেয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে নামছে বৃষ্টির পানি। তার ওপাশে সব অস্পষ্ট, আঁকাবাঁকা দেখাচ্ছে। ভেতরের হঠাৎ নেমে আসা নীরবতা খুব বেশি কানে বাজছে। মাঝেমাঝে এক-আধজন খদ্দের আসছে-যাচ্ছে, তাদের দরজা খোলার আওয়াজে মুখ তুলছে ক্যারেন। জেফ বিলিংটনের প্রতীক্ষায় আছে ও।

জেফ বলে গেছে এক্স চীফের সাথে কি আলাপ হয়, ফিরে এসে জানাবে সম্ভব হলে। আসছে না কেন সে? নাকি আসবে না? আপনমনে মাথা দোলাল ক্যারেন, রোগা হয়ে গেছে মানুষটা। ঠিকমত খেতে পায় না হয়তো। ওর মত দৈর্ঘ্য-প্রস্থের একজনের এত লম্বা সফর করে এসে সামান্য অ্যাপেল পাই আর কফিতে পেট ভরে? পয়সার ঘাটতি ছিল নিশ্চই, ভাবল সে। অথচ তারপরও লোকটা চলে যাওয়ার পর তার রেখে যাওয়া কয়েন গুনতে গিয়ে একটা ডাইম বেশি পেয়েছে সে। টিপস্ রেখে গেছে ওর জন্যে।

তাতে কারও পকেটের অবস্থা বোঝা যায় না। জেফ বিলিংটন মানুষটা অহঙ্কারী। একটু বেশিই তার গর্ব। ক্যারেন জানে, পেট খালি রেখে হলেও টিপস্ দেয়ার মানসিকতা আজও সে ত্যাগ করতে পারেনি। তাতে যদি শেষ ডাইমও খরচ করতে হয়, করতে পিছপা হয় না।

আসবে না বোধহয় জেফ, ভাবতে গিয়ে আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। সত্যিই তাহলে ওকে ভুলে গেছে মানুষটা। তার জন্যে ক্যারেনের এতবছরের প্রতীক্ষা বোধহয় ব্যর্থই হলো শেষ পর্যন্ত। চোদ্দ বছর বয়সে জীবন সম্পর্কে সত্যিকার ধারণা জন্মেছে তার।

তারপর থেকে আছে এই মানুষটিকে আপন করে পাওয়ার আশায়। এক এক করে অনেকগুলো বসন্ত ঝরে গেল জীবন থেকে, আজও সে প্রতীক্ষার অবসান ঘটল না।

তবু, বেশ কিছুদিন পর আজ তাকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছে ক্যারেন। খুব খুশি হয়েছে। ভাল লাগছে মনটা।

আত্মপর্যালোচনায় ডুবে গেল মেয়েটি। আসলে ব্যাপারটা কি? সত্যিই কি ও জেফকে ভালবাসে, এই জন্যেই গত পাঁচ বছর ওর যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছে? জেফকে চোখে চোখে রাখতে গিয়ে বারবার নিজের অবস্থান বদল করেছে? নাকি এটা অন্য কোন ধরনের অনুভূতি, যার কোন ব্যাখ্যা জানা নেই তার? অথবা এমন কি হতে পারে যে ও আসলে ম্যাককে ভালবাসে? জেফকে নয়, ম্যাককে অনুসরণ করে এসেছে সে এতবছর? চোখ বুজে পুরো বিষয়টা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করল ক্যারেন।

ষোলো বছর পূর্ণ হলো ওর, ঐতিহ্য অনুযায়ী অনুমতি মিলল পছন্দের ছেলের সাথে নাচার। দিনটির কথা ক্যারেনের আজও স্পষ্ট মনে আছে। ওদের স্কুল ইয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হয় সেবার কান্ট্রি ডান্স। ও জেফকে বেছে নিয়েছিল বলে ম্যাকের সে কী রাগ। কথা নেই বার্তা নেই বুনো ষাঁড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সে জেফের ওপর। সে-ও ছেড়ে দেয়ার বান্দা নয়, মাঠ ভর্তি দর্শকের সামনে বেধে গেল দু'জনে তুমুল।

দর্শকরা মজা পেয়ে গেল। হৈ হৈ করে উৎসাহ যোগাতে থাকল ওদের, মারামারির টেকনিক সম্পর্কে পরামর্শ দিতে থাকল। অন্যদিকে ক্যারেন ঝরঝর করে কাঁদছে। রক্তাক্ত জেফ ও ম্যাককে ছাড়াবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে—একা।

'তোমার শরীর খারাপ, ক্যারেন?'

চমকে চোখ মেলল ও। মুখের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে

দেখল রেস্টুরেন্টের মালিক কাম-কুককে। লোকটা গ্রীক। খাটো, মোটা। মাথা ভর্তি চকচকে টাক।

মাথা দোলাল ক্যারেন। চোখের সামনে ভেসে উঠল জেফের ডান হাতের ফোলা গাঁট। 'না, নিক।'

হঠাৎ করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও। ভীষণ উদ্বিগ্ন। মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল অতীত ও বর্তমান, হলো না। ব্যর্থ হলো। বরং আরও পেয়ে বসল উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। নিজেকে খুব ক্লান্ত লাগল। একটা কথা বলার ছিল ওর জেফকে, সুযোগ হয়নি বলার। বিষয়টা গোপন। তা যখন পারেনি ক্যারেন, উল্টোটা করতে হবে এখন। করতেই হবে।

ঘড়ি দেখল ও আবার। আটটা। এখনও আধ ঘণ্টা আছে ডিউটি। কিন্তু ওর দেরি করার উপায় নেই। 'নিক, আমি একটু আগে যেতে চাই আজ। খুব জরুরী কাজ।'

ভেতরে চোখ বোলাল লোকটা। মাত্র একজন খদ্দের আছে, অলস ভঙ্গিতে চুমুক দিচ্ছে কফিতে। 'স্বচ্ছন্দে যাও!' শ্রাগ করল গ্রীক। হাসল। 'কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে কি এমন জরুরী কাজ পড়ল তোমার? বয়ফ্রেন্ডের কাছে যাচ্ছ? রাখো, উত্তর দিতে হবে না, লে' মি গেজ! সেই ছেলেটা না, সন্ধের আগে এসেছিল? ঘাড়ে একটা···একটা···' থেমে গেল সে উপযুক্ত শব্দ না পেয়ে।

'না, তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি না আমি।'

'সে যে-ই হোক,' টাক দোলাল নিক 'সব জানি' ভঙ্গিতে। 'কাউকে না কাউকে ভালবাস তুমি, আমি বুঝি। বি-গ লাভ, নো? তুমি যখন এলে এখানে কাজ করতে, নিজেকে বললাম, "নিক, এই মেয়ে কারও গভীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। খেয়াল রেখো, মনের ভুলে সুগার বাউলে লবণ না ঢেলে দেয়।" কি, ঠিক বলিনি? থামো, উত্তর দিতে হবে না। ইজ নান অভ মাই বীযনেস।'

হেসে উঠল ক্যারেন। 'প্রেম বোঝো তাহলে তুমি?'

'হাহ্! প্লানটি! গ্রেট লাভার ছিলাম আমি, জানো? এ নাম্বার। সব গ্রীকই তাই। তুমি যে ক্লাসের প্রেমে হাবুডুব খাচ্ছ, আমরা একে বলি, আহ্, ইয়ে···ইনভেন্টেড লাভ, নো?'

হাসি মুছে গেল ওর। 'তোমার দেশে মেয়েরা প্রেমিকদের ধাওয়া করে প্রেম করে?'

'চেজ! নো! ওখানে পুরুষরা মেয়েদের ধাওয়া করে।'

'নিক, যে মেয়ে ভালবাসা পাওয়ার আশায় প্রেমিককে ধাওয়া করে বেড়ায়, তাকে নিশ্চই চরম নির্লজ্জ বলে তোমাদের দেশে?'

চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল গ্রীকের। 'যে প্রেম করে, সে নির্লজ্জ হলেই বা কি? তাকে তো সে সব বিসর্জন দিয়েই এ পথে পা বাড়াতে হয়। সো, হোয়াই বদার? গো অ্যাহেড।'

'থ্যাঙ্কস,' বলল সে। 'অ্যান্ড গুডনাইট।'

বেরিয়ে এল ক্যারেন ফেলিক্স। দ্রুত পা চালিয়ে লাইভরি স্ট্যাবলে পৌঁছল। তার আসার কারণ শুনে অবাক হলো পরিচিত হস্টলার। 'এই আবহাওয়ায়!'

'উপায় নেই, যেতেই হবে। সে বার যে ঘোড়াটা দিয়েছিলে, ডিক্সি, ওটা চাই। স্যাড্লিং আমিই করে নেব।'

'ওকে।'

স্ট্যাবলের হার্নেস রুমে এক সেট কালো ড্রেস মজুত থাকত ক্যারেনের, সেটা পরে তৈরি হয়ে নিল সে। ওয়াল পেগে একটা স্লিকার ঝুলছে দেখে হস্টলারের দিকে ফিরল। 'ওটা নিয়ে যেতে পারি?'

মাথা দোলাল সে। 'হেলপ ইওরসেলফ।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে স্ট্যাবল থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটি। জাংশন সিটির বিরান মেইন স্ট্রীট ধরে সামনে

এগোল। পশ্চিমে। মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে ঘন কালো মেঘ, খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা ফুটহিল দেখল ক্যারেন, ওগুলোর পিছনে সগর্বে দণ্ডায়মান ক্রেজি মাউন্টেনের চূড়া।

ওখানে পৌঁছতে হবে তাকে। নুগেট চলেছে ক্যারেন ফেলিক্স।

ছয়

ঘুরে বসল জেফ বিলিংটন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। অন্ধকার আর অন্ধকার। তার জমাট বুক চিরে কোচের জানালা গলে বের হওয়া অনেকগুলো চৌকো হলদেটে আলো ট্রেনের গতির সাথে তাল মিলিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। কত মাইল পিছনে ফেলে এসেছে ওরা জাংশন সিটি? আর কত মাইল যেতে হবে? কতক্ষণ লাগবে? কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই, ঘন আঁধার গিলে খেয়ে ফেলেছে সমস্ত ল্যান্ডমার্ক পোস্ট। রেলের সাথে হুইলের একঘেয়ে ঘট্ ঘটাং ঘট্ ঘটাং এবং কোচের নিয়মিত ছন্দের দুলুনিতে ঘুম এসে যাচ্ছে জেফের। একটু ঘুম দেয়া গেলে মন্দ হত না। অনেক পরিশ্রম করেছে সে আজ।

একটা ব্রিজের ওপর উঠে পড়েছে লোকোমোটিভ, তার হুঙ্কার নিচ থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে চাপা বজ্রপাতের মত। ঢাল বেয়ে হেলেদুলে উঠছে গাড়ি, এঞ্জিনের কষ্ট বেশ অনুভব

করতে পারছে সে। এত মালপত্র—কোচ টেনে তুলতে ভীষণ পরিশ্রম করতে হচ্ছে বেচারীকে। গতি কমে গেছে। এই সময় পিছনে পুশার এঞ্জিন থাকলে ভাল হত। কারণ এন্ড অভ স্টীল পর্যন্ত পুরোটা পথই বলতে গেলে চড়াই।

গাড়িটা কত লম্বা? পরের বাঁকে জানালার কাঁচে গাল ঠেকিয়ে পিছনে তাকাল জেফ, কাবুজের লাল আলো দেখে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু পারা গেল না। বাঁকটা খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। কোটের নিচের প্যাকেটটা অনুভব করল জেফ, তারপর অন্য যাত্রীদের ওপর নজর বোলাতে লাগল। বেশিরভাগই জড়োসড়ো হয়ে নতমুখে বসে আছে দু'হাত বুকে বেঁধে। ঝিম্ মেরে বসে, গাড়ির তালে তালে দুলছে। কৃপারও তাই করছে।

কোচের একেবারে পিছনের এক সীটে হেলান দিয়ে বসেছে লোকটা। একা। বসেছে দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে। হাত কোলের ওপর পড়ে আছে শিথিল ভঙ্গিতে। বুকের সাথে প্রায় ঠেকে আছে থুতনি। হ্যাটের ব্রিমের আড়ালে রয়েছে মুখ, দেখা যায় না। মনে হয় ঘুমিয়ে আছে। ওদের দু'জনকে লোকটা দেখেছে কি না বোঝার উপায় নেই। হয়তো দেখেছে, হয়তো দেখেনি।

ছেলেটা এখনও উদ্বিগ্ন। জেফও তাই। চার্লি শেরম্যানের আউটফিটের ক্রুদের ব্যাপারে মোটামুটি জানা আছে ওর। ঠিক কৃপারের বর্ণনা অনুযায়ী একজন আছে ওদের মধ্যে, জানে ও। তার নাম অবশ্য জানে না। অনেক দেরিতে কথাটা খেয়াল হয়েছে, সেই থেকে উৎকণ্ঠিত সে। কৃপারের উপস্থিতি এ মুহূর্তে কেন যেন ভাল ঠেকছে না। বাতাসে চাপা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে জেফ। পড়িমরি করে এই ট্রেনেই কেন চড়ল লোকটা, ভাবছে।

বদমেজাজী চেহারার হোঁৎকা এক কনডাক্টর ঢুকল কোচে। যাত্রীদের টিকেট সংগ্রহ করতে করতে এগিয়ে আসতে থাকল।

ডিকির হাফ টিকেট বিনা ওজরে গ্রহণ করল লোকটা, তবে তার আগে কড়া চাউনি দিয়ে তাকে বিদ্ধ করতে ছাড়ল না। 'আমার সাথে আছে ও,' ভাব সুবিধের নয় দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠল জেফ বিলিংটন। কনডাক্টর কিছু বলল না। চলে গেল পিছনদিকে।

তার হাতের মৃদু ঝাঁকিতে ঘুম ভাঙল কৃপারের। মুখ তুলে নীল ইউনিফর্ম দেখল সে, চেঞ্জের জন্যে হাত ঢোকাল পকেটে। ডান হাতের আহত গাঁটের দিকে তাকাল জেফ। জায়গাটা কালো হয়ে গেছে। ব্যথা কমেছে সামান্য। মনে মনে হাসল, ঘুসিটা খেয়ে ঘুম ভালই দিয়েছে ব্যাটা। টিকেট কেনার সময় পায়নি।

আইলের ওপাশে বসা পরিচিত এক বয়স্ক আইরিশ ট্র্যাক লেয়ারের সাথে চোখাচোখি হলো জেফের। হাসল বৃদ্ধ। ইঙ্গিতে ওর অ্যাকর্ডিয়ানটা দেখাল। 'হবে নাকি এক রাউন্ড, ভায়া?'

হেসে মাথা দোলাল ও। 'সরি। আজ আমার নাইট ডিউটি অফ।'

শ্রাগ করল আইরিশ, অন্যদিকে মন দিল। এদের এই সঙ্গীত প্রীতির বিষয়টা ভারী আশ্চর্য লাগে বিলিংটনের। লোহা-লক্কড়ের জগতের এইসব কাঠখোট্টা মানুষ তার বাদন এত পছন্দ করে কেন ভেবে পায় না। ও বাজায় আবেগমাখা গানের সুর, তাও পুরানো দিনের। তাই শোনে রসকষহীন মানুষগুলো। ভিড় করে নীরবে দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে শোনে। আসর শেষে যে যা পারে সাধ্যমত দিয়ে যায় ওকে।

এ মুহূর্তে মানুষটাকে খুশি করা গেলে ভাল হত, কিন্তু তাতে কৃপারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে রাজি হতে পারল না। লোকটাকে ও ভয় করে বলে নয়। একবার ব্যাটাকে মাটি শুঁকিয়ে ছেড়েছে জেফ, প্রয়োজন পড়লে আবারও তাই করবে, যদি ফাইট রুলস্ মেনে লড়ে ও। অনর্থক ঝামেলা বাধাতে চায় না সে আসলে টাকার কথা

ভেবে। প্যাকেট ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়ার পর একবার কেন, বহুবার কৃপারকে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত আছে জেফ বিলিংটন।

পথের চড়াই আগের থেকে আরও খাড়া হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। গতি আরও কমে গেছে ট্রেনের। বেশ কিছুক্ষণ পর মোটামুটি সমতল ট্র্যাকে পড়ল গাড়ি। আরেকটা বড় ব্রিজ অতিক্রম করল। শেষ মুহূর্তে অনেক নিচে পানি চোখে পড়ল জেফের। পাহাড়ী নদী ওটা।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। চিন্তা অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করেও পারছে না। বারবার কৃপার এসে উঁকি দিচ্ছে মনের পর্দায়। ডিকির দিকে তাকাল ও। ভেবেছিল ঘুমিয়ে পড়েছে সে। কিন্তু না, চোখ পুরো মেলে তাকিয়ে আছে। চোখেমুখে এখনও ভয়ের ছাপ।

'ওর কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করো, সান,' মৃদু গলায় বলল বিলিংটন। 'ও তোমার আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষণ আমি আছি।' একটু থামল। 'কে লোকটা? কেন মারছিল তোমাকে?'

অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে বসল কিশোর। 'দুঃখিত, মিস্টার। ওর যে পরিচয় আমি জানি, তোমাকে তা বলতে পারব না। আমার ধারণা সেটা উচিতও হবে না।'

'অল রাইট। ফরগেট ইট।'

নিচেরদিক খানিকটা সামনে বাড়িয়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজল জেফ। অজান্তে একসময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ পর চমকে উঠে চোখ মেলল সে। ছেলেটা পাশে আছে কি না বোঝার জন্যে তাড়াতাড়ি হাত বাড়াল। আছে! স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে তাকে দেখল জেফ, ওরই কাঁধে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। ট্রেন ছুটছে একনাগাড়ে। আরেকবার প্যাকেটের স্পর্শ নিল সে, চোখ বুজল।

ঘুম পাচ্ছে। তাকিয়ে থাকতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে।

আচমকা ভয়াবহ আওয়াজের সাথে প্রায় জায়গায় থেমে পড়ার জোগাড় করল ট্রেন, তীব্র ঝাঁকি খেতে খেতে বেশ খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাপলিঙের সাথে কাপলিঙের বিকট সংঘর্ষ, চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দে নরক ভেঙে পড়ল যেন ওয়ার্ক ট্রেনের ওপর। সামলে ওঠার সময় পেল না জেফ, সড়াৎ করে দেহ পিছলে নেমে গেল সীট থেকে। অন্তরাত্মা উড়ে গেল আতঙ্কে। ধড়মড় করে উঠে পড়ল সে, চারদিকে তাকাল আহাম্মকের মত। একজন যাত্রীও সীটে নেই, সবাই নিচে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ব্যথায় গোঙাচ্ছে কেউ কেউ।

একযোগে কথা বলছে সবাই, চেঁচাচ্ছে তারস্বরে। প্রত্যেকে জানতে চাইছে কেন এভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি, কি ঘটেছে?

জেফের কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না। বুঝে নিয়েছে কেন থেমে গেছে। ট্রেনে তার উপস্থিতিতে এ কাজ আগেও একবার ঘটিয়েছে মনটানা কিড। আজও নিশ্চই পথের ওপর বড় বড় বোল্ডার ফেলে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়েছে। উপায় নেই দেখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে এঞ্জিনিয়ার।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল বিলিংটন। প্যাকেট আর অস্ত্রটা জায়গামত আছে কি না দেখে নিশ্চিন্ত হলো। এতক্ষণে নিশ্চই ক্যাবে উঠে পড়েছে চার্লি শেরম্যানের কোন সশস্ত্র অনুচর, ভাবল সে। বন্দুকের নলের মুখে এঞ্জিনিয়ার ও ফায়ারম্যানকে মেঝেতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়তে বাধ্য করেছে। আর দু'চারজন হয়তো বালতি বালতি পানি ঢেলে নিভিয়ে ফেলেছে ফায়ারবক্সের আগুন।

মাথার এক পাশ ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াল ডিকি। চোখ বিস্ফারিত। ভয়ে কাঁপছে। 'কি হলো?'

'হোল্ডআপ,' জেফ জবাব দিল নিচু গলায়। ব্যস্ত হাতে তাকে সরিয়ে দিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কাঁচে নাক ঠেকিয়ে চোখের দু'পাশে হাত রেখে আলো আড়াল করে বাইরে তাকাল।

বেশ কয়েকটা কাঠামো দেখতে পেল ও, লাইন ধরে অনড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠিক এই দৃশ্য দেখতে হবে বলে নিশ্চিত ছিল সে।

দুটো কাঠামো নড়ে উঠল, ছুটে গেল ট্রেনের লেজের দিকে। আশেপাশে কোন ঘোড়া দেখা গেল না। সারিবদ্ধ লোকগুলোর পিছনে এমব্যাঙ্কমেন্টের দেয়াল, তার ওপর বড় বড় গাছ। ঘোড়া নিশ্চই গাছের আড়ালে রেখে এসেছে ওরা, ভাবল জেফ। জ্যাক ডুরান্টের কথা মনে পড়ল। সে নিশ্চই বুঝে গেছে ট্রেনের এই আচমকা থেমে পড়ার কি অর্থ, এখনই হয়তো বক্সকার থেকে বেরিয়ে পড়বে দলবল নিয়ে।

ফ্রন্ট ভেস্টিবিউল সোজা নিচে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখামাত্র চিনে ফেলল বিলিংটন। ব্যানডানা দিয়ে যদিও প্রায় চোখের নিচ পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে সে, তবু চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না। তার চিরপরিচিত ঢালু কাঁধ, দাঁড়াবার ভঙ্গি ইত্যাদি আরও ডজনখানেক ব্যাপার আছে, যেসব জেফের খুবই পরিচিত। অবাক হলো না ও। চার্লির সাথে মনটানা কিড থাকবেই, এ তো জানা কথা। এই কোচের সামনের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। আস্তে করে বসে পড়ল জেফ নিজের জায়গায়।

কিন্তু এ মুহূর্তে যে বিষয়টা তাকে আতঙ্কে জমিয়ে রেখেছে, সেটা কিড নয়। ট্রেন থেমে পড়তে বাধ্য হয়েছে, সেটা হচ্ছে এই চরম সত্যটা। চতুর্থবারও একই কাণ্ড ঘটাল শেরম্যান, এবং কারণও একটাই—পেরোলের টাকা। চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে ফিলিপ হেয়ার, খবর গোপন রাখতে পারেনি। লীক করেছে।

সাবধানে কোটের তলা থেকে প্যাকেটটা বের করল জেফ। আর কারও চোখে যাতে না পড়ে, সে ব্যাপারে তীক্ষ্ণ খেয়াল। পরের কাজ খুব দ্রুত সারল সে। চট্ করে পায়ের কাছে পড়ে থাকা ডিকির শু বক্সটা তুলে নিল। ঢাকনা সরিয়ে টাকার প্যাকেট

ঠেসেঠুসে গুঁজে দিল ভেতরে। এরপর মুখ বন্ধ করে ছেলেটার বগলে জোর করে ভরে দিল বক্সটা।

'তুমি বলেছ আমার প্রতি তুমি কৃতজ্ঞ,' জরুরী গলায় বলল ও। 'আমার প্যাকেটটা সামলে রাখো, তাহলে সে ঋণ শোধ হয়ে যাবে।'

'কি আছে এতে?' জানতে চাইল ডিকি চাপা কণ্ঠে।

'কথা বোলো না, যা বলি তাই করো। বুঝতে পেরেছ? ওটা খুঁজতে লোক আসবে এখনই। হয়তো ছেলেমানুষ দেখে ওরা সার্চ করবে না তোমাকে। মনে রেখো, বক্সটা এখন আমার। ওটা কেবল আমাকেই ফেরত দেবে তুমি, আর কাউকে না। বুঝতে পেরেছ আমার কথা?'

মাথা দোলাল কিশোর। 'হ্যাঁ।' দু'চোখ সামান্য বিস্ফারিত হলো তার। ভয়ে না উত্তেজনায়, বোঝা গেল না।

টাকার ভারমুক্ত হতে পারার সাথে সাথে সমস্ত উৎকণ্ঠা, ভয় দূর হয়ে গেল জেফের। মাথা কাজ শুরু করে দিল দ্রুতগতিতে। গরম রক্তের ছোটাছুটি বন্ধ হয়ে গেছে। আগের মত ট্রাবলশূটার হয়ে উঠেছে জেফ বিলিংটন। এদিক ওদিক তাকিয়ে আরেকটা শূন্য আসন খুঁজছে। ছেলেটার কাছাকাছি থাকতে চায় না আপাতত। যদি টাকার খবর নিশ্চিতভাবে জেনে গিয়ে থাকে চার্লি, এবং কোচে উঠে ওকে দেখে, চিনতে পারে, সন্দেহ করবে। সেক্ষেত্রে ওকে তো বটেই; আশেপাশের যাত্রীদেরও সার্চ করতে পারে সে। তাই সরে থাকা ভাল ডিকির কাছ থেকে।

এ মুহূর্তে বিলিংটনের একার পক্ষে ওদের মোকাবেলা করাও অসম্ভব। সে একা, ওরা অনেক। একটা গুলির শব্দ উঠলে সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে শেরম্যান, শুধু শুধু মরবে কিছু নিরীহ মানুষ। অস্ত্রটা সময়ে কোন কাজেই এল না, তিক্ত মনে ভাবল সে। ওটা এখন

সঙ্গে থাকা না থাকা দুই-ই সমান।

আসন ছেড়ে উঠতে গেল জেফ, বাধা পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে গেল ভেতরের সবাইকে—কেউ দরজা খুলেছে কোচের। ভেস্টিবিউলে দাঁড়িয়েছে উঠে। সত্যি তাই। মুখোশ পরা বিশালদেহী এক লোক এসে দাঁড়াল আইলের মাথায়। হাতে কোল্ট। 'কেউ নড়বে না,' চাপা, কঠিন গলায় হুকুম করল সে। 'বসে থাকো যে যার জায়গায়।'

জমে গেল জেফ। ডুরান্ট করছেটা কি? এখনও কেন বের হচ্ছে না সে?

প্রথমজনের পিছনে আরেক মুখোশধারী উদয় হলো। তার হাতেও উদ্যত অস্ত্র। যাত্রীরা বেকুবের মত এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। মুখ শুকিয়ে গেছে সবার। সামনের বিশালদেহীকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল জেফ। কিছু একটা করা প্রয়োজন ভেবে হাত বাড়াল ওয়েস্ট ব্যান্ডের দিকে। বাধা পড়ল এবারও।

'মাথার ওপর হাত তোলো,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল কৃপার। 'সবাই! জলদি তোলো!'

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল বিলিংটন। ধীরে ধীরে দু'হাত তুলল মাথার ওপর। অসহায়ের মত ওকে দেখল ডিকি, তারপর বাক্সটা কোলের ওপর রেখে সে-ও হাত তুলল।

ঝাঁকি খেয়ে বক্সকারের ভেতর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল অপ্রস্তুত ডুরান্ট। ঘোড়ার জন্যে তৈরি স্টলের ওপর আছড়ে পড়ল, গুঙিয়ে উঠল মুখের পাশে আঘাত খেয়ে। পরক্ষণে তিড়িং করে উঠে দাঁড়াল গাল ডলতে ডলতে। 'রেডি হও সবাই!' চাপা, ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'ঘটনা শুরু হয়ে গেছে!'

গত দুই সপ্তা ধরে ব্যাপারটা মোকাবেলা করার জন্যে ভেতরের এক ডজন দুর্ধর্ষ কাউবয়কে ট্রেনিং দিয়েছে সে নিজে। এরা প্রত্যেকে দুঃসাহসী। এখন কি করতে হবে, ভালই জানে তারা। বিন্দুমাত্র আওয়াজ নেই, হুড়োহুড়ি নেই, প্রায় নিঃশব্দে যার যার স্যাডলড় ঘোড়ার দিকে এগোল লোকগুলো। নড়াচড়ার সুযোগ পেয়ে তারা বরং খুশিই হলো। বক্সকারের ভেতরে জায়গা অপর্যাপ্ত। তেরোজন মানুষ ও সমান সংখ্যক ঘোড়া প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ।

দু'জন বাদে অন্যরা ঝটপট উঠে পড়ল স্যাডলে। জ্যাক ডুরান্টকে সাহায্য করার জন্যে এগোল অবশিষ্ট দুই কাউবয়। ট্রাবলশূটার কারের স্লাইডিং ডোর খুলে দেয়ামাত্র র‍্যাম্প ঠেলে নামিয়ে দেবে তারা বাইরে।

'ইজি, বয়েজ,' দরজার দিকে যেতে যেতে বলল ডুরান্ট। 'অপেক্ষা করো।'

কেউ জবাব দিল না। নীরবে বসে আছে সবাই। সম্পূর্ণ প্রস্তুত। একটা ঘোড়া পা ঠুকল কারের মেঝেতে, খরর খরর শব্দে নাক টানল আরেকটা। ফ্লোরের অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে থাকা র‍্যাম্পের ওপর দিয়ে সাবধানে এগোল ট্রাবলশূটার। সঙ্গীদের চাপা, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনে সন্তুষ্ট। চার্লির পরিণতির কথা ভেবে করুণা বোধ করল। ডান হাতে স্লাইডিং ডোরের হাতল মুঠো করে ধরল সে, কাঁধের ভর চাপাল ভারী পাল্লার ওপর। এবার হাতলে হ্যাঁচকা টান দিয়েই জোর এক ঠেলা দিল ওটার ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে ধড়াস্ করে উঠল বুকের মধ্যে। উবে গেল চেহারার আত্মবিশ্বাসী, ধীরস্থির ভাবটা। নড়ছে না দরজা! দম নিয়ে আবার ঠেলা দিল ডুরান্ট, কিন্তু লৌহকপাট অনড়। ভয়ের চিকন ঘাম ফুটতে শুরু করল তার কপালে। আটকে গেছে স্লাইডিং ডোর!

'সাহায্য চাই?' জিজ্ঞেস করল এক কাউবয়।

জবাব না দিয়ে আবার গায়ের জোরে চাপ দিল ট্রাবলশূটার, একই হলো ফল। নড়ছে না ওটা। 'আটকা পড়েছি আমরা!' দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল সে। 'ড্যাম ইট! বাইরে থেকে দরজা জ্যাম করে দেয়া হয়েছে। গোঁজ ভরে দিয়েছে ওরা দরজার নিচে।'

কেউ একজন দাঁড়াল এসে তার কাছে। পাল্লা ধরে ধাক্কাধাক্কি করল অনর্থক, তারপর হাল ছেড়ে দিল। ভেতরের আঁধার হঠাৎ করেই আরও গভীর, আরও নিকষ হয়ে উঠল সবার চোখে। 'আমার রাইফেল!' চেঁচিয়ে উঠল ডুরান্ট। 'রাইফেলটা দাও কেউ!'

তার স্যাডল স্ক্যাবার্ড থেকে অস্ত্রটা নিয়ে এল এক কাউবয়। দরজা ও কার ওয়ালের মাঝের ফাঁকে ওটার স্টক ভরে কাজে লেগে পড়ল সে। ঘেমে গোসল হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। কপাল বেয়ে চোখের মধ্যে গড়িয়ে ঢুকে পড়ছে লবণ পানি, বারবার মাথা ঝাঁকাচ্ছে সে, জোরে পাতা চেপে চোখ বন্ধ করছে যাতে পানি সরে দৃশ্যপথ জঞ্জালমুক্ত হয়। কোনটাই হলো না। অনেকক্ষণ পর এক সময় হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো জ্যাক। অসম্ভব! বাইরে থেকে কেউ সাহায্য না করলে খুলবে না এ দরজা।

'কাজ হচ্ছে না!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ডুরান্ট। হাত থেকে রাইফেল ছেড়ে দিল। আহাম্মকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে লাগল চিন্তা শক্তি-বুদ্ধি ফিরে পাওয়ার আশায়। 'কুড়াল আছে ভেতরে, বা ওরকম আর কিছু?' অন্ধকারকে প্রশ্ন করল সে। কণ্ঠে তীব্র হতাশা।

জবাব এল না। দরজায় কান পাতল ট্রাবলশূটার। বাইরে হাঁটাচলার শব্দ উঠছে। ভারী বুটজুতোর নিচে কুড়মুড় আওয়াজ করছে নুড়ি। একটা কণ্ঠ শোনা গেল। ধাতব শব্দ উঠল। আচমকা দুলে উঠল বক্সকার, যাত্রা শুরু করল উল্টোদিকে। একটা স্টলের

পাতলা কাঠের ফ্রেম ধরে নিজের পতন ঠেকাল সে, এরমধ্যে বেশ গতি পেয়েছে বক্সকার। মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ছে। ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে ওটা। খুলে ছেড়ে দেয়া হয়েছে মেইন বডি থেকে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ডুরান্ট। কিছু বলল না। বলতে হলো না। তার মত অন্যরাও মুহূর্তে বুঝে গেছে কি ঘটছে। তীব্র গতিতে একটা বাঁক ঘুরল বক্সকার, আতঙ্কে জমে থাকল সবাই। ভয় হলো যে কোন মুহূর্তে লাইন থেকে ছিটকে পড়বে বক্সকার।

খাওয়া শেষ করে মেয়ে ও হবু জামাইয়ের সাথে গল্প করছে ফিলিপ হেয়ার, এই সময় প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল ট্রেন। রেলের সাথে হুইলের ঘর্ষণের ভয়াবহ, তীক্ষ্ণ আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা। ভাল করে ব্যাপার বুঝে ওঠার আগেই ঝাঁকির পর ঝাঁকি খেয়ে নিশ্চল হয়ে গেল গাড়ি।

সবলে চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকাল তারা। এরমধ্যে মুখ শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে কন্সট্রাকশন চীফের। এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে, ছুটে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিল বাইরে। আবছা কয়েকটা মানুষের অবয়ব দেখল। কোচের দু'হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তারা। মুখ ব্যানডানায় ঢাকা, হাতে রাইফেল। মুহূর্তের জন্যে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো বৃদ্ধের। অবিশ্বাস্য! এ কি করে সম্ভব?

এত সতর্কতা অবলম্বনের পরও সেই একই কাণ্ড ঘটল? মুখের ভেতরটা বিস্বাদ হয়ে উঠল তার। ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল পেটের সবকিছু। ওহ্ গড! ভাবল চীফ, আবারও ব্যর্থ হতে যাচ্ছে সে? এত করেও টাকার খবর গোপন রাখা গেল না?

পিছনের কারের ডুরান্ট ও তার কোচ সংলগ্ন সামনের কোচের জেফ বিলিংটনের কথা ভাবল ফিলিপ। ঈশ্বর! ওরা যেন ঠাণ্ডা মাথায়

পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে। তুমি ওদের সহায় থেকো। পেগিকে অস্ফুটে আঁৎকে উঠতে শুনে ঝট্ করে ঘুরে তাকাল ফিলিপ, পরমুহূর্তে নিঃশ্বাস আটকে গেল। ব্যানডানার মুখোশ পরা দুই লোক উঠে পড়েছে কোচে। চোখ ছাড়া কিছু দেখা যায় না তাদের। হাতে রাইফেল প্রস্তুত। ভেতরের তিনজনকে দেখল তারা পালা করে।

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' প্রথমজন বলে উঠল। মুখ ঢাকা থাকায় আওয়াজ বের হলো চাপা। 'ইজি।'

আর্থার দাঁড়িয়ে রয়েছে হবু শ্বশুরের চার হাত তফাতে। আগুন ঝরা চোখে লোক দুটোকে দেখছে। তার দু'হাত মুঠো হতে দেখল চীফ, ভয় হলো এখনই ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে সে। এই বিপদেও তার দুঃসাহস দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল। 'সাবধান, আর্থার!' চেঁচিয়ে উঠল চীফ। 'বোকামি কোরো না।'

তার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। নিজেকে সামলেই রেখেছে যুবক। কঠিন দৃষ্টিতে লোক দুটোকে দেখছে একভাবে। মেয়ের দিকে তাকাল ফিলিপ। ভয়ের কোন চিহ্ন নেই তার মুখে। অর্থহীন রাগও নেই। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে সে, এ মুহূর্তে একদম শান্ত। স্থির। অবশ্য দেহের প্রতিটি পেশী যে টান্ টান্ হয়ে আছে, তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। গর্ব হলো চীফের। এই পরিস্থিতিতে এমন ধীরস্থির থাকা খুবই কঠিন।

'বসে পড়ো, মিস্টার,' ফিলিপকে হুকুম করল প্রথমজন। মুখ ঘুরিয়ে অন্য দু'জনকে দেখল। 'তোমরাও বোসো। আমাদের কাজে বাধা দেয়ার চেষ্টা কোরো না ভুলেও। কেউ বাঁচবে না তাহলে।'

'কি চাও তোমরা?' চেয়ারে বসে জানতে চাইল চীফ।

'শাট আপ! কোন কথা নয়।'

প্রথম লোকটা রাইফেল হাতে তাদের পাহারায় থাকল, অন্যজন

তন্ন তন্ন করে সার্চ করতে লাগল কোচের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত। অল্প সময়ে কাজ সেরে ফেলল লোকটা। ভেতরের এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ রাখেনি খুঁজতে। অবশেষে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল সে, অর্থাৎ নেই।

ডুরান্ট করছে কি এখনও বসে বসে? ভাবছে কন্সট্রাকশন চীফ। কেন এখনও বের হচ্ছে না বক্সকার থেকে? চিন্তায় ছেদ পড়ল তার প্রথম লোকটিকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে। চোখ তুলল সে। 'উঠে দাঁড়াও!' হুকুম করল লোকটা।

'কেন?'

'যা বলা হচ্ছে তাই করো, মিস্টার,' রাইফেলের নল নাচিয়ে হুমকি দিল তার সঙ্গী। 'স্ট্যান্ড আপ।'

উঠল সে। প্রথমজন এগিয়ে এসে সার্চ করল তাকে। কাজটা করার সময় খেয়াল রাখল যেন সঙ্গীর রাইফেল আর তার মাঝে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় সে। বৃদ্ধের চেয়ারের কুশনের ফাঁকে ফাঁকে হাত ভরে দেখতেও ভুলল না লোকটা। এরপর এগোল আর্থারের দিকে। পেগিকে সার্চ করল না, শুধু তার চেয়ারের খাঁজ-ভাঁজ হাতড়ে দেখল।

আসছে না কেন জ্যাক ব্যাটা? বিরক্ত হয়ে উঠল ফিলিপ হেয়ার। কেন সময় নষ্ট করছে? এতক্ষণে কাজ সেরে ফেলা যেত যদি সময়মত বের হত লোকটা। কান খাড়া করল চীফ, কারের পিছনদিক থেকে একটা আওয়াজ আসছে। চিনতে বিন্দুমাত্র দেরি হলো না আওয়াজটা। কাপলিঙ খুলে ফেলা হচ্ছে! গাড়ি থেকে আলাদা করে ফেলা হচ্ছে পিছনের বক্সকার ও কাবুজ। আচমকা বুকের ভেতরটা খালি হয়ে গেল।

আতঙ্ক গ্রাস করল এবার তাকে, দেহে কাঁপুনি উঠে গেল। খট খট শব্দ আসছে, ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। গড়িয়ে নেমে যেতে শুরু

করেছে ও দুটো। চট্ করে রিয়ার ভেস্টিবিউলের ওপর থেকে ঘুরে এল তার দৃষ্টি। সত্যি চলে যাচ্ছে বক্সকার? দেখার জন্যে এক পা এগোল, সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিল এক মুখোশধারী। 'নড়বে না!'

হঠাৎ ভীষণরকম ক্লান্ত বোধ করল ফিলিপ। ইচ্ছে হলো মেঝেতে শুয়ে পড়ে। বক্সকারের চলে যাওয়ার অর্থ বুঝতে পারামাত্র ভেতরের সমস্ত সাহস, শক্তি উবে গেছে তার কর্পূরের মত। ওটাকে ছেড়ে দেয়ার আগপর্যন্ত যে সময়টা ব্যয় হলো, ততক্ষণ কেন ডুরান্ট বের হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালাল না, প্রশ্নটা বারবার হাতুড়ির মত আঘাত করে চলেছে বৃদ্ধের মস্তিষ্কে। কয় মিনিট আগে থামানো হয়েছে ট্রেন? দশ? পনেরো? নাকি বিশ মিনিট?

আরও একজন উঠল কারে। এর চেহারা উন্মুক্ত। মুখটা লম্বাটে, কানের ওপরের দিক চওড়া, প্রান্ত ছুঁচলো। খাড়া নেমে আসা তেলতেলে চুল কপালে সেঁটে আছে। প্রথম দু'জনের সাথে নিচু গলায় কিছু বলল সে, কিছু শুনল। হাসল নিঃশব্দে। হাত তুলে আর্থার ও পেগিকে উঠে দাঁড়াতে বলল সে। 'তোমরা দু'জন আমাদের সাথে এসো।'

চেহারা কঠিন হয়ে উঠল যুবকের। 'কেন?'

'প্রশ্ন আর অর্ডার কেবল আমরা করব এখানে, মিস্টার,' কড়া গলায় ধমকে উঠল কৃপার। 'ওঠো!'

কিছু একটা করতে হবে তাকে, মরিয়া হয়ে ভাবল ফিলিপ হেয়ার, যেভাবে হোক লোকগুলোকে ঠেকাতে হবে। কারণ এই বিপদে সে-ই এনে ফেলেছে আর্থার-পেগিকে। পেরোলের জন্যে ওদের দু'জনকে নিশ্চই জিম্মি করতে যাচ্ছে এখন হারামজাদারা। কিন্তু কি করবে সে? আউটল চার্লির ক্রুদের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা আজ কোথায় তার?

অথচ একদিন ছিল, যখন এদের মত অসংখ্য আউটল গ্যাঙ,

ইন্ডিয়ান ইত্যাদির সাথে দিনরাত লড়াই করেছে ফিলিপ হেয়ার। একদিকে লড়াইয়ের মাধ্যমে পরাজিত করেছে তাদের, অন্যদিকে কাজ চালিয়ে গেছে রেলরোড কন্‌স্ট্রাকশনের। প্রথমে এ কাজের সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ওরা। পরোয়া করেনি ফিলিপ। কোথায় না লড়েছে সে? সবখানে লড়েছে। প্রত্যেকটা লড়াইতে জয় হয়েছে তার। সমগ্র মনটানায় বি.সি.অ্যান্ড টি-র ব্যাপক বিস্তার তার সাক্ষী। তার কোম্পানিই আজ এই স্টেটে সবচেয়ে বড়।

মেয়ে আর হবু জামাইকে রক্ষার জন্যে একটা কিছু তার করা উচিত। মরিয়া হয়ে আরেকবার অতীতের ফিলিপ হেয়ারকে নিজের ভেতর থেকে উদ্ধার করে আনতে চাইল সে। পারল না। মনের সেই সাহস, শক্তির কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই। কোথায় হারিয়েছে ফিলিপ সেসব? কবে? গতকাল? গতবছর? না পাঁচ বছর আগে? ক্যালেন্ডারে সে দিনটি কি চিহ্নিত করা আছে? সে জানে না। নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছে তার। শিশুর মত অসহায়—অক্ষম।

একজন এগিয়ে এসে পেগির বাহু ধরল, অন্যজন আর্থারের। 'হাঁটো!' নির্দেশ দিল কৃপার।

'ফিলিপকে নিতে হবে না?' জানতে চাইল প্রথমজন।

'উঁহু!' হাসল সে। 'প্রয়োজন নেই। মেয়ের প্রাণের মায়া থাকলে টাকা নিয়ে নিজেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করার একটা পথ খুঁজে নেবে ফিলিপ।'

স্তব্ধ হয়ে ওদের নেমে যেতে দেখল চীফ। চেষ্টা অবশ্য একবার করল সে লোকগুলোকে অনুসরণের, কিন্তু পা দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করল। এমনভাবে কাঁপতে শুরু করল যে দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল সে চেয়ারে।

বুড়ো হয়ে গেছি আমি, কাঁপতে কাঁপতে ভাবল কন্‌স্ট্রাকশন চীফ। বুড়ো হয়ে গেছি। জীবন সংগ্রামের সম্মুখযুদ্ধে প্রথম পরাজয়ের

স্বাদ বড় তেতো লাগল ফিলিপের। ভীষণ তেতো।

অসহ্য রাগে জ্বলছে, কিন্তু কিছু করার নেই। বাইরে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ উঠল। চলে যাচ্ছে চার্লি শেরম্যান। তার মেয়ে হবু জামাইকে নিয়ে। ইচ্ছে থাকলেও উঠতে পারল না সে। নড়লই না, বসে থাকল মূর্তির মত। ডুবে আছে অসংলগ্ন চিন্তায়।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে বিশালদেহী। কৃপারের গলা শুনে চোখ তুলে পিছনে তাকাল। লোকটাকে দেখল কিছু সময়, চোখে কৌতূহল।

'ভেতরের সবাইকে সার্চ করতে হবে,' বলল কৃপার।

ব্যানডানার মুখোশের ওপরে বিশালদেহীর চোখে বিরক্তি ফুটল প্রথমে। তারপর রাগ। 'তাই?'

'হ্যাঁ,' আরেকদিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

কিছু ভাবল অন্যজন। 'ঠিক আছে, শুরু করে দেয়া যাক তাহলে।'

আরও একজনকে ডেকে আনা হলো ভেতরে। চারজনে মিলে যাত্রীদের সার্চ করতে লাগল। প্রত্যেককে অভ্যস্ত হাতে দ্রুত সার্চ করছে তারা। নিখুঁত কাজ। সীটের গদি উল্টে দেখছে লোকগুলো, মাথার ওপরের র‍্যাকও।

একসময় বিশালদেহী এসে দাঁড়াল জেফের পাশে। কৃপারও এগিয়ে এল। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকে দেখল প্রথমজন। ভুরু নাচাল। 'কি?'

'এই লোকটার জন্যে আজ আমি আমাদের লোকের সাথে দেখা করতে পারিনি,' জেফকে দেখিয়ে দ্রুত বলল কৃপার। ডিকিকে ইঙ্গিত করল। 'ওই হারামজাদাও দায়ী এ জন্যে।'

'মানে?' চোখ কঁচকে জেফ ও কিশোরকে দেখল সে। 'কি

করেছে এরা?'

এই ব্যাটাই চার্লি, বুঝল জেফ। কৃপারের রিপোর্ট করার ধরনই তার প্রমাণ। মাত্র দু'হাতের মধ্যে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখতে থাকল সে তাকিয়ে তাকিয়ে। ঘটনাটা সংক্ষেপে জানাল তাকে কৃপার। তার বলা শেষ হতে মাথা ঝাঁকাল শেরম্যান। 'বুঝেছি। এই জন্যেই সময়মত ফিরতে পারোনি তুমি।'

'হ্যাঁ।'

'অর্থাৎ টাকাটা কোথায় জানা নেই তোমার?' কণ্ঠে রাগ ফুটল চার্লির। 'তাই সবাইকে সার্চ...'

বাধা দিয়ে বলে উঠল কৃপার, 'জানার সময় পাইনি। ডিকিকে টাউনে দেখে জানতে চাইলাম, ও কেন এসেছে। ও বলল, চাকরির খোঁজে। শুনে রাগ হলো, দুয়েকটা চড়-চাপড় মেরেছিলাম, এই সময় হারামজাদা...' থেমে গেল সে। আগুন ঝরা চোখে জেফের দিকে তাকাল।

'বুঝেছি।' একটু ভাবল শেরম্যান। 'ঠিক আছে, টাকার সন্ধান বের করা কঠিন হবে না। তুমি ফিলিপের কারটা সার্চ করো গিয়ে। যদি টাকা-পাওয়া যায়, ভাল। না পেলে তার মেয়ে-জামাইকে নিয়ে এসো।'

বিশেষ অবাক হলো না জেফ কথাটা শুনে। সে ওদের দেখেছে ডিপোয়, ট্রেনের শেষ মুহূর্তের সুইচিঙের কারণও বুঝেছে পরে। শুধু ভেবে পাচ্ছে না মেয়ে আর হবু জামাইকে নিয়ে কেন উঠল চীফ ট্রেনে।

লোকটা চলে যেতে প্রথমে জেফ, পরে কিশোরকে দেখল শেরম্যান। এক পা এগোল। 'চাকরির খোঁজে গিয়েছিলে তুমি, কেমন? না, আমাদের ব্যাপারে সব ফাঁস করতে?' এক সঙ্গীর দিকে তাকাল সে। 'নিয়ে যাও একে! অনেক দয়ামায়া দেখানো হয়েছে, আজ এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।'

ঘাড় ধরে তাকে বের করে নিয়ে গেল চার্লির সঙ্গী লোকটা। ডান হাত শীপস্কিনের তলায় ঢোকার জন্যে নিশপিশ করে উঠল জেফ বিলিংটনের, অনেক কষ্টে ঠেকাল। নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো কিশোরকে। বগলের তলায় শক্ত করে ধরে রেখেছে সে বাক্সটা। বুকের ভেতরের অনেকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল জেফের। মনে হলো কি যেন ছিল ওখানটায়, এইমাত্র নেই হয়ে গেল।

হাতের কোল্ট জেফের বুক সোজা তুলল চার্লি। 'উঠে দাঁড়াও!' সাথে সাথে পালিত হলো নির্দেশ। বাঁ হাতে তাকে সার্চ করল সে। ওয়েস্ট ব্যান্ডে হাত পড়তে থমকে গেল। চোখ কুঁচকে ফিলিপের দেয়া অস্ত্রটা বের করে আনল। উল্টেপাল্টে দেখল সে জিনিসটা, ওকেও দেখল। তবে এবার অন্যরকম দৃষ্টিতে।

'কে তুমি?' চাপা গর্জন ছাড়ল শেরম্যান। 'চেনা চেনা লাগছে যেন!'

জবাব নেই। যেন শোনেনি জেফ। আবার এল প্রশ্নটা। নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকল ও। উত্তর দেয়ার গরজ নেই। ডুরান্টের কথা ভাবছে। লোকটা এখনও কিছু করছে না কেন বুঝে উঠতে পারছে না। কখন আসবে সে? ভাবতে না ভাবতে পিছনদিকে কাপলিঙের আওয়াজ শুনতে পেল জেফ। আওয়াজটা কিসের, বুঝেও ফেলল তক্ষুণি। রেলের ওপর চাকা গড়াচ্ছে। তারমানে, হতাশ হয়ে ভাবল সে, এখন ওকে সাহায্য করার কেউ রইল না। যা করার, যদি কিছু করার থাকে, একা তাকেই করতে হবে।

যে করেই হোক, বক্সকারের রহস্য জানা ছিল এদের। তাই ওটাকে ছেড়ে দিয়েছে। ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে চাকার আওয়াজ। গোপন কার্গোসহ জাংশন সিটি ফিরে চলেছে বক্সকার।

জেফের অস্ত্র ধরা হাত কাঁধ বরাবর তুলল চার্লি, জোরে ছুঁড়ে মারল ওটা জানালা লক্ষ্য করে। কাঁচ ভেঙে বেরিয়ে গেল কোল্ট, উধাও হয়ে গেল অন্ধকারে। আড়চোখে ওটার উড়ে যাওয়া দেখল

জেফ মনে হলো কাছেই পড়েছে, কাঁচের বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে বলে বেশি দূরে যেতে পারেনি।

জেফ বিলিংটনের দিকে মন দিতে যাচ্ছিল আবার শেরম্যান, সুযোগ হলো না। এক ক্রু এসে জরুরী গলায় কি যেন বলল তার কানে কানে। ব্যস্ত হয়ে নেমে যেতে উদ্যত হলো লোকটা। দু'পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'দশ মিনিটের আগে কেউ যদি কোচ থেকে নামে, সে তার নিজ দায়িত্বে নামবে,' বলল চার্লি। 'বাইরে থেকে লক্ষ রাখব আমরা। দরজায় কাউকে দেখামাত্র গুলি করা হবে মনে রেখো।'

নেমে গেল লোকগুলো। আস্তে করে সীটে বসে পড়ল জেফ, পরক্ষণে পিছলে নেমে গেল সীট থেকে। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে ফ্লোরে বসল। অন্য যে সব যাত্রীর চোখে পড়ল ব্যাপারটা, অবাক হয়ে ওর কাজ দেখতে লাগল তারা। কাঁধ থেকে অ্যাকর্ডিয়ানটা নামিয়ে নিজের সামনে রাখল জেফ। ওটাকে নিঃশব্দে সামনে ঠেলে দিয়ে নিজেও এগোল। অন্যরা নানান বিস্ময় ধ্বনি করছে, লোকটার পাগলামি দেখে এর সম্ভাব্য পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করছে তাকে চাপা গলায়।

কান দিল না ও। কয়েকবারের প্রচেষ্টায় পৌঁছে গেল ফ্রন্ট ভেস্টিবিউলে, তারপর খোলা দরজার সামনে। মনে মনে নিজের দুর্ভাগ্যকে অভিশাপ দিচ্ছে। ডিকি অ্যাডামস শেরম্যানেরই গ্যাঙের, এতবড় এক সত্য এখনও হজম হতে চাইছে না তার। শেষ পর্যন্ত ওর হাতেই কি না টাকাটা তুলে দিল সে? পোড়া কপাল আর কাকে বলে!

এতক্ষণে নিশ্চই স্থান বদল করেছে প্যাকেটটা। ডিকির শু বক্স থেকে চলে গেছে চার্লির পকেটে। নাকি যায়নি? ওরা কি সার্চ করবে বাক্সটা? সহজ হিসেবে সে সম্ভাবনা কম। তবে ছেলেটা যদি নিজে সেধে বের করে দেয় প্যাকেট, সেটা অন্য কথা। দেবে ও? নাকি কৃপারের হাত থেকে ওকে উদ্ধারের কথা মনে রেখে মুখ বুজে

থাকবে? তাছাড়া বলবেই বা কি ডিকি? ও তো জানেই না কিসের প্যাকেট ওটা।

এত নিরাশার মধ্যেও আশার এক চিলতে আলো দেখতে পেল জেফ বিলিংটন। উঁকি দিল বাইরে। অন্ধকার! ধারেকাছে কাউকে চোখে পড়ল না। চলে গেছে নাকি ওরা? সন্তর্পণে নেমে পড়ল সে। কোন আওয়াজ নেই। হয়তো সত্যিই চলে গেছে চার্লির গ্যাঙ। পায়ে পায়ে চীফের কারের দিকে এগোল সে। ওর কোচের ঠিক পিছনেই রয়েছে সেটা, তার ওপাশে ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। বক্সকার-কাবুজ নেই।

পিছনের কারের খোলা দরজার বেশ কাছে পৌঁছে গেছে জেফ, এমন সময় ভেতর থেকে গলার আওয়াজ ভেসে এল। কৃপারের গলা। পরমুহূর্তে খোলা দরজায় উদয় হলো সে। সাঁৎ করে গাড়ির সাথে সেঁটে নেই হয়ে যেতে চাইল জেফ, পারল না। চোখে পড়ে গেল।

লাফিয়ে নেমে পড়ল কৃপার কার থেকে। সামনে এগোল, মুখ বাড়িয়ে দেখল ওকে। পরক্ষণে দু'চোখ জ্বলে উঠল তার, রিভলভার ধরা হাত শূন্যে উঠে গেল ঝট্ করে। 'ভারি খুশি হলাম, বন্ধু,' বলল সে। 'দেনা কিছুটা শোধ করার সুযোগ পেয়ে।'

গান ব্যারেল দিয়ে দড়াম করে মারল লোকটা ওর কানের ওপরের খুলিতে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল জেফ বিলিংটন, জ্ঞান হারিয়েছে মুহূর্তে।

সাত

বুকের জ্বালা কমানোর জন্যে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল মরিস। এরকম হলে ওষুধ খেয়ে, সমস্ত চিন্তা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূরে রেখে শুয়ে থাকার নির্দেশ আছে ডাক্তারের। দুটোই করেছে সে, তবু বিশেষ কাজ হলো না। হবে কি করে? আগের আর পরেরটা করলেও মাঝেরটা যে করতে পারেনি সে! চিন্তা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এতক্ষণ তাকে ঘুণের মত কুরে কুরে খেয়েছে। অ্যাসিডিটির জ্বলুনি ভারী জ্বালিয়েছে।

এক সময় উঠে পড়ল ত্যক্ত-বিরক্ত মরিস। ঘড়ি দেখল—ন'টা বেজে পাঁচ। জানালার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল। বাতাস কমেছে। বৃষ্টির বেগও অনেক কম, থেমে যাবে হয়তো যে কোন সময়। পায়চারি শুরু করল সে। মাথা দোলাচ্ছে আপনমনে। আজকের মোটা অঙ্কের লোকসানটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। পারবেও না। কারণ এ জন্যে সে দায়ী নয় কোনভাবেই, সে তার কাজ ঠিকই করেছে। করেনি কৃপার। যার কর্মফল সে ভোগ করুক গিয়ে, মরিস কেন করবে? কত কষ্ট করে, কত ঝুঁকি নিয়ে তাকে এসব গোপন খবর সংগ্রহ করতে হয়, তা কেবল সে-ই জানে। অতএব নিজের প্রাপ্য তাকে পেতেই হবে।

কিন্তু কি করে? ভাবনাটা শুরু করতে না করতে পথ বের করে ফেলল মরিস। দ্রুত ক্লজিটের সামনে এসে দাঁড়াল। ভেতর থেকে রেইন কোটটা বের করে পরল। এ অঞ্চলের কাউবয়রা যে ধরনের

হলুদ স্লিকার পরে, এটা তা নয়। ধূসর কাপড়ের রেইন কোট এটা, দামী। ভদ্রলোকেরা পরে।

টেবিলে বসে চিঠিটার শেষে তাড়াহুড়ো করে দুটো লাইন জুড়ে ইতি টানল মরিস। খামে ভরে তার ওপর মার নাম-ঠিকানা লিখল। কেউ যদি এই অসময়ে সে রাস্তায় কেন জানতে চায়, এই চিঠি দেখিয়ে তাকে বোকা বানানো যাবে। খাম তুলে নিয়ে আলো নেভাল সে, বেরিয়ে এল রুম থেকে। পথে নেমে এদিক-ওদিক দেখে নিল। একদম ফাঁকা বোর্ডওয়াক। কেউ নেই। মনে মনে বৃষ্টিকে ধন্যবাদ জানিয়ে হাঁটা ধরল লোকটা। পাঁচ মিনিটে পৌঁছে গেল ডিপোয়।

দূর থেকে ডিপোর আলোকিত জানালা ও প্ল্যাটফর্ম এড়িয়ে গেল মরিস। মেইন ট্র্যাক অতিক্রম করে ওপাশের তিন নম্বর ট্র্যাকে চলে এল। ট্রেন সাইডিং-সুইচিঙ ইত্যাদির জন্যে পাশাপাশি চারটা লাইন এখানে। খুঁজে পেতে তৃতীয় ট্র্যাকে পেয়ে গেল সে যা খুঁজছিল। হ্যান্ডকার। ট্র্যাক ইন্সপেক্টররা এতে চড়ে ঘুরে ঘুরে ট্র্যাকের অবস্থা চেক করে। উঠে পড়ল মরিস। খাম কোটের পকেটে রেখে ওটার হাতল ধরে একটা পরীক্ষামূলক চাপ দিল।

'কি করছ তুমি?' আচমকা একেবারে কানের কাছে বলে উঠল একটা কর্কশ কণ্ঠ। এমনভাবে চমকে উঠল মরিস যে হাতল থেকে সড়াৎ করে পিছলে গেল হাত, আরেকটু হলে হুমড়ি খেয়ে পড়েই যেত ওটার ওপর। 'কে তুমি, মিস্টার?'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামাল দিল মরিস। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি কে?' চোখ কুঁচকে লোকটাকে চেনার চেষ্টা করল। পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করল লোকটা, একটা কাঠি জ্বালিয়ে সামনে এগিয়ে ধরল। দানবীয় আকার গঠনের লোকটাকে চিনল মরিস। এক আইরিশ রেলরোড শ্রমিক। সে-ও তাকে চিনল।

'মিস্টার মরিস, তুমি?'

ক্ষণিকের জন্যে বেসামাল হয়ে পড়ল ক্লার্ক। পথে কেউ দেখে ফেললে না হয় চিঠির অজুহাত দেখানো যেত, এখন?

'এখানে কি করছ তুমি?' আবার প্রশ্ন করল বিস্মিত আইরিশ।

'শোনো,' গলায় জরুরী ভাব ফোটানোর চেষ্টা করল ক্লার্ক। 'পরিস্থিতি খুব জরুরী। আমাকে আজ রাতেই এন্ড অভ স্টীল পৌঁছতে হবে।'

'তাই?' আনমনে বলল লোকটা, ফেলে দিল শেষ হয়ে আসা কাঠি। 'মিস্টার ফিলিপ শেষ সময়ে সাপ্লাই ট্রেনে চলে গেল, এখন তুমিও যেতে চাইছ। ব্যাপার কি বলো তো!'

চীফ গেছে এন্ড অভ স্টীল! ভাবতে গিয়ে মনে মনে আস্ত এক ডিগবাজি খেল মরিস। 'আমিও একই কাজে যাচ্ছি,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল। 'রেলরোড কোম্পানির কাজ, বোঝই তো! চীফের সাথে দেখা করতে হবে।'

'কিন্তু একা এই গো-বাগি পাম্প করতে পারবে না তুমি, মিস্টার। কোনমতেই পৌঁছতে পারবে না ওখানে। এসব তোমার কাজ নয়।' থেমে নিচের ঠোঁট কামড়াল লোকটা। 'তুমি বললে অবশ্য আমি পৌঁছে দিতে পারি। তবে ওভারটাইম দিতে হবে।'

তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল সে। 'অবশ্যই।' বলল বটে, কিন্তু জায়গামত পৌঁছে লোকটাকে কি বলে বুঝ দেবে ভেবে পেল না। যে পর্যায়ে এসে ফেঁসে গেছে সে, সেখান থেকে ফেরার উপায় নেই। যে জুয়া শুরু করেছে মরিস, শেষ পর্যন্ত তা খেলে যেতেই হবে। চিন্তাটা আপাতত দূরে সরিয়ে রাখল সে। আগের কাজ আগে।

ইয়ার্ড পিছনে ফেলে ক্রেজিয়েসের দিকে এগোতে শুরু করল হ্যান্ডকার। প্রথম কিছুটা জায়গা সমতল, তারপর দীর্ঘ চড়াই। একসাথে পাম্প করছে দু'জনে, শক্তি খাটাতে গিয়ে পিছনদিকে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেছে তারা আপনাআপনি। লোকটা যদি না

আসত, কি হত, ভাবতেও সাহস হলো না মরিসের। একটার পর একটা ঢাল বেয়ে উঠছে ওরা। ঢালের মাথায় খানিকটা পর্যন্ত সমতল, তারপর ফের চড়াই। দু'দিকের এমব্যাঙ্কমেন্ট জুড়ে ঘন পাইনের সারি। প্রায় ধোঁয়ার মত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

চুলে পানি জমছে ওদের, টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ছে। ঘাড়-গাল বেয়ে ঢুকে পড়ছে ভেতরে। তৃতীয় গ্রেড অতিক্রম করে হাত চালানো বন্ধ করে দিল আইরিশ। 'আর না!' কোঁৎ করে ঢোক গিলল সে, সশব্দে হাঁপাচ্ছে মুখ হাঁ করে। 'এবার রেস্ট।'

কথা বলার ক্ষমতা আগেই লোপ পেয়েছে মরিসের। সঙ্গীর তুলনায় বহুগুণ ক্লান্ত সে। কিন্তু গরজটা নিজের বলে এতক্ষণ মুখ খোলেনি। কোনরকমে মাথা ঝাঁকাল কেবল। বহু কসরত করে কাঠের মত শক্ত হয়ে যাওয়া মেরুদণ্ড সোজা করল ওরা, দম ফেলতে লাগল ঝড়ের বেগে। বুকের জ্বলুনির সাথে ব্যথাও অনুভব করছে এখন মরিস। মিনিট দশেক লাগল ওদের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে। আবার রওনা হওয়ার তাগিদ অনুভব করল ক্লার্ক। ঘড়ি দেখল, সাড়ে এগারো।

মুখ তুলল সে। চট্ করে এক হাত তুলে কথা বলতে বারণ করল তাকে আইরিশ। কান খাড়া করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে লোকটা। একটু পর মরিসও শুনতে পেল—বহু দূরাগত ধাতব আওয়াজ। ছন্দ আছে তাতে।

'ট্র্যাকে কিছু আছে!' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল আইরিশ, কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'নেমে আসছে! ওটা···ওটা ট্রেন হতে পারে না। কি তাহলে?'

চোখ কুঁচকে সামনে তাকিয়ে থাকল দুই হ্যান্ডকার আরোহী। অন্ধকার ভেদ করে দূরে দেখার চেষ্টা করছে। কিছুই দেখা যায় না। অথচ শব্দটা খুব দ্রুত বাড়ছে, কাছে চলে আসছে তুমুল গতিতে। একেবারে আচমকা ওটাকে দেখতে পেল আইরিশ

দানব। টকটকে লাল একটা আলো দেখতে পেল সে অনেক ওপরে, মুহূর্তে মুহূর্তে বড় হচ্ছে। ঝড়ের বেগে ট্র্যাক কাঁপিয়ে নেমে আসছে কি যেন।

'জেইজাস্!' অস্ফুটে বলে উঠল লোকটা। পরক্ষণে চিৎকার করে উঠল ভীত কণ্ঠে। 'মিস্টার মরিস, জাম্প! জাম্প!!'

লাফিয়ে নেমে পড়ল দু'জনে, ঝেড়ে দৌড় দিল বনের দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এসে পড়ল ওটা। আঁধারের মধ্যে আরও গাঢ় এক খণ্ড আঁধার বিকট শব্দে ছিটকে উঠে পড়ল শূন্যে। ওদের ছেড়ে আসা হ্যান্ডকার ওটা। কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে ওপাশের এমব্যাঙ্কমেন্টে গিয়ে আছড়ে পড়ল ভারী জিনিসটা। তার আগেই ওদের বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখের সামনে দিয়ে সাঁ করে ছুটে গেল একটা বক্সকার ও কাবুজ। পলকে মিশে গেল আঁধারে।

'তুমি ঠিক আছ, মিস্টার মরিস?' হাতের কাদা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল আইরিশ লোকটা।

'হ্যাঁ।'

'কি গেল ওটা?' হাঁ করে ও দুটোর গমনপথের দিকে তাকিয়ে অনেকটা নিজেকেই প্রশ্ন করল সে।

মরিস জানে কি গেল, কিন্তু মুখ খুলল না। আগের কাজ মোটামুটি হয়েছে, এখন পরের কাজ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। 'তুমি বলতে পারো এদিকে পুরনো টাউন নুগেট কোনদিকে?' কথার ফাঁকে লোকটা এখনও ফেলে আসা পথের দিকে চেয়ে আছে দেখে নারকেল আকারের একটা পাথর তুলে নিয়েছে সে।

'এই তো, কাছেই,' হাত তুলে উত্তর-পশ্চিম দিক দেখাল লোকটা। 'মাইল চারেক দূরে হবে বোধহয়।'

'উত্তর পশ্চিমে?'

'হ্যাঁ।'

'শিওর?'

'শিওর। কেন? ওখানে...'

বাধা দিল মরিস। 'ওটা কি, আলো নাকি?'

'এখানে আলো আসে কি করে? কোথায়?'

'ওই তো, তোমার পিছনে।'

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। তখনই চট্ করে দু'হাতে পাথরটা ওপরে তুলল মরিস, সজোরে আঘাত করল তার খুলির পিছনের অংশে। নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল আইরিশ। পাথর ফেলে ঝুঁকে তাকে দেখল ক্লার্ক। মরে গেছে বলেই মনে হলো। ঝামেলা গেছে।

ঘুরে দাঁড়াল সে। দ্রুত পা চালাল নুগেটের উদ্দেশে।

জ্ঞান ফিরল জেফ বিলিংটনের। গুড়িয়ে উঠে পাশ ফিরল সে, কোথায় আছে বুঝতে পারল না। চারদিকে অন্ধকার, কিছু দেখার উপায় নেই। পিঠের নিচে ভেজা মাটি। মাথায় এত প্রচণ্ড ব্যথা, মনে হচ্ছে বুঝি খসে পড়বে ওটা এখনই। চিত হলো ও, ওপরে খোলা আকাশ দেখে প্রথমে বিস্মিত হলো। পরক্ষণে মনে পড়ে গেল সব।

অনেক কষ্টে উঠে বসল জেফ। লম্বা করে দম নিল, ছাড়ল ধীরে ধীরে। দাঁড়িয়ে পড়ল। পা কাঁপছে, খেয়াল দিল না সেদিকে। ক্রমে উঠে যাওয়া সামনের গ্রেডের দিকে তাকাল। ট্রেনের চিহ্নও নেই। হাত তুলে মাথার আঘাত পাওয়া জায়গাটা স্পর্শ করল সে, জমাট বেঁধে আছে রক্ত। চামড়া কেটে গেছে বেশ খানিকটা। দুই রেলের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকল ও। চার্লি শেরম্যান, কৃপার আর মনটানা কিডের কথা ভাবল। পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নের মত লাগছে।

ডিকি, পেগির কথা মনে পড়ল। পেটের মধ্যে অজানা এক অনুভূতি জাগল। ট্র্যাক বরাবর পুবদিকে তাকাল সে। দিগন্তে আবছা আলোর আভাস। চাঁদ উঠছে? হবে বোধহয়। মেঘ নেই এখন। বৃষ্টিও কখন থেমে গেছে কে জানে!

মাথা ঝাঁকাল জেফ। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে অহেতুক সময় নষ্ট

করা ঠিক হচ্ছে না, একটা কিছু করা উচিত। কিন্তু কি করবে? এন্ড অভ স্টীল চলে যাবে? ওখানে গিয়ে হবে কি? চীফের কাছে ব্যর্থতার রিপোর্ট করবে? ট্র্যাকের সামান্য দূরে এক জায়গায় বৃষ্টির পানি জমে আছে দেখে এগোল ও। হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষতস্থানটা ধুয়ে পরিষ্কার করল। ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে মাথা খুলে গেল জেফের। বুঝে ফেলল এখন তাকে কি করতে হবে।

ট্র্যাকের কাছে ফিরে এল সে। চাঁদ উঠেছে। চারদিকটা মোটামুটি দেখা যায়। হঠাৎ কি খেয়াল হতে চারদিকে নজর বোলাতে লাগল জেফ ব্যস্ত হয়ে। মাটিতে খুঁজছে কিছু একটা। যেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল, তার আশপাশের বেশ খানিকটা জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজল সে। আশা প্রায় ছেড়েই দিচ্ছিল, হঠাৎ কয়েক ফুট দূরে কি যেন একটা চক্ চক্ করে উঠতে দেখল। ছুটে গেল জেফ জিনিসটার কাছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। ওটা তার কোল্ট পয়েন্ট ফোর ফাইভ। ঝুঁকে তুলে নিল। ঠাণ্ডা, ভারী জিনিসটার স্পর্শ পাওয়ামাত্র বুকের বল বহুগুণ বেড়ে গেল ওর। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কেও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল মুহূর্তে।

তবু বিষয়টা নিয়ে খানিক মাথা ঘামানো প্রয়োজন, ভাবল জেফ। হোল্ডআপের সময়কার পুরো ঘটনা মনে করার চেষ্টায় লেগে পড়ল। ওই সময়ে ট্র্যাকের ডান দিকে ছিল শেরম্যানের গ্যাঙের ঘোড়াগুলো। উত্তরদিকে, সে ব্যাপারে ও নিশ্চিত। চোখের আড়ালে ছিল অবশ্য, বনের মধ্যে কোথাও। যখন কোচ থেকে নামল সে, তখন ট্রেইল ধরে ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরি ছিল আউটফিটের প্রায় সবাই। তার মানে ওদিকটায় খোঁজ করলে হয়তো জানা যাবে কিছু।

এগোল জেফ বিলিংটন। জায়গামত পৌঁছে খুঁজতে লাগল। বেশি কষ্ট করতে হলো না, সদ্য ওঠা চাঁদের ঈষৎ হলদেটে আলোয় এক জায়গায় অনেকগুলো খুরের দাগ দেখতে পেল সে। একটার

ওপর অনেকগুলো। যখন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল, তখনকার সৃষ্টি এগুলো। তার একটু দূরেই পরিষ্কার ফুটে আছে ট্রেইল। কোনদিকে গেছে আউটফিট, একদম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। বৃষ্টি থাকলে এর সন্ধান পাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। ধুয়ে মুছে যেত সব।

মনে পড়ল জেফের, সে যখন নামে কোচ থেকে, বৃষ্টি তখন প্রায় ছিলই না। বুকের ভেতর উল্লাস বোধ করল ও। চার্লির বিশালদেহ ভেসে উঠল চোখের সামনে। আমি আসছি, শেরম্যান, দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে মনে মনে, তোমারই রেখে যাওয়া ট্রেইল ধরে তোমাকে ধ্বংস করতে আসছি আমি।

চাঁদের আলো জোরাল হয়েছে আগের থেকে। নিশ্চিন্ত মনে এগোতে শুরু করল সে। কখন যে দৌড়াতে শুরু করেছে, নিজেও জানে না।

রাগ হচ্ছে খুব মনটনা কিডের। চার্লি শেরম্যানের ওপর। আজকের হোল্ডআপে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি সে কিডকে। নিচে দাঁড়িয়ে একটা কোচের ওপর নজর রাখা ছাড়া আর কিছুই করতে দেয়নি। একজন সাধারণ ক্রুর যা কাজ, তাই ওকে দিয়ে করিয়েছে হারামজাদা।

কেন? কিডকে ছাড়াও তার কাজ চলে বোঝাবার জন্যে? নাকি তার মনের কথা টের পেয়েছে লোকটা, বাজিয়ে দেখছে? বাফ লাস্ক, পিটি রনসন, দুই টরগেনসেন ভাই ও লিউক শ'র মত মাথা মোটা গাধাদের দিয়ে কাজ করিয়েছে সে, অথচ যে জ্যাক ডুরান্টের হাত থেকে সময়মত নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা করে দিল, তাকে পাত্তাই দিল না।

আর এই যে এখন, একা একা ট্রেইল অনুসরণ করে নুগেট ফিরতে হচ্ছে কিডকে, এরই বা কি অর্থ হতে পারে? মাথা নিচু করে পথের ওপরকার একটা ঝাঁকড়া ডাল অতিক্রম করতে করতে

ভাবছে সে, সত্যিই কি কোন প্রয়োজন ছিল এর? কাজ সেরে ফেরার সময় ওকে কিছু সময় অপেক্ষা করে রওনা হতে নির্দেশ দিয়েছিল চার্লি। কেন? কেউ ওদের অনুসরণ করে কি না বোঝার জন্যে।

আসলে ব্যাপারটা যে কি, কিড বুঝে গেছে। শেরম্যান প্রথম প্রমাণ করতে চেয়েছে হোল্ডআপে ওর বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। আর পরের কাজটার নির্দেশ দিয়েছে এটা বোঝাবার জন্যে যে ঘাঁটিতে ফেরার পথেও কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে সে ছিল না।

চিন্তাটা অস্বস্তিকর। চার্লি জেনে গেছে ওর পরিকল্পনা? আউটফিটের কয়েক জনের সাথেই নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে মাঝেমধ্যে আলোচনা হয়েছে কিডের, ব্যাটা কি শুনে ফেলেছে আড়াল থেকে? ফেলুকগে, পরোয়া করে না মনটানা কিড। সবার সামনে আজকের হোল্ডআপ পরিকল্পনা চার্লিকে বাতিল করতে বলেছিল সে। এখন যদি এদিক-ওদিক কিছু ঘটে, ক্রুরা বুঝবে তার থেকে কিডের ঘটে বুদ্ধি বেশি। দলনেতা হিসেবে অনেক স্মার্ট সে।

নুগেট পৌঁছল মনটানা কিড। এখানে-ওখানে বেশ কিছু পোড়ো বাড়িঘর আজও দাঁড়িয়ে আছে। কেউ নেই এই প্রাণহীন, ভুতুড়ে শহরে। তবু দূর থেকে ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেল। আজকের রাতই এখানে ওদের শেষ রাত, ভাবল সে। কাল থাকা যাবে না। যেত, যদি চার্লি গাধাটা ফিলিপের কার থেকে একটা মেয়ে ও এক যুবককে অপহরণ না করত। কিড অনুমান করতে পারে ওরা দু'জন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবে। এবং তাদের উদ্ধার করার জন্যে নিশ্চই হানা দেবে জ্যাক ডুরান্ট।

কিড চাইছে সে পৌঁছার আগেই চার্লি শেরম্যানের সাথে বোঝাপড়া সেরে ফেলতে। আর ক'দিন পর হলেও অসুবিধে ছিল না তার, কিন্তু এখন আর সে পথ নেই। ডুরান্টকে চেনে কিড। জানে সে জেফ বিলিংটনের শিষ্য। এখন বৃষ্টি নেই। ট্রেইল পরিষ্কার ফুটে আছে। অতএব সে আসছে ওই পথ ধরে। কোন ভুল নেই তাতে। কাজেই তার আগেই আউটফিট নিয়ে সরে পড়তে চায় কিড।

ট্রেনের পাশে যাকে মাথায় আঘাত করে অজ্ঞান করে রেখে এসেছে কূপার, কে ছিল লোকটা? ভাবল সে, পরক্ষণে ভুলে গেল। আখড়ার কাছে এসে পড়েছে কিড। কয়েকটা ছায়া দেখা যাচ্ছে সেলুনের পোর্চে। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে বাইরে। ওটার ডানদিকে আরেকটা ছোট বিল্ডিং। কোন এক কালে ব্ল্যাকস্মিথ শপ ছিল। বক্সকারের দরজার ফাঁকে যে গোঁজটা ভরে দেয়া হয়েছিল, ওরই মধ্যে সেটা খুঁজে পেয়েছে কিড। একটা জং ধরা প্যাডলক তালাও পেয়েছে চাবিসহ।

নড়বড়ে হিচ রেইলে ঘোড়া বাঁধল সে। লোকগুলোর দিকে তাকাল এক পলক, তারপর দৃঢ়পায়ে ঢুকে পড়ল সেলুনে। প্রথমেই কূপারের সাথে চোখাচোখি হলো। পাত্তা দিল না কিড। ডিকি অ্যাডামসকে দেখল, এক কোণে পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কিডকে দেখামাত্র খানিকটা আশার আলো ফুটল যেন কিশোরের মুখে। ওর বগলে একটা শু বক্স দেখল কিড। মুখ ঘুরিয়ে পেগি ও আর্থারকে দেখল। মেয়েটা বেশ রূপসী, দামী ড্রেস পরেছে। মানিয়েছে চমৎকার। তার সঙ্গীর ড্রেস, জুতো আরও দামী। এ-ও যথেষ্ট সুশ্রী, দু'জনকে পাশাপাশি ভালই লাগছে দেখতে।

যুবককে দেখে মনে হয় যেন গরম তেলের মত ফুটছে। এতক্ষণ আগুন চোখে চার্লিকে দেখছিল, পায়ের আওয়াজ শুনে ঝট করে ওর দিকে ফিরল। চার্লিও দেখল কিডকে। কিছু জিজ্ঞেস করার গরজ বোধ করল না।

'এদের দু'জনকে আটক রেখে কি লাভ হবে আশা করছ, চার্লি?' সহজ, শান্ত কণ্ঠে প্রশ্নটা করল মনটানা কিড। ভাব করল যেন প্রশ্নটা গুরুত্বহীন, উত্তর পেলে ভাল, না পেলে নেই।

'লাভ?' শ্রাগ করল লোকটা। 'লাভ হচ্ছে পেরোলের টাকাটা দিয়ে এদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে এসে ফিলিপ হেয়ার।'

একই কণ্ঠে, ভঙ্গিতে আবারও বলল কিড, 'কাজটা কি ঠিক হলো?'

ভেতরের অপর্যাপ্ত আলোয় শেরম্যানের চেহারার ভাষা পড়া গেল না, তবে কণ্ঠের তীক্ষ্ণতা, অস্থিরতা সবার কানে বাজল। 'তুমি কি ভেবেছ ঠিক-বেঠিক চিন্তা না করেই কাজটা করেছি?' ঘুরে হাঁক ছাড়ল সে, 'বাফ, পিটি, তোমরা ট্রেইলের ওপর নজর রাখো গিয়ে। আগামাথা ঘুরে ঘুরে লক্ষ রাখবে। কাউকে দেখতে পেলে সাথে সাথে জানাবে আমাকে।'

বন্ধ দরজার এপাশের ছোট এক জটলা থেকে বেরিয়ে গেল দু'জন। পাশে দাঁড়ানো সিম টরগেনসেনের দিকে ফিরল এবার চার্লি। 'এই ভদ্রলোক জুটিকে ফোরট্রেসে নিয়ে আটকে রেখে এসো তুমি। দরজা বাইরে থেকে তালা মেরে রাখবে। বারের ড্রয়ারে আছে সেই প্যাডলক তালাটা, নিয়ে যাও।'

ফোরট্রেসটা সেলুনের অল্প দূরে। সামান্য উঁচুতে। পাথরের তৈরি বিল্ডিঙ, ছাদ তীরের মাথার মত, খাড়া। বড় একটাই কাঠের দরজা আছে ওটার সামনের দিকে, আংটাসহ। কোন জানালা নেই। দুটো পোর্টহোল আছে দরজার গায়ে। ভেতর থেকে রাইফেলের নল ভরে গুলি ছোঁড়ার ব্যবস্থা। মনটানা কিডের ধারণা ওটা অতীতে এখানকার পাউডারহাউস ছিল।

'চলো, মিস্টার,' হাতে তালাটা ঝুলিয়ে ফিরে এল সিম। পেগির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। 'তুমিও, মিস্।'

শেরম্যানের দিকে ফিরল আর্থার লেইডল। এক হাতে পেগিকে বেষ্টন করে রেখেছে সে পিছন থেকে। কড়া গলায় বলল, 'এজন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে; মনে রেখো।'

পিছন থেকে ধাক্কা দিল তাকে টরগেনসেন। 'এগোও!'

ওরা বেরিয়ে যেতে পায়ে পায়ে ডিকি অ্যাডামসের কাছে এসে দাঁড়াল মনটানা কিড। তার গালে কালসিটে দেখে চোখ কোঁচকাল। 'কি হয়েছে এখানে? গাছের ডালে বাড়ি খেয়েছ?'

মুখ তুলে কৃপারকে দেখাল কিশোর। 'ও মেরেছে।'

ঠাণ্ডা চোখে লোকটাকে দেখল কিড। চোখ ঘুরিয়ে নিল সে। তোমাকেও দেখব আমি পরে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল কিড। আগে চার্লির শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করেনি', তারপর।

'কিড!' এক চেয়ারে ধপাস্ করে বসে পড়ল চার্লি। চেহারা দেখে মনে হয় দোটানায় পড়েছে। 'তোমার ধারণা এদের দু'জনকে সঙ্গে এনে ভুল করেছি আমি?'

হাসল ও। 'আমার ধারণায় তোমার কি আসে-যায়, চার্লি? বরং এদের জিজ্ঞেস করো,' হাত নাচিয়ে উপস্থিত ক্রুদের দেখাল।

'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।'

'ওয়েল, আমার মতে সিদ্ধান্তটা সঠিক হয়নি তোমার। বক্সকার জাংশনে ফেরার পাঁচ মিনিটের মধ্যে মুক্তি পেয়ে যাবে জ্যাক ডুরান্ট। হয়তো পেয়েও গেছে এতক্ষণে। ওদিকে রেলরোড টেলিগ্রাফ লাইনটা কেটে দেয়া উচিত ছিল তোমার, তাও করোনি। অর্থাৎ সূর্য ওঠার আগেই দলবল সহ এখানে পৌঁছে যাবে সে, বাজী ধরে বলতে পারি আমি। এবং ওরা আসবে এদের দু'জনকে ছাড়িয়ে নিতে, বুঝতে পেরেছ? কারা ওরা?'

'ফিলিপ হেয়ারের মেয়ে আর হবু জামাই।'

'তাহলে বলব তুমি ভুলই করেছ, চার্লি। মারাত্মক ভুল করেছ।'

'মানে?'

উপস্থিত অন্য সবার ওপর দিয়ে ঘুরে এল কিডের দৃষ্টি। 'জ্যাক তো আসবেই, মেয়ের জন্যে ফিলিপও আসবে। তার সাথে কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পে যত মানুষ আছে, তারাও আসবে। সোজা হিসেব, চার্লি। তুমি বরং ফোরট্রেস থেকে ওদের দু'জনকে এখানে

আনিয়ে নাও। যদি ওরা এসেই পড়ে, এদের পিঠে গান ঠেকিয়ে দর কষাকষি করতে পারব আমরা। মেয়ে হবু জামাইয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে হলেও নিজের লোকদের সামলে রাখবে ফিলিপ।'

ঝাড়া এক মিনিট কিডের চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল চার্লি শেরম্যান। নড়ল না এক চুল। 'তুমি বলতে চাইছ, আমার জায়গায় তুমি হলে এ কাজ ভাল সামাল দিতে পারতে, কিড?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তুমি লীডার, চার্লি। তুমি...' বাধা পেয়ে থেমে গেল আচমকা। দরজা খোলার শব্দে একযোগে সেদিকে ঘুরে তাকাল সবাই। পরক্ষণে চরম বিস্ময় ফুটল তাদের চোখেমুখে। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল আগন্তুক, ঘুরে দাঁড়াল।

তাকে চিনতে পেরে হাঁ হয়ে গেল মনটানা কিড।

আট

একটানা অনেকক্ষণ দৌড়ে থামল জেফ বিলিংটন। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে হাঁপাতে থাকল। অজান্তে কখন যে সর্বশক্তিতে ছুটতে শুরু করেছিল, জানে না সে। এখন তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে, বুনো মোষের মত ভোঁস ভোঁস শব্দে বাতাস টানছে ফুসফুস। বুক ব্যথা করছে।

দশ মিনিট আন্দাজ জিরিয়ে নিতে স্বাভাবিক দম ফিরে পেল সে। আবার পা চালাল। দেরি করতে সাহস হয় না। কতক্ষণ জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিল জানে না বিলিংটন। শেরম্যানের আউটফিট কতপথ এগিয়ে গেছে, সে সম্পর্কেও কোন ধারণা নেই। অবশ্য

বেশিদূর যে যেতে পারেনি, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ট্রেইল একদম তাজা। তবু তাড়াতাড়ি করা উচিত তার। কে জানে কতদূর যেতে হবে!

চাঁদের পরিষ্কার আলোয় পথ দেখে এগোচ্ছে জেফ। নানান দুশ্চিন্তায় মন বিক্ষিপ্ত। একনাগাড়ে আরও এক ঘণ্টা এগোল সে মাঝারি গতিতে, এবং থমকে থেমে পড়ল আচমকা। কোন শব্দ শোনেনি। তবে কেউ যে আসছে এদিকে, কি করে যেন তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। চট্ করে ট্রেইল ছেড়ে সরে পড়ল সে, প্রাচীন এক ফার গাছের গুঁড়ির আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। অপেক্ষায় থাকল দম বন্ধ করে।

একটু পরই দুই লোককে দেখতে পেল বিলিংটন। ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে। দু'জনেরই কাঁধে রাইফেল। একজন থেমে পড়ল ওর গজ বিশেক তফাতে। 'দাঁড়াও, বাফ,' বলল লোকটা। কণ্ঠস্বর সামলে রাখার কোন চেষ্টাই নেই তার মধ্যে। ভীষণ অসতর্ক। দেশলাই বের করে সিগারেট ধরাল সে। মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেল জেফ—লালচে দাড়িওয়ালা গোলগাল একটা চেহারা। কাজ সেরে আবার এগোল তারা, জেফকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওর ফেলে আসা পথ ধরে।

চার্লির আউটফিটের সেন্ট্রি, ভাবল জেফ। নজর রাখছে ট্রেইলের ওপর। কিন্তু এত অসতর্ক কেন ব্যাটারা? জবাবটা একটু ভাবতেই পেয়ে গেল বিলিংটন। ওর মত কোন নিঃসঙ্গ পদচারীকে আসলে আশা করছে না তারা, করছে একদল রাইডারকে। জ্যাক ডুরান্টের বড়সড় আউটফিটকে। ওরা যে শব্দ না করে আসতে পারবে না, সেটা বোঝে ব্যাটারা। তাই সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করছে না এ মুহূর্তে।

ওরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে আবার ট্রেইলে ফিরে এল বিলিংটন, হাঁটা ধরল। এবার আগের থেকে বহুগুণ সাবধানে।

কারণ ওই লোক দুটোর উপস্থিতি দেখে বুঝে গেছে ও যে শেরম্যানের হাইড আউট আর বেশি দূরে নেই। কাছাকাছি এসে পড়েছে সে। কিছুটা এগিয়ে থেমে পিছনে তাকাল জেফ। না, দেখা নেই লোক দুটোর। অ্যাকর্ডিয়ানের ফিতে টেনে ওটাকে ওপরে তুলল সে। জিনিসটা খুব ভারী, কষ্ট হচ্ছে বয়ে নিতে। কয়েকবারই ভেবেছে ওটাকে ফেলে দিয়ে যায়, কিন্তু মন রাজি হয়নি।

সাহসও হয়নি। ফিলিপ হেয়ারের দেয়া দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে সে, অর্থাৎ চাকরির আশা বাদ দেয়া ছাড়া পথ নেই। বাঁচার জন্যে জিনিসটা আবার প্রয়োজন হবে তার। ফেলে দিলে চলবে কি করে? দম নেয়ার জন্যে আরেকবার থামল জেফ। চাঁদের দিকে তাকাল। এখন নিশ্চই মাঝরাত হবে, ভাবল সে। পাইনের মাথায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে বাতাস। ঝোপঝাড়ের আড়ালে ছোটবড় নানান নিশাচর প্রাণী হেঁটে বেড়াচ্ছে। কি ভীষণরকম নীরব-নিথর এখানে ধরণী। কি অদ্ভুত শান্ত, সমাহিত।

আরেকটা ফুটহিল অতিক্রম করতেই সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নুগেট চোখে পড়ল তার। আগে কখনও এখানে আসেনি সে, ক্রেজিয়েসের ঠিক কোনখানে জায়গাটা, জানে না। নাম শুনেছে কেবল। ঘরগুলো দেখল জেফ বিলিংটন। চাঁদের আলোয় কাঁচহীন জানালাগুলোকে মনে হচ্ছে যেন কঙ্কালের অক্ষিকোটর। ওগুলোর নেতিয়ে থাকা রিজপোল জানান দিচ্ছে এটা একটা বিরান, পরিত্যক্ত টাউন।

উত্তেজিত হয়ে উঠল জেফ, বুঝতে পেরেছে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। এটাই চার্লি শেরম্যানের বর্তমান হাইড আউট। বহুগুণ সতর্ক হয়ে উঠল ও। আরও সেন্ট্রি আছে হয়তো ধারেকাছে। শীপস্কিনের বোতাম খুলে ফেলল যাতে সময়মত দ্রুত অস্ত্র বের করতে অসুবিধে না হয়। গাছের ছায়ায় ছায়ায় এগোল। খুব ধীরে ধীরে। ঘোড়ার অস্থির খুর ঠোকার আওয়াজ শুনল জেফ। কঠিন

হয়ে উঠল চেহারা।

ঢালের প্রায় পায়ের কাছে পৌঁছে গেছে, এমন সময় কাছেই কেউ তার নাম ধরে ডেকে উঠল। খুব চাপা কণ্ঠে। জমে গেল জেফ। কয়েক গজ সামনে, বাঁ দিকে একটা শ্যাক, ডাকটা মনে হলো ওদিক থেকেই এসেছে। চোখের পলকে ড্র করল ও, বিদ্যুৎবেগে ঘুরল আওয়াজ লক্ষ করে। আবার এল ডাকটা।

'জেফ! আমি ক্যারেন।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল ও। দ্রুত শ্যাকের দিকে এগোল। অন্ধকারে নড়ে উঠতে দেখল একটা ছায়া। কোল্ট ওয়েস্টব্যান্ডে গুঁজে মেয়েটার দু'হাতের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল জেফ। দু'হাতে মুঠো করে ধরল তার বাহু। 'ক্যারেন! তুমি এখানে কেন?' কড়া গলায় জানতে চাইল সে।

'আস্তে! চার্লির চর আছে আশেপাশে।'

'কিন্তু তুমি...? কখন এসেছ? কেন?'

'এসেছি অনেকক্ষণ, এক ঘণ্টার বেশি।' একটু বিরতি দিল মেয়েটি। অন্ধকারে দৃষ্টি নেচে বেড়াচ্ছে জেফের মুখের ওপর। 'এসেছি...'

'আমি বুঝেছি। আর বলতে হবে না,' হাত নামিয়ে নিল জেফ। 'তুমি জানতে ও এখানে আস্তানা গেড়েছে, এই তো?'

'হ্যাঁ। আমি জাংশনে আসার পর দু'বার আমার রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল ও। আমাকে দেখে তোমারই মত অবাক হয়েছে। বলেছে, যদি কখনও আমার জরুরী প্রয়োজন হয় তাকে, যেন এখানে আসি।'

'আজই তাকে কি জরুরী প্রয়োজন পড়ল তোমার, ক্যারেন?' তিক্ত গলায় বলল জেফ। 'আমি এসেছি, সেটা জানানো?'

মুখ নামিয়ে নিল মেয়েটি। 'হ্যাঁ। আমি চাই না তোমরা নতুন কোন সংঘাতে জড়িয়ে পড়ো।'

আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইল জেফ বিলিংটন, কিন্তু সাহস হলো না। হয়তো এমন কিছু জবাব আসবে যা ও শুনতে চায় না। আমি কি জেলাস হয়ে পড়েছি? নিজেকে প্রশ্ন করল সে। ক্যারেন কি তাহলে…'

'তুমি কেন এসেছ, আমি বুঝতে পেরেছি, জেফ। অন্তত অনুমান করতে পারছি।'

জবাব দিল না ও।

'ফিলিপের মেয়েকে নিয়ে এসেছে চার্লি। ওই ঘরে আটকে রাখা হয়েছে তাকে। সাথে আরও কে যেন আছে।' হাত তুলে পাথরের ফোরট্রেস দেখাল মেয়েটি।

'ও এখানে আছে সে কথা রেস্টুরেন্টেই কেন বললে না আমাকে?'

'চেয়েছিলাম। বলতে পারিনি।'

'কেন?'

শ্রাগ করল ক্যারেন ফেলিক্স। 'জানি না।' ফোরট্রেসের দিকে তাকাল। পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে রয়েছে ওটা। 'তুমি ফিলিপের মেয়েকে উদ্ধার করতে এসেছ, তাই না?'

'শুধু ওকেই না।'

'তাহলে? আর কি?'

পেরোলের কথা ওকে জানাল জেফ। 'প্যাকেটটার ওপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ওটা আমাকে পেতেই হবে।'

'যাও। প্রার্থনা করি ওটা যেন এখনও ছেলেটার হাতেই থাকে।'

'তুমি কি করতে চাও?'

'আমি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে চাই। দেখা করব ওর সাথে।'

'দেখা যদি হয়, তোমার কথা জানাব ওকে?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ, প্লীজ!'

ফোরট্রেসের দিকে তাকাল বিলিংটন। 'ওটায় ক'জন সেন্ট্রি আছে?'

'সেন্ট্রি নেই। মনে হচ্ছে ফোরট্রেসের দরজায় তালা মারার ব্যবস্থা আছে।'

'তুমি শিওর?'

'সেন্ট্রি দেখিনি, শিওর। একজনকে দেখেছি রাইফেলের মুখে মেয়েটা আর তার সঙ্গীকে ওই ঘরে নিয়ে যেতে। ওদের রেখে দু'মিনিট পরই সেলুনে ফিরে গেছে লোকটা।'

সেলুনের দিকে তাকাল জেফ বিলিংটন। 'ওটায় আস্তানা গেড়েছে চার্লি শেরম্যান?'

'হ্যাঁ।'

'তথ্যগুলোর জন্যে ধন্যবাদ তোমাকে। চলি।'

'যাও। সাবধানে।'

ঘুরপথে রক বিল্ডিংটার দিকে চলল জেফ। চারদিকে বহুগুণ সতর্ক নজর। সেলুন থেকে ভেসে আসা কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। দু'মিনিটের পথ দশ মিনিটে অতিক্রম করল সে; ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চলল। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে উত্তেজিত কণ্ঠের হাঁক, অথবা গুলির শব্দ, কি মানুষের ছুটন্ত পায়ের ধুপধাপ—কোনটাই শোনা গেল না। সব আগের মতই শান্ত, নিস্তব্ধ।

কিছুদূর গিয়ে ক্যারেনকে দেখার জন্যে ঘুরে তাকাল ও। দেখা গেল না। ছায়ায় মিশে আছে মেয়েটা, অনুমানে দেখল কেবল, চোখে দেখল না। মাথা ঝাঁকাল বিলিংটন। বোকা কোথাকার! নিজেকে তিরস্কার করল। শুনলেই তো কেন এসেছে ও। এসেছে আরেকজনের দেখা পাওয়ার আশায়, তোমার আশায় নয়।

পুরনো দিনের ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া ছবির মত বহু বছর আগের এক দৃশ্য ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। নাচের আসর বসেছে স্কুলহাউস ইয়ার্ডে. শ' শ' দর্শকের সামনে টিঙ টিঙে

স্বাস্থ্যের এক মেয়েকে নিয়ে নাচছে সে। আনাড়ী মেয়ে। কাঁপছে তির তির করে। থেকে থেকে চোখ তুলে দেখছে জেফকে। চোখাচোখি হলেই লাল হয়ে উঠছে লজ্জায়। তারপর··· আচমকা পায়ে পা বাধিয়ে ল্যাঙ মেরে জেফকে ফেলে দিল আরেক ছেলে। বেধে গেল দু'জনে তুমুল যুদ্ধ। জেফের নাকে রক্ত দেখে কি কান্নাটাই না কেঁদেছে সেদিন ক্যারেন, আজও সে দৃশ্য চোখে ভাসে ওর। কান্নার আওয়াজও যেন জেফ শুনতে পায়।

আজ এখানে জেফ দাঁড়িয়ে, অদূরে ক্যারেন অপেক্ষমাণ। সামনে কোথাও আছে আরও একজন, সেই বিশেষ রাতে সে-ও ছিল···। মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা দূর করে দিল ও। ফ্যাকাসে ছবিটা মুছে ফেলতে চাইল। স্মৃতিচারণের সময় এটা নয়। স্মৃতির কবর খুঁড়তে এখানে আসেনি জেফ, এসেছে অন্য কাজে।

মাথার ওপর দিয়ে একটা পেঁচা উড়ে গেল। ওটার ডানা ঝাপটানোর শব্দে চমকে উঠল সে। মুহূর্তে ঘাম ফুটতে শুরু করল নাকেমুখে।

চাঁদের আলোর বন্যা বইছে যেন চারদিকে। ঝকঝক করছে সব। বিল্ডিংটার কাছে এসে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ল জেফ বিলিংটন। দেয়াল ঘেঁষে সামনের দিকে এগোল ওটার তীরের মাথা আকৃতির ছাদের প্রসারিত প্রান্তের ছায়ায় ছায়ায়। এখান থেকে সেলুনের বন্ধ দরজা একদম পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। কেউ যদি বেরিয়ে আসে ভেতর থেকে, ওকে দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই।

দরজার সামনে পৌঁছে সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াল জেফ। বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। ঠিক চোখের সামনেই দুটো চৌকো গর্ত দেখে খুশি হয়ে উঠল ও। সেলুনের ওপর এক পলক চকিত নজর বুলিয়ে গর্তে মুখ রেখে খুব চাপা গলায় ডাকল, 'পেগি! পেগি!'

ভেতরে পায়ের আওয়াজ উঠল। 'কে?' জবাব দিল মেয়েটি

একই কণ্ঠে।

'আমি জেফ। জেফ বিলিংটন।' আরেকবার সেলুনের দিকে তাকাল সে।

'জেফ!' কণ্ঠে উত্তেজনা ফুটল মেয়েটির। দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল পায়ের শব্দ। 'ওহ্, জেফ! তুমি?'

'হ্যাঁ। আস্তে কথা বলো। দরজার কাছে এসো।'

আর্থার লেইডলকে কিছু বলল পেগি দ্রুত কণ্ঠে। এগিয়ে এল দু'জোড়া পদশব্দ। 'জেফ, তুমি একা?'

'হ্যাঁ।'

পোর্ট হোলের সামনে মুখ এগিয়ে উঁকি দিল মেয়েটি, অন্যটা দিয়ে তার সঙ্গী। 'কখন এলে তুমি?' বলল পেগি। 'আমি দেখেছি এক লোক তোমার মাথায়···'

'শোনো, বেশি কথা বলার সময় নেই। ওরা কেউ বের হলে দেখে ফেলতে পারে আমাকে। এটা ধরো।'

'কি?'

'রিভলভার। এটা তোমাদের কাছে রাখো, পরে কাজে লাগতে পারে।' ফুটো দিয়ে ভেতরে গলিয়ে দিল সে কোল্টটা।

'কিন্তু···'

'কথা নয়। ধরো। তোমাদের কেন ধরে আনা হয়েছে, সে ব্যাপারে চার্লি বলেছে কিছু?'

'বলেছে। বলেছে ড্যাড পেরোলের টাকাটা দিলে···'

'বুঝেছি। টাকাটা এখনও পায়নি ওরা?'

'মানে!' বিস্মিত কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল মেয়েটি।

'ভুলে যাও। একটা ছেলে ছিল দলে, সে কোথায়?'

'ওই তো, সেলুনে।'

'তারপরও টাকাটা পায়নি ওরা বলছ?'

'বুঝলাম না। তার সাথে টাকার কি সম্পর্ক?'

'কিছু না। আমি চলি।'

'কোথায়?'

'সেলুনে যাচ্ছি।' মেয়েটিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সরে এল জেফ। টাকাটা এখনও ডিকির হাতছাড়া হয়নি বুঝতে পেরে অস্থির হয়ে পড়েছে সেলুনে পৌঁছার জন্যে। ছেলেটা বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তাহলে! অর্থাৎ এখনও আশা আছে।

হঠাৎ হাঁটার গতি কমে গেল তার। বুঝতে পেরেছে উত্তেজনার মাথায় মারাত্মক এক ভুল করে ফেলেছে। খোলা জায়গায়, এত আলোর মধ্যে ঝড়ের বেগে সেলুনের দিকে এগোনো মোটেই উচিত হয়নি। কেউ দেখলে গুলি করে বসতেও পারত। সামলে নিয়ে দু'হাত মাথার ওপর তুলল জেফ, কিছুটা ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল। কেউ বাধা দিল না।

নির্বিঘ্নে সেলুনের বারান্দায় এসে উঠল সে।

এন্ড অভ স্টীল। ডিপোতে দাঁড়িয়ে আছে জাংশন সিটি থেকে আসা সাপ্লাই ট্রেন। ওটার শেষ মাথার প্রাইভেট কারে ফিলিপ হেয়ার অনড়। গা এলিয়ে বসে আছে চেয়ারে। মাথায় ব্যর্থতা, হতাশা ও দুশ্চিন্তা-উদ্বেগের বিরাট এক বোঝা।

মিনিট দশেক আগে এখানে পৌঁছেছে গাড়ি। পুরো ক্যাম্পে দাবানলের মত ছড়িয়ে গেছে চার্লির হোল্ডআপের খবর। কন্সট্রাকশন চীফের মেয়ে ও হবু জামাইয়ের অপহরণের খবর। ভিড় জমে গেছে প্ল্যাটফর্মে। সাইটের অফিসার-এঞ্জিনিয়াররা সবাই চীফের কারে। সবাই একই কথা ভাবছে, কি করা যায় এখন? কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত?

নাইট টেলিগ্রাফার এসে দাঁড়াল তার সামনে। নড করল সম্ভ্রমের সাথে। 'জাংশন সিটির সাথে যোগাযোগ করেছি, স্যার। জ্যাক ডুরান্ট নিরাপদে পৌঁছেছে। দরজা আর কার ওয়ালের মধ্যে

লোহার গোঁজ ভরে জ্যাম করে দেয়া হয়েছিল দরজা।'

নীরবে মাথা দোলাল চীফ।

'ডুরান্ট অর্ডার চায়, স্যার।'

অন্যমনস্ক চেহারায় মাথা দোলাল সে। 'আমি কিছু জানি না। বলো, ও যা ভাল মনে করে, তাই যেন করে।'

ওদিকে ক্যাম্পের জবাব আসার সাথে সাথে মনস্থির করে ফেলল ট্রাবলশূটার, জ্যাক ডুরান্ট। অসহ্য রাগে পা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত জ্বলছে তার। এঞ্জিনের ফায়ারবক্সের মত গনগনে লাল হয়ে আছে চেহারা। চার্লিকে উচিত শিক্ষা না দেয়া পর্যন্ত রাগ কমবে না, জানে সে। হারামজাদার বুকে ক'টা বুলেট ঢোকাবে, সেই হিসেব করতে করতে সঙ্গীদের দিকে ফিরল লোকটা। 'আমরা যাচ্ছি, বয়েজ।'

মাথা দোলাল নির্বিকার লোকগুলো। একজন বলল, 'শিওর।'

'এখানকার টেলিগ্রাফার হোল্ডআপের স্থান সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছে। সেখানে পৌঁছে ওদের ট্রেইল খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। চাঁদের আলোর সাহায্য পাওয়া যাবে, অসুবিধে হবে না।'

আবারও মাথা দোলাল ওরা।

'যাওয়ার পথে সবাই খেয়াল রেখো ট্র্যাকের আশেপাশে কিছু পড়ে আছে কি না। আসার সময় কিসের সাথে বক্সকার ধাক্কা খেয়েছে জানতে হবে।' সিগারেট ধরিয়ে আনমনে টানল সে কিছু সময়। জিনিসটা খুব সম্ভব হ্যান্ডকার হবে, ভাবছে। নইলে আর কি হতে পারে? কিন্তু…

'ওকে, বয়েজ। লেট'স গো।'

রওনা হয়ে পড়ল ওরা। জ্যাক চলেছে আগে, দু'জন-তিনজনের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তাকে অনুসরণ করছে কাউবয়রা।

জেফ বিলিংটনের কথা ভাবল ডুরান্ট। সে কি পেয়েছে টাকাটা

রক্ষা করতে? নাকি···আর ভাবতে ইচ্ছে হলো না। কাজ করছে না মাথা।

একটু পর প্রথম চড়াই ভাঙতে শুরু করল দলটা। তখন প্রায় মাঝরাত।

নয়

উপস্থিত সবার ওপর দিয়ে ঘুরে এল জেফ বিলিংটনের দৃষ্টি। ডিকি অ্যাডামসের মুখের ওপর স্থির হলো। তার চোখের তারায় আশার ক্ষীণ আলো ফুটতে দেখা গেল ক্ষণিকের জন্যে। এক কোনায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে সে, পাশেই আছে শু বক্সটা। হাত বোলাচ্ছিল ওটার ওপর, জেফকে দেখে থেমে গেল। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল।

এরমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে মনটানা কিড। হাঁ বন্ধ হয়ে গেছে। চার্লি ঝাঁকি খেল তাকে চেনামাত্র, পলকে হাতে উঠে এসেছে রিভলভার। 'তুমি?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল জেফ।

'ওর গানটা কেড়ে নাও কেউ,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল সে।

'আমার গান নেই, চার্লি, ভুলে গেলে? তুমিই ফেলে দিয়েছ ওটা কোচের জানালা দিয়ে।'

ধাক্কাটা ধাঁধায় রূপান্তরিত হলো। 'ট্রেইলে লোক ছিল আমার, কি করে এলে তুমি তাদের নজর এড়িয়ে?'

'ওয়েল,' কাঁধ ঝাঁকাল জেফ। 'ওরা আমাকে দেখেনি।'

'কেন এসেছ তুমি?' মাথা ঝাঁকিয়ে ডিকিকে দেখাল চার্লি। 'ওই ছোঁড়াকে দুটো চড় মেরেছে বলে কৃপারকে পিটিয়েছ তুমি আজ। আবার···'

'আচ্ছা!' বাধা দিয়ে বলে উঠল মনটানা কিড। 'তার শোধ নেয়ার জন্যেই বুঝি হোল্ডআপের সময় একে মেরেছিল কৃপার?' জেফকে দেখল সে আরেকবার। 'ওই শীপস্কিন কোটের জন্যে তোমাকে ট্রেনে চিনতে পারিনি আমি।'

'মানে!' তাজ্জব হয়ে একবার এর, একবার ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল চার্লি শেরম্যান। 'পরিচয় আছে তোমাদের?'

'হ্যাঁ,' হাসল কিড। 'এবং ও এখানে কেন এসেছে, তা-ও জানি। ওর সাথে আমার পাঁচ বছরের পুরনো এক দেনা-পাওনার হিসেব অমীমাংসিত রয়ে গেছে, সেই হিসেবটা মেলাতে। কি বলো, জেফ?'

খানিক তাকে দেখল বিস্মিত চার্লি, তারপর জেফের দিকে তাকাল। 'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'হিসেবটা কিসের?'

'এক সময় বি.সি.অ্যান্ড টি রেলরোড কোম্পানির চীফ ট্রাবলশূটার ছিলাম আমি। সে সময় একদিন আমাদের গ্রেডিঙ ক্যাম্প থেকে কিছু ঘোড়া চুরি যায়। অনেক খুঁজে সেগুলোর সন্ধান বের করি আমি। জানতে পারি কাজটা ওর,' কিডকে দেখাল সে। 'পরে ঘোড়াগুলো উদ্ধার করলাম। তবে অহেতুক রক্তপাত এড়ানোর জন্যে কিডকে কিছু বলিনি, ছেড়ে দিয়েছিলাম।

'ঘটনাটা দেখে ফেলে আমার তখনকার সহকারী, জ্যাক ডুরান্ট। চীফের কাছে রিপোর্ট করে সে আমার বিরুদ্ধে, এবং চাকরি হারাই আমি। গত পাঁচ বছর ধরে আরেকটা চাকরির আশায় বহু জায়গায় ঘুরেছি, কেউ বিশ্বাস করেনি আমাকে। কাজ দেয়নি।

পেটের দায়ে পথে পথে এই অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে ফিরতে হয়েছে আমাকে এতদিন। পাঁচ বছর, চার্লি। অনেক লম্বা সময়।' কিডের দিকে ফিরল জেফ। 'চার্লিকে বলো, কিড। আমি সত্যি বলেছি কি না।'

মাথা দোলাল সে। 'সত্যি। ড্যাম ইট, জেফ...'

'কিডকে কেন ছেড়ে দিয়েছিলে তুমি?' বাধা দিয়ে বলে উঠল চার্লি। এখনও বিস্ময় কাটেনি তার।

'এক সময় খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম আমরা, তাই। এক সাথে বড় হয়েছি ম্যাক আর আমি।'

'ম্যাক?'

'হ্যাঁ। কিডের আরেক নাম।'

নীরবে কিডকে দেখতে থাকল চার্লি। আরেকদিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে সে। চোখেমুখে বিরক্তি। 'অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে জীবন ধারণ করা যে কত কঠিন, আমি তা জানি,' বলে চলল জেফ। 'চাকরির আশাও আর করি না। তাই ঠিক করেছি আর নয়, অন্য কিছু করব এখন থেকে।'

'কি করবে?' জানতে চাইল চার্লি।

'তোমার আউটফিটে ঢুকব।'

নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা। কিছু বলল না।

কাঁধ থেকে অ্যাকর্ডিয়ান নামাল জেফ। 'তোমার আপত্তি আছে?'

সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল শেরম্যান। হাতের পেশীতে ঢিল পড়ল তার, অস্ত্র হোলস্টারে রেখে ম্যাকের দিকে তাকাল। চেহারা দেখে মনে হয় কিছু হিসেব কষছে বুঝি। 'নেই।'

আটকে রাখা দম ধীরে ধীরে ছাড়ল জেফ বিলিংটন। কাজটা এত সহজ হবে ভাবেনি। খুব বেশি রকম সহজ হয়ে গেল। তবে

সিদ্ধান্ত জানানোর আগে চার্লিকে ম্যাকের দিকে হিসেবী দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে ওদের দু'জনের মধ্যে কিছু একটা নিয়ে যে সমস্যা চলছে, তা টের পেয়ে গেছে জেফ। সেই কারণেই ওকে দেখছিল চার্লি, বুঝতে চেয়েছে তার সিদ্ধান্তে ম্যাকের কি প্রতিক্রিয়া হয়। তা যদিও হয়নি, তবে সমস্যা যে আছে ওদের মাঝে, সে ব্যাপারে জেফ নিশ্চিত।

কি নিয়ে সমস্যা চলছে ওদের মধ্যে? অনুমান করার চেষ্টা করল ও। দূর থেকে একভাবে তাকে দেখছে ম্যাক। সে-ও কিছু ভাবছে। শ্রাগ করল কিড। 'এ হয়তো তোমার জন্যে ভালই হলো, জেফ। কিন্তু মনে রেখো, এ পথ থেকে ফিরে যাওয়ার কোন পথ কিন্তু নেই।'

মাথা দোলাল ও। 'আমি যেতে চাইব বুঝলে কি করে তুমি?'

'আমার এখানে কিছু বলার আছে, চার্লি,' নড়ে উঠল কৃপার। চেহারায় রাগ রাগ ভাব। 'যত সহজে একে তুমি আউটফিটে গ্রহণ করলে, ব্যাপারটা আমার ততই কঠিন লাগছে মেনে নিতে।'

'কি বলতে চাও?' প্রশ্ন করল চার্লি শেরম্যান।

'এই লোক যদি দলে থাকে, আমি থাকছি না। কারণ ওর সাথে আমার কিছু ব্যক্তিগত দেনা-পাওনার বিষয় অমীমাংসিত রয়ে গেছে।'

চার্লি কিছু বলার সময় পেল না। দ্রুত কোনায় বসা ডিকির উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ল জেফ, 'তোমার মুখে নতুন কিছু দাগ দেখা যাচ্ছে, সান। কে মেরেছে?'

মুখ তুলে কৃপারকে দেখাল কিশোর। 'ও।'

'আমিও তাই ভেবেছি,' মাথা দোলাল সে। কোট খুলে বারের ওপর রাখল। অ্যাকর্ডিয়ানটাও। ওগুলোর দু'ফুটের মধ্যে একটা জঙ ধরা চাবি পড়ে আছে দেখল ও। কিসের চাবি ওটা, বুঝেও না বোঝার ভান করল। 'আউটফিটে তাহলে কৃপারই একমাত্র আছে

যে বাচ্চাদের পিটিয়ে মজা পায়। ভারি বদ খাসলাত।' চেয়ারে বসা লোকটার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সে। 'ঠিক বলেছ তুমি, আগেই এর একটা মীমাংসা হয়ে যাওয়া প্রয়োজন।'

কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে লোকটাকে তুলে দাঁড় করাল জেফ, ডান হাতে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল গালে। মুহূর্তে নাকের কোণে রক্ত দেখা দিল কৃপারের। 'এটা ডিকির তরফ থেকে,' বলেই হাতের উল্টোদিক দিয়ে কষে আরেক চড় লাগল অন্য গালে। 'আর এটা আমার।'

ধাক্কা মেরে লোকটাকে পিছনে ঠেলে দিল জেফ। পুরো বেসামাল অবস্থায় দু'পা গিয়েই আছড়ে পড়ল সে চিত হয়ে, দ্রুত হাত বাড়াল হোলস্টারের দিকে। এগিয়ে এসে চট্ করে তার হাত পা দিয়ে মাড়িয়ে ধরল জেফ। ঠেসে ধরে রাখল মেঝের সাথে।

লোকটার চোখে খুনের নেশা ফুটতে দেখল সে। বাঁ হাত উঠে গেল কলারের দিকে। অপেক্ষা করল ও, বুঝতে পেরেছে কি করতে যাচ্ছে কৃপার। ডিকি এ ব্যাপারে আগেই তাকে সতর্ক করেছিল। ঠিক সময়ে অন্য পা-টা তুলল জেফ, দড়াম করে লাথি মেরে বসল লোকটার বাঁ কবজিতে। উড়ে গেল ছুরি। পাক্ খেতে খেতে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। এবার দেহের ভর পুরো চাপিয়ে দিল জেফ হাত মাড়িয়ে ধরা পায়ের ওপর। ব্যথায় বিকৃত চেহারা আরও বিকৃত হয়ে উঠল কৃপারের, বাধ্য হলো সে অস্ত্র ছেড়ে দিতে।

লাথি মেরে ওটাকেও তার নাগালের বাইরে পাঠিয়ে দিল বিলিংটন। সরে দাঁড়াল হাত ছেড়ে। 'ওঠো, বাকি দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলা যাক।'

উঠল না লোকটা। নড়ল না। তার সারামুখে ঘাম ফুটেছে দেখল জেফ। কনুইতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠল কৃপার অনেকক্ষণ পর। উপস্থিত সবাইকে দেখল লজ্জা পাওয়া মুখে, অথচ চোখ জ্বলছে ধক্ ধক্ করে। 'আমি···আমি খালি হাতে ফাইট করি না।'

'অলরাইট,' বলল জেফ। 'একটা গান ধার দাও আমাকে।' কারও মধ্যে ওর দাবির প্রতি সাড়া দেয়ার লক্ষণ না দেখে চার্লির দিকে ফিরল। 'ড্যাম ইট, কেউ একটা গান ধার দাও!'

পায়ের শব্দ উঠল পিছনে। একটা হাত এগিয়ে এল, ওর ডান হাতে একটা রিভলভার গুঁজে দিল। দ্রুতহাতে ওটা পরীক্ষা করে নিয়ে সন্তুষ্ট হলো বিলিংটন। মাথা ঝাঁকাল কৃপারের উদ্দেশে। 'এবার ওঠো। তোমার ইচ্ছেমত খেলতে আমার কোন আপত্তি নেই। গেট আপ্।'

ঘৃণার পাশাপাশি দ্বিধাও ফুটতে দেখা গেল এবার লোকটার দৃষ্টিতে। অনেকক্ষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগল সে, তারপর উঠল। খুব আস্তেধীরে। গান হোলস্টারে পুরল, ধুলো ঝাড়ল কাপড়ের। মুখ না তুলে নিচু কণ্ঠে বলল, 'আমি লড়াই চাই না।'

'তাহলে তোমার গ্যাঙ ছেড়ে সরে পড়াই ভাল,' বলল জেফ। 'কারণ নিজের ইচ্ছে তুমি আগেই প্রকাশ করে ফেলেছ। এবং আমি যাচ্ছি না।'

মাথা নিচু করে দরজার দিকে পা বাড়াল কৃপার। দরজা খুলে বের হতে গিয়েও থামল, ঘুরে চার্লিকে দেখল। কিছু বলা দূরে থাক, তাকাল না পর্যন্ত সে। বেরিয়ে গেল লোকটা। মিনিটখানেক পর বাইরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ উঠল, ক্রমে দূরে মিলিয়ে যেতে থাকল তা।

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মনটানা কিড। 'ঝামেলা গেল। বাধা না দিয়ে তুমি ভালই করেছ, চার্লি।'

'অনেক বছর থেকে ওকে চিনি আমি,' জবাবে আনমনে বলল শেরম্যান। 'সহজে অপমানের কথা ভোলে না কৃপার। জেফের সাথে ওর শত্রুতা বিনা রক্তপাতে মিটবে বলে আমি মনে করি না।'

'ব্যাটা যদি পিছিয়ে না যেত,' জেফের দিকে তাকিয়ে কৌতুক মাখা কণ্ঠে বলল কিড। 'লড়াইয়ে কে জিতত কে জানে!'

পাত্তা দিল না ও। হাতের অস্ত্রটা আরেকবার উল্টেপাল্টে দেখে চার্লির দিকে ফিরল। 'যতক্ষণ নিজের একটা না হচ্ছে, ততক্ষণ এটা রাখতে পারি আমি?'

'রাখো,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

'জেফের সাথে নিরিবিলিতে কিছু কথা বলতে চাই আমি,' বলল কিড। মুখ নিচু করে সিগারেট বানাচ্ছে। 'অতীত দিনের স্মৃতিচারণ আর কি!'

'শিওর!' সহজকণ্ঠে তখনই রাজি হয়ে গেল বটে চার্লি, কিন্তু চাউনিতে সন্দেহ আর অবিশ্বাস ফুটল। ব্যাপারটা খেয়াল করল না ওদের একজনও।

'চলো, জেফ,' মাথা ঝাঁকাল কিড। 'বাইরে গিয়ে কথা বলি।'

সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওরা। কপাল কুঁচকে দু'জনের চলে যাওয়া দেখল চার্লি শেরম্যান। সন্দেহের মেঘ দানা বাঁধতে শুরু করল ভেতরে।

রেলরোড গ্রেড ধরে চড়াই ভাঙছে জ্যাক ডুরান্ট। আগের মতই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তাকে অনুসরণ করছে এক ডজন কাউবয়। জাংশন ও হোল্ডআপ ঘটনার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছল দলটা মাঝরাতের পর। কিসের সাথে বক্সকারের সংঘর্ষ ঘটেছিল, আরেকটু এগোতেই বোঝা গেল। পিছন থেকে এক কাউবয় চেঁচিয়ে বলল কি যেন। হাত তুলে এমব্যাঙ্কমেন্টের ছায়ায় কিছু দেখাল।

স্পারের আলতো স্পর্শে জ্যাকের ঘোড়ার গতি কমে গেল। দুল্‌কি চালে সেদিকে এগোল সে। একটা হ্যান্ডকার উল্টে পড়ে আছে লাইনের কিছু দূরে। চোখ কুঁচকে উঠল ট্রাবলশূটারের, ওটার আশেপাশে নজর বোলাতে লাগল ব্যস্ত হয়ে। আরেকটা কি যেন, মানুষ! তাই তো! এগিয়ে গেল জ্যাক, কাছে গিয়ে দেখল তাকে।

দু'হাতে মাথা চেপে ধরে অস্ফুটে গোঙাচ্ছে লোকটা বসে বসে। চিনল তাকে সে।

'তুমি এখানে!' চেঁচিয়ে বলল জ্যাক। 'মাথায় কি হয়েছে, ও'রিলি?'

আস্তে করে মাথা তুলল লোকটা। চোখ আধবোজা, প্রকাণ্ড মুখটা ভীষণ রকম বিকৃত। 'ও, রুকি, ইফ ইউ প্লেয।'

'কি হয়েছে? এখানে কেন তুমি?'

'মাথায় চোট লেগেছে, স্যার। হারামজাদা পিছন থেকে পাথর দিয়ে মেরেছে আমাকে।'

আহত স্থানটা দেখল জ্যাক। রক্ত জমাট বেঁধে আছে খুলির পিছনের প্রায় পুরোটা জুড়ে। বালি আর কাদায় মাখামাখি। এখন রক্ত পড়ছে না। ক্ষতস্থান জোড়া লাগাতে কম করেও ছয়-সাতটা স্টিচ্ প্রয়োজন হবে, ভাবল সে।

'কে মেরেছে?' হাত ধরে লোকটাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

'ওই...মরিস। মিস্টার ফিলিপের ক্লার্ক।'

'কি!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল ট্রাবলশূটার। 'মরিস!'

'হ্যাঁ। শয়তানটা আমাকে বলল, জরুরী প্রয়োজনে রাতের মধ্যেই ক্যাম্পে পৌঁছতে হবে তাকে, দেখা করতে হবে চীফের সাথে। তাই আমি সাহায্য করতে এসেছিলাম। হঠাৎ একটা কাবুজ আর বক্সকার...'

বাঘের চোখে এদিক-ওদিক তাকাল জ্যাক। 'কোথায় হারামজাদা!'

'নুগেট গেছে, আই রেকন।'

'নুগেট?' চাপা উত্তেজনা বোধ করল সে। ভীষণ রাগও হলো। ভাগ্য ভাল যে ওরা এখনও বেঁচে আছে। এমন জায়গায় গাড়ি থেকে বক্সকার খুলে দেয়া হয়েছিল, লাইন থেকে ছিটকে পড়ে সবাই যে মরেনি ওরা, সেই বেশি।

শালার স্পাই! দাঁতে দাঁত চাপল জ্যাক, তুমিই তাহলে এতদিন

লীক করেছ খবর? চার্লির চ্যালা! অসহ্য রাগে অস্থির হয়ে উঠল সে।

সেলুনের ভাঙাচোরা পোর্চে এসে দাঁড়াল জেফ বিলিংটন। চাঁদের আলোয় ফিক্ ফিক্ করে হাসছে ক্রেজিয়েস। ক্যারেন ফেলিক্স যেখানে আছে, সেদিকে তাকাল সে। দেখা গেল না তাকে। হিচ রেইলে অনেকগুলো ঘোড়া বাঁধা আছে, মাঝখানে একটা গ্যাপ। কৃপারের ঘোড়া ছিল ওখানে। খানিকটা সরে দাঁড়াল ওরা।

সিগারেট ধরাল কিড। ধোঁয়া ছাড়ল নাক দিয়ে। 'তুমি একটা বোকা, জেফ,' মৃদু, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল সে। 'ড্যাম ফুল! আগেও ছিলে, আজও আছ।'

'ঠিক বলেছ, ম্যাক।'

'কৃপারের সাথে আমাদের সবার সামনে যা করলে তুমি, সে তার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। আমি জানি। ও যেমন অহঙ্কারী, তেমনি হিংস্র। একভাবে না একভাবে এর মূল্য আদায় করেই ছাড়বে সে।'

'সে নিয়ে তোমার চিন্তার কোন কারণ দেখি না,' জেফ নির্বিকার।

নীরবে কিছু সময় তাকে পর্যবেক্ষণ করল মনটানা কিড। হালকা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে বসেছিলে তুমি। যে মুহূর্তে সেলুনে ঢুকলে, তখনই যদি ও গুলি করে বসত, কি হত?'

'ওয়েল, তেমন কিছু ঘটেনি। এবং চার্লি সহজেই আমাকে গ্রহণ করেছে।'

'করেছে, কারণ্ ও আমাকে ভয় করে। ও বুঝে ফেলেছে আমি ওর আউটফিটের নেতৃত্ব কেড়ে নিতে যাচ্ছি। তোমাকে দিয়ে আমাকে ঠেকিয়ে দেয়ার একটা চান্স নেবে বলে কাজটা করেছে ও।'

'আমিও তেমন কিছুই অনুমান করেছি,' পায়ের সামনে পড়ে থাকা একটা নুড়িতে লাথি মারল ও। উড়ে চলে গেল ওটা।

'কিন্তু এ কাজ কেন করলে তুমি?'

'কি?'

'জেফ, আমি জানি তুমি সৎ মানুষ। তাই প্রশ্ন জাগছে, তুমি কেন এসবের মধ্যে? নিশ্চই তোমার অন্য কোন মতলব আছে, তাই না?'

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল ও। 'আছে।'

'কি সেটা?'

'আমি বি. সি. অ্যান্ড টি-র হয়ে কাজ করছি।'

বোকা বোকা চেহারা হলো কিডের। 'মানে? ফিলিপ হেয়ার আবার চাকরিতে নিয়েছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'আউটফিটে ঢুকেছ তাহলে তার হয়ে স্পাইং করতে?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল জেফ বিলিংটন।

'খুব ভুল করেছ। বি.সি.অ্যান্ড টি-তে চার্লির স্পাই আছে, সে নিশ্চই তোমার আসল পরিচয় জানিয়ে দেবে তাকে।'

'চার্লি তা জানার আগেই আমি আমার কাজ সেরে ফিরে যাব।'

কিডের ঠোঁট বেঁকে গেল। ব্যঙ্গের হাসি হাসছে সে। 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, জেফ, আমি এই আউটফিটের ভবিষ্যৎ লীডার। এখন থেকে প্রতি মুহূর্ত তোমার ওপর চোখ থাকবে আমার, যাতে একটাও বেচাল পদক্ষেপ তুমি নিতে না পারো, সেদিকে লক্ষ রাখব আমি।' খানিক বিরতি দিল সে। 'এটা আমার আউটফিট। আমি আউটল, আর তুমি আবার সেই রেলরোড ট্রাবলশূটার। আমরা আবার পাঁচ বছর পিছনে চলে গিয়েছি, জেফ।'

'তুমি যা ভাবছ, আমি তা নই, ম্যাক।'

'মানে?' চোখ কুঁচকে উঠল তার। সিগারেট মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল। 'এই না বললে তুমি ফিলিপের হয়ে কাজ করছ?'

আবার দ্বিধা ফুটল জেফের চেহারায়। 'পেরোলের টাকাটা আজ আমাকে দিয়েছিল সে ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। কথা ছিল কাজটা করতে পারলে নতুন চাকরি দেবে আমাকে সে।'

কিডের চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হলো। রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, 'হোয়াট! ও টাকা তোমার কাছে? কিন্তু ওরা সার্চ করে পেল না কেন তখন?'

'তখন ছিল না।' উদাস শোনাল জেফের গলা। 'আরেকখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম।'

বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার অবস্থা মনটানা কিডের। 'কোথায়?'

জবাব না দিয়ে ক্যারেনের অবস্থানের দিকে তাকিয়ে থাকল জেফ। একে কথাটা বলা ঠিক হবে কি না, ভাবছে। আবার কি ওর ক্ষতি করবে ম্যাক? অতীতে তার অপরাধের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে সে যে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল, সে কথা কি ও মনে রেখেছে? ও কি ভুলে গেছে গত পাঁচ বছর জীবন ধারণের জন্যে কত সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে? মনুষ্যত্বের ছিটেফোঁটা আজও কি অবশিষ্ট আছে ম্যাকের মধ্যে? এতগুলো টাকার লোভ সামলাতে পারবে? মন বলল পারবে।

'ডিকির শু বক্সের মধ্যে।'

'কি!' চাপা বিস্ফোরণ ঘটল কিডের কণ্ঠে।

'বিপদ বুঝতে পেরে ওটার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তখন জানতাম না ছেলেটা তোমাদের সাথে জড়িত।'

একটু একটু করে চেহারা স্বাভাবিক হয়ে উঠল কিডের। হাসতে

শুরু করল সে। নিঃশব্দে। 'আমার ধারণা তাহলে মিথ্যে নয়। তুমি সত্যিই আস্ত বোকা রয়ে গিয়েছ, জেফ।'

তার চোখে চোখ রাখল ও। 'ইচ্ছে করলে ও টাকা নিজের পকেটে ঢোকাতে পারো তুমি, অথবা চার্লিকে জানিয়ে দিতে পারো সব।'

হাসি থমকে গেল মনটানা কিডের। সিরিয়াস হয়ে উঠল। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে মুখ খুলল সে। 'সত্যিটা কেন আমাকে জানালে, বুঝি। তুমি ভেবেছ আজও হয়তো আমার মধ্যে মানবতার অল্প-স্বল্প অবশিষ্ট আছে, তাই না? ভেবেছ পাঁচ বছর আগে তোমার যে মারাত্মক ক্ষতি আমি করেছি, এবার তার প্রায়শ্চিত্ত করব আমি তোমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে, কেমন?' মাথা দোলাল সে। 'জুয়ো খেলতে বসে অন্ধের মত চেলেছ তুমি, জেফ।'

'যখন আমি এখান থেকে ফিরে যাব, ম্যাক,' দৃঢ় আস্থা ধ্বনিত হলো তার কণ্ঠে। 'ও টাকা আমার সঙ্গে যাবে।'

হেসে উঠল কিড। 'এবং আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যেন কেউ পিছন থেকে গুলি করতে না পারে তোমাকে, এই তো?'

'তুমি কি করবে তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই আমার। এতদিনেও যখন কোন পরিবর্তন তোমার হয়নি, আর হবে বলেও ভরসা হয় না।'

মাথা ঝাঁকাল কিড। 'সত্যি, হওয়ার উপায় নেই।'

'আমার এখানে আসার কারণ শুধু টাকা নয়,' খেয়াল না করে বলে চলল জেফ বিলিংটন। 'আরও আছে।'

'ফিলিপের মেয়ে?'

'ডিকি অ্যাডামস।'

বিস্ময়ে গলা চড়ে গেল কিডের। 'ডিকি!'

'হ্যাঁ। ওকেও সঙ্গে নিয়ে যাব আমি। আসার পথে টাকা আর

পেগির জন্যে যেটুকু দুশ্চিন্তা করেছি আমি, তার দ্বিগুণ করেছি ওকে নিয়ে।'

'মানে? এক এতিম...'

'চোদ্দর মত বয়স ছেলেটার, ম্যাক। এক বছর পর হয়তো ওর জিম্মায় ঘোড়া রেখে তোমরা ব্যাঙ্ক লুট করতে ঢুকবে। তার পরের বছর ওকে দিয়েও একই কাজ করাবে, অথবা ট্রেন কি স্টেজকোচ হোল্ডআপে জড়িয়ে ফেলবে। ছেলেটার সুস্থ জীবনে ফিরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।'

শ্রাগ করল মনটানা কিড। 'তোমার মাথায় গণ্ডগোল আছে, জেফ। গ্রেডিঙ ক্যাম্প থেকে লুট করা ঘোড়া উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে ভাল হয়ে যাওয়ার উপদেশ খয়রাত করে গেলে। পাঁচ বছর পর আজও আশায় আছ আমার ভেতর থেকে একজন ভাল ইনজুনকে উদ্ধার করতে পারবে তুমি। এই আশাতেই এতদিন তুমি আমাকে ট্রেইল করেছ? যদি তাই হয়, মারাত্মক ভুল করেছ, জেফ। অহেতুক সময় নষ্ট করেছ।'

'আজ আমারও তাই মনে হচ্ছে,' উদাস, দূরাগত কণ্ঠে বলল সে। 'হ্যাঁ, এ জন্যেই এতদিন অনুসরণ করেছি তোমাকে। চাকরির চেষ্টায় বিশেষ জোর দেইনি এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে বসে পড়তে হবে বলে। অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে জীবিকা আয় করেছি, তোমাকে অনুসরণ করতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছি। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যখনই হোক, কারও না কারও মুখে একজন অ্যাকডিয়ার্নিস্টের খোঁজ তুমি পাবে। জানতে পারবে সে তোমার আশেপাশেই রয়েছে। ভরসা ছিল একদিন তুমি হয়তো আসবে আমার কাছে, নিজের ভুল স্বীকার করবে। কিন্তু...'

থেমে গেল সে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দূরের নিথর বনানীর দিকে তাকাল। অন্যমনস্ক। 'আজ এতদিন পর বুঝলাম,' আবার বলে উঠল সে। 'সত্যিই ভুল করেছি আমি। অহেতুক সময়

নষ্ট করেছি। তুমিও স্বীকার করেছ, তুমি যেখানে আছ, সেখান থেকে সরে আসার পথ নেই। ভেবে দেখো, ম্যাক, কিছুদিন পর ডিকিরও ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ও ছেলেমানুষ, ঠিকমত বোঝে না কোন পথ ভাল। সেটা বেছে নিতে ওকে সাহায্য করতে পারি আমরা দু'জনে মিলে। ছেলেটা সুস্থ জীবন কাটাতে চায়, ম্যাক।'

'আমার কিছু করার নেই,' গলায় ঝাঁঝ ফুটল তার।

'আরেকটু ভেবে দেখো,' অনুনয়ের সুরে বলল জেফ। 'মনে করো ও এক ট্রেইলের ফর্কে দাঁড়িয়ে, কোনদিকে যাবে বুঝতে পারছে না। পারবেও না যতক্ষণ ওর মাথার ওপর চার্লির অপচ্ছায়া থাকবে। আমরা সাহায্য করতে পারি তাকে ট্রেইল বেছে নিতে।'

দীর্ঘ সময় নীরব হয়ে থাকল মনটানা কিড। নজর দূরে কোথাও নিবদ্ধ, কিন্তু কিছু দেখছে বলে মনে হলো না। এক সময় নড়ল সে, দম নিল লম্বা করে। 'সম্ভব না,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলে উঠল। 'আমি তোমাকে দশ মিনিট সময় দিচ্ছি, জেফ, চলে যাও এখান থেকে। দশ মিনিট পর সেলুনে ঢুকব আমি, চার্লিকে বলব প্যাকিঙ করতে পাঠিয়েছি তোমাকে। যদি না যাও, কিছু ঘটে গেলে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না। আমার মতে তোমার সরে পড়াই ভাল। নইলে মৃত্যু...'

'মৃত্যুর চাইতেও খারাপ পরিণতি মানুষের জীবনে আসে কখনও কখনও,' বাধা দিয়ে বলে উঠল ও। 'তুমি হয়তো তা জানো না, ম্যাক, আমি জানি। পাঁচ বছর তার ভেতরে কাটিয়ে এসেছি আমি। আরেকবার ভেবে দেখো। এতদিন যে পাপ করেছ, এই একটা ভাল কাজে হয়তো তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে।'

'বলেছি তো সম্ভব না।'

হাল ছেড়ে দিল জেফ। 'বেশ। আরেকটা কথা, ক্যারেন দেখা করতে এসেছে তোমার সাথে।'

'ক্যারেন! কোথায়?'

হাত তুলে জায়গাটা দেখাল ও। 'ওখানে অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ থেকে।'

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মনটানা কিড, তারপর পা চালাল। পোর্চের ছায়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ঝকঝকে আলোয়। দ্রুত হেঁটে চলেছে। তাকে অনুসরণ করছে তার তীর্যক গাঢ় ছায়া। দু'মিনিট অপেক্ষা করে সেলুনে ফিরে এল জেফ। ওকে একা দেখে প্রশ্ন করল চার্লি, 'কিড কোথায়?'

'স্কাউটিঙে গেছে। ট্রেইলে যাদের পাঠিয়েছ, তারা কেমন কাজ করছে দেখতে।'

চেহারা কঠিন, থমথমে হয়ে উঠল লোকটার। 'আমাকে বলে যাওয়া উচিত ছিল।'

জবাব না দিয়ে অ্যাকর্ডিয়ান তুলে নিল ও বারের ওপর থেকে। আড়চোখে দেখে নিল চাবিটা আগের জায়গাতেই আছে।

'তুমি কেমন বাজাও, শোনাবে আমাদের, মিস্টার?' বলে উঠল ক্রুদের একজন। 'অনেকদিন হলো শুনি না ওসব।'

অবাক ব্যাপার! মুখ তুলে লোকটাকে দেখল জেফ। চোখে গভীর আগ্রহ নিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে সে। সিম টারগেনসেন। আসলে আউটলরাও রেলরোড ওয়ার্কারদের মতই, বুঝল ও। যত নিষ্ঠুর খুনেই হোক না কেন, ভেতরের সুপ্ত অনুভূতির ক্ষেত্রে এরাও ওদেরই মত। কোন পার্থক্য নেই। কেবল আইনের বেঁধে দেয়া লাইন অতিক্রম করে এরা অন্য পারে চলে গেছে, এই যা তফাৎ দু'দলে।

দশ

দূর থেকে কিডকে দেখতে পেল ক্যারেন ফেলিক্স। এদিকে আসছে। হাঁটা একটু ধীর, মাথা ঝুঁকে আছে নিচের দিকে। হঠাৎ নিজেকে খুব দুর্বল মনে হলো তার, খেয়াল করল পা কাঁপছে একটু একটু। শ্যাকের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ক্যারেন। কাছে এসে ডানে-বাঁয়ে তাকাতে লাগল কিড। খুঁজছে তাকে।

'আমি এখানে, ম্যাক,' চাপা গলায় ডাকল সে।

এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল কিড। তার মুখটা অস্পষ্ট দেখতে পেল ক্যারেন। মনে হলো হাসছে সে, অবশ্য গলা শোনাল গম্ভীর। 'এভাবে এখানে আসা ঠিক হয়নি তোমার, ক্যারেন।'

মুখ খুলতে গিয়ে থেমে পড়ল মেয়েটি, সেলুন থেকে ভেসে আসছে অ্যাকর্ডিয়ানের বিষাদ মাখা সুর—ক্ষীণ, অস্পষ্ট। বিরহের সুর তুলছে জেফ বিলিংটন। বাজাচ্ছে গভীর দরদ দিয়ে। আওয়াজ ক্রমে বাড়ছে। নিস্তব্ধ নুগেটের আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলল সে সুরের মূর্ছনায়। কথা বলতে ইচ্ছে হলো না ক্যারেনের, হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল চোখ মুদে। বিষাদের সুর কেন তুলছে জেফ? ভাবছে ক্যারেন, কি চলছে ওর বুকের ভেতর, যদি দেখতে পেতাম!

মনটানা কিডও মাথা কাত করে শুনছে। 'কি দারুণ বাজায়, না?' বলল ক্যারেন আবেগ মাখা কণ্ঠে।

মাথা দোলাল কিড। 'বাপের শিক্ষা।'

'ওর সাথে কথা হয়েছে তোমার?'

'হয়েছে।'

'কি বলল?'

হেসে উঠল কিড। 'চার্লি শেরম্যানের অনুমতি নিয়ে আউটফিটে ঢুকে পড়েছে ও,' বলে এক পা এগিয়ে এল। 'ওর মতলব খারাপ। কিন্তু তুমি এখানে কেন?'

'জেফ জাংশন সিটি এসেছে, খবরটা তোমাকে জানাতে এসেছি। আমি ভাবিনি ও এখানেও আসবে। আমি...আমি চাই না তোমাদের মধ্যে নতুন কোন সংঘাত ঘটুক, ম্যাক। ভবিষ্যতে...'

মেয়েটির দু'কাঁধে হাত রাখল কিড। 'আমিও মনে করি না নতুন কিছু ঘটবে আমাদের মধ্যে। চিন্তা কোরো না।' একটু থামল। 'আমি জানি তুমি আমাকে কত ভালবাস। গত পাঁচ বছর তুমি অনুসরণ করে বেড়াচ্ছ আমাকে। যেখানেই যাই, ছায়ার মত লেগে রয়েছ পিছনে। তুমি আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছ, আমি তা জানি, ক্যারেন। তাই ঠিক করেছি অল্পদিনের মধ্যে এ কাজ ছেড়ে দেব। অ্যারিজোনা বা কলোরাডোয় গিয়ে র‍্যাঞ্চ গড়ব, যেখানে মনটানার আইন আমার নাগাল পাবে না। তারপর তোমাকে বিয়ে করে...'

'একই কথা কয়েক বছর থেকেই বলে আসছ তুমি, ম্যাক,' বলল ক্যারেন।

'আজ আমি সিরিয়াস,' ঘনিষ্ঠ হয়ে এল কিড। 'আমার বিশ্বাস আজ রাতেই এই আউটফিট আমার হবে। তারপর আর মাত্র একটা বছর, ক্যারেন। হয়তো ছয় মাসেই হয়ে যাবে কাজ। বড় বড় কয়েকটা ব্যাঙ্ক লুট করে র‍্যাঞ্চ গড়ার কাজে মন দেব আমি। দু'জনে মিলে...'

'লুটের টাকায় র‍্যাঞ্চ?' অস্বস্তি লেগে উঠল ক্যারেনের। 'ও টাকায় গড়া র‍্যাঞ্চ আমি চাই কে বলল তোমাকে?'

থমকে গেল কিড। 'এতবছর এই তো করে এসেছি আমি। কই, আগে তো কখনও তুমি আপত্তি জানাওনি!'

'হবে হয়তো,' ক্লান্তি ফুটল মেয়েটির কণ্ঠে। 'তোমাকে নিয়ে কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছিল না বোধহয় আমার, তাই আপত্তি তুলিনি তোমার কোন কাজে।'

'এসব কি বলছ তুমি, ক্যারেন?' বিস্মিত হলো মনটানা কিড। 'কি হয়েছে তোমার আজ? মন খারাপ কেন? পরের জমি জবরদখল করা রেলরোড কোম্পানির টাকা লুট করায় দোষের কি আছে? ওরাও তো তাই করছে। আর ব্যাঙ্ক? একই মুদ্রার আরেক পিঠ। যখন ব্যবসা করার জন্যে ওদের কাছে লোন চাইতে গিয়েছিলাম, জামানত দিতে পারিনি বলে দেয়নি ওরা। অথচ মুখচেনাদের জামানত ছাড়াই দেয়া হয় লোন। ওদের টাকা লুট করায়ও কোন পাপ দেখি না আমি।'

'সে তোমার ব্যাপার। কিন্তু, ম্যাক, জেফ তোমাদের বাঞ্চে যোগ দিতে আসেনি। এসেছে অন্য কাজে।'

'আমি তা জানি। যে পেরোলের টাকার জন্যে আজ ট্রেন হোল্ডআপ করেছিলাম, চিন্তাই করিনি সেটা ওর কাছে ছিল। ও...'

ঈষৎ বিস্ফারিত হলো মেয়েটির দু'চোখ। 'কে বলল?'

'কে আবার, জেফ নিজেই! ও সেই আগের মতই বোকা রয়ে গেছে, বুঝলে? সব বলে দিয়েছে আমাকে।' আপনমনে মাথা দোলাল কিড, হাসল। 'পাগল! বলে কি জানো? আমাদের সাথে এক কিশোর আছে, তাকে নিয়ে যাবে ও, যাতে আমরা তাকে আউটল বানাতে না পারি। এমন আহাম্মক, ট্রেন ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছে দেখে ওই ছোঁড়ার শু বক্সের মধ্যে পেরোলের টাকা লুকিয়ে রেখেছে ও, জানো?'

চোখেমুখে অস্থিরতা ফুটল মেয়েটির। 'তাও বলেছে?'

আবার মাথা দোলাল কিড। মুখে বিজয়ের হাসি। 'হ্যাঁ।'

'তো এখন কি করবে তুমি, ডবল-ক্রস করবে জেফকে? কেড়ে

নেবে ওর টাকা? তুমি জানো, ও টাকা পৌঁছে দেয়ার ওপর নির্ভর করছে ওর ভবিষ্যৎ?'

একটু গম্ভীর হলো কিড। 'টাকাটা ওর নয়, ক্যারেন, রেলরোড কোম্পানির।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। পিছিয়ে গেল এক পা। 'বুঝলাম। এতদিন পর আজ বুঝলাম তুমি নও, আসলে জেফই...'

'জেফ! কি, জেফ কি?'

'আগাগোড়া সে-ই ছিল আমার অন্তর জুড়ে, ম্যাক। বোকা আমি, নিশ্চিত হতে পারিনি, ভেবে পাইনি আসলে কাকে অনুসরণ করে চলেছি। তুমি যেখানে যেখানে গিয়েছ, আমিও গিয়ে হাজির হয়েছি সেখানে। কখনও কখনও মনে হয়েছে সে বুঝি তোমারই টানে, কিন্তু এখন বুঝলাম আসলে তা নয়। ওকেই অনুসরণ করেছে আমার অবচেতন মন। তুমি যেখানে, সে-ও তো তার আশেপাশেই ছিল। আমারই মত জেফও অনুসরণ করেছে তোমাকে, ম্যাক। আমি ওর ওপরই নজর রেখে এসেছি এতদিন, ওর যাতে কোন ক্ষতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে চেয়েছি। আজও একই কারণে এখানে এসেছি আমি, এসেছি তোমাকে ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকার কথা বলতে। তোমার ভালর জন্যে নয়, ম্যাক, জেফের ভালর জন্যে।'

বিস্ফারিত চোখে দীর্ঘ সময় মেয়েটিকে দেখল মনটানা কিড। দৃষ্টিতে বাঁধভাঙা বিস্ময়। মাথা ঝাঁকাল। 'ক্যারেন, তুমি ক্লান্ত। ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন। মাথা গুলিয়ে গেছে তোমার, তাই উল্টোপাল্টা বকছ। শোনো, জাংশনে ফিরে যাও। তিন মাস সময় দাও আমাকে, সব ঠিক হয়ে যাবে। মাত্র তিনটে মাস, ডার্লিং।'

জবাব দিল না ক্যারেন। অ্যাকর্ডিয়ানের সুর তখন আরও জোরাল হয়ে উঠেছে। অন্তরের সমস্ত বেদনা যেন তারের ঝংকারে মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দিচ্ছে জেফ বিলিংটন। বিষাদে ভারী হয়ে

উঠেছে জোছনাস্নাত নুগেটের আকাশ-বাতাস। অদ্ভুতরকম করুণ সুর বাজাচ্ছে ও। গা শিরশির করে উঠল ক্যারেনের। কিডও কান খাড়া করে শুনছে। একটু পর সচকিত হলো সে, হাত বাড়াল ক্যারেনকে ধরার জন্যে। চট্ করে আরও এক পা পিছিয়ে গেল ও।

'ক্যারেন,' গাঢ় কণ্ঠে বলল কিড। 'ওকে আমি এখান থেকে নিরাপদে সরে যাওয়ার একটা সুযোগ দিয়েছি, যায়নি। আরও একটা সুযোগ দেব ফিরে গিয়ে। আমিও চাই না ওর আর কোন ক্ষতি হোক। অতীতে যা হওয়ার হয়েছে, নতুন কোন ক্ষতি আমি করব না জেফের।'

'অনেক দেরি করে ফেলেছ, ম্যাক,' চাপা, প্রায় ফিসফিস করে বলল মেয়েটি। 'তোমার ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছি আমি।'

চেহারা ক্রমে কঠিন, নির্বিকার হয়ে উঠল মনটানা কিডের। 'তুমি আসলে কি চাও, ক্যারেন? কি করতে বলো?'

'জীবনে একটা অন্তত নিঃস্বার্থ কাজ।'

'সেটা কি?'

'ফিলিপের মেয়ে আর তার সঙ্গীকে সরে পড়তে সাহায্য করো। টাকাসহ ছেলেটাকে জেফের সাথে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দাও, প্লীজ!'

'হেল্! তুমিও দেখছি জেফের মত কথা বলতে শুরু করলে!'

'তোমার রাগের কারণ বুঝি আমি, ম্যাক। আমাকে হারিয়েছ বলে নয়, আসলে কোনদিন আপন করে পাওনি বলে তোমার এই রাগ। আমার ব্যাপারে তুমি এতদিন আগ্রহী ছিলে। আমি তোমাকে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছি, ব্যাপারটা তোমাকে আনন্দ দিত, স্রেফ সেই জন্যে। আমার সাথে দেখা হলেই বিয়ের আলোচনা করতে তুমি, কারণ জানতে অন্য কোন সম্পর্কে আমি আগ্রহী হব না। এখন যে তিন মাসের কথা বললে, আমি জানি তিন বছরেও তা পূরণ হবে

না তোমার। তুমি নিজেকে কোনদিন শুধরাবে না, কেননা আমাকে আপন করে পাওয়ার চেষ্টা সত্যি সত্যি কোনদিন মন থেকে করোনি তুমি। এখন যখন জানলে তুমি নও, আর কারও জন্যে আমি উদ্বিগ্ন, তার জন্যে ছুটে এসেছি, অমনি তুমি রেগে উঠলে। এতেই প্রমাণ হয় জ্বালাটা তোমার অন্তরের নয়, তোমার অহমের।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ক্যারেন। 'ভুলে যাও আমার অনুরোধের কথা, ম্যাক। সব ভুলে যাও।'

পাথরের মূর্তির মত ঝাড়া এক মিনিট অনড় দাঁড়িয়ে থাকল মনটানা কিড। তারপর নড়ে উঠল। 'বেশ, এখন থেকে জেফের কথাই ভাবব তাহলে।'

আচমকা ঘুরে দাঁড়াল সে, দ্রুত পায়ে ফিরে চলল সেলুনের দিকে। চট করে এক পা এগিয়ে এল ক্যারেন, বেখেয়ালে প্রায় ডেকেই উঠতে যাচ্ছিল তার নাম ধরে, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। স্থির দৃষ্টিতে ক্রম অপসৃয়মান কিডের দিকে তাকিয়ে থাকল। আড়ষ্ট পায়ে পুতুলের মত হাঁটছে সে। রাগের লক্ষণ। কয়েক সেকেন্ড পর পোর্চের অন্ধকারে মিশে গেল কিড।

মৃদু কাঁপুনি উঠে গেছে ক্যারেনের সারাদেহ। আবেগে হাত-পা, ঠোঁট কাঁপছে অল্প অল্প। এতদিনে জানতে পেরেছে সে তার মনের অতলের সন্ধান। আজই বুঝেছে ক্যারেন কার নাম খোদাই করা আছে ওখানে। আবিষ্কারটা ক্ষণিকের জন্যে স্থবির, প্রায় জড়ো পদার্থে পরিণত করে রেখেছিল তাকে। এখন তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।

মন বলছে কথাটা এভাবে ম্যাকের সামনে ফাঁস করা উচিত হয়নি। ভুল করে ফেলেছে সে, অজান্তে জেফের প্রাণ সংহারী শত্রুতে পরিণত করে ফেলেছে তাকে। এত বাড়াবাড়ি করা ঠিক হয়নি।

ভয়ের, আতঙ্কের শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল ক্যারেন

ফেলিক্সের মেরুদণ্ডে। জেফের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল ও।

দরজায় কিডকে দেখে আপনাআপনি হাত থেমে গেল জেফ বিলিংটনের। সুরের কাঁপা কাঁপা রেশ ক্রমে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। তার গম্ভীর, পাথুরে চেহারা দেখে আশঙ্কা হলো, কিছু একটা গোলমাল ঘটে গেছে হয়তো। চট করে কোনায় বসা ডিকি অ্যাডামসের ওপর দিয়ে ঘুরে এল ওর দৃষ্টি। দুই হাঁটু এক করে তার ওপর থুতনি রেখে এতক্ষণ বসে ছিল ছেলেটা, কিডকে দেখে মুখ তুলল। বড় বড় চোখ মেলে তাকে দেখছে।

কারও দিকে তাকাল না কিড। একটা চেয়ার ঘুরিয়ে জেফের মুখোমুখি বসল কয়েক হাতের ব্যবধানে। ব্যাকে দু'হাত রেখে তার ওপর থুতনি রাখল। সরাসরি তাকাল ওর চোখের দিকে। 'আরেকবার বাজাও, জেফ। কত বছর হলো তোমার বাজনা শুনি না।'

কেশে উঠল চার্লি শেরম্যান। 'তুমি তখন ফিলিপের মেয়ের ব্যাপারে যা বললে, মনে হচ্ছে এখন সেটাই করা উচিত আমাদের, কিড। এখানে নিয়ে আসা প্রয়োজন ওদের। লোকটা যদি দলবল নিয়ে হাজির হয়, তোমার বুদ্ধিই কাজে লাগাতে হবে।'

পাত্তা দিল না কিড। মনে হলো শোনেইনি মাত্র দু'হাত দূরে দাঁড়ানো চার্লির মন্তব্য। একদৃষ্টে জেফ বিলিংটনকে দেখছে সে, চেহারা অভিব্যক্তিহীন। জিভ দিয়ে 'চুক' জাতীয় বিরক্তি প্রকাশের ভঙ্গি করল শেরম্যান। দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে স্থানান্তর করল। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, কিডের ওপর রাগ করবে কি ধৈর্য ধরে তার জবাবের অপেক্ষায় থাকবে, বুঝে উঠতে পারছে না।

'কিড,' আরেকটু চড়া গলায় বলল সে। 'ট্রেইলে পিটি আর বাফের দেখা পেয়েছ তুমি?'

অ্যাকর্ডিয়ানের কর্ডে জোরে টোকা দিল জেফ, আওয়াজটা শোনাল বিশেষ এক সঙ্কেতের মত। ফের টোকা দিল, সুর তুলল। ক্রমে জোরাল, জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকল বাজনা। জেফ আশা করছে ওর প্রথম টোকার সঙ্কেতটা হয়তো ধরতে পেরেছে ম্যাক। পেরে থাকলে চেহারায় কোন ভাব ফুটছে না কেন ওর? নাকি পারেনি?

নড়ল কিড। তর্জনী দিয়ে খোঁচা মেরে হ্যাটের ব্রিম খানিকটা ওপরে তুলে দিল। চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই, আগের মতই পাথুরে। তবে কান খাড়া, বাজনা শুনছে সে। চট্ করে টিউন বদলে ফেলল জেফ, ম্যাকের পছন্দের একটা পুরানো দিনের গানের সুর বাজাতে শুরু করল। ছেলেবেলায় এই সুর খুব পছন্দ করত ও। আজও কি করবে? মনে হয় না। এতবছরে নিশ্চই পছন্দ-রুচি সবই বদলেছে ওর।

ভেতরে এ মুহূর্তে দুটো বাতি জ্বলছে। একটা বারের ওপর, জেফের পিঠের কাছে। অন্যটা অদূরে এক টেবিলের ওপর। সেলুনের সবখানে নজর চলে না। আরও দুয়েকটা বাতি থাকলে ভাল হত, ম্যাকের চোখের ভাষা হয়তো পড়তে পারত সে।

বাইরে পায়ের আওয়াজ উঠতে বাজনা থামিয়ে মুখ তুলল জেফ। দরজা খুলে গেল, তিনজন লোক ঢুকল ভেতরে। দু'জনকে দেখার সাথে সাথে চিনল ও, চার্লির সেন্ট্রি। এখানে আসার পথে এদেরকেই দেখেছে সে ট্রেইলে। তৃতীয় লোকটির ওপর নজর সেঁটে গেল জেফের। ধূসর রেইনকোট পরে আছে সে। জীবনে একবারই দেখেছে তাকে ও, আজই। তবু একনজরই যথেষ্ট। মানুষটাকে চিনতে পারামাত্র শক্ত হয়ে গেল জেফ বিলিংটন।

মরিস! ফিলিপ হেয়ারের ক্লার্ক। তার মানে এই সেই স্পাই, দ্রুত ভাবতে লাগল ও। এর জন্যেই পর পর তিনবার···

'এই লোককে পথ থেকে ধরে এনেছি, চার্লি,' বলে উঠল

দাড়িওয়ালা সেন্ট্রি। 'এদিকেই আসছিল। বলল, তোমার কাছে আসছে, খুব জরুরী কাজ। এর সাথে নাকি কৃপারের দেখা করার কথা ছিল আজ।'

মাথা দোলাল শেরম্যান। 'ছেড়ে দাও ওকে।'

অ্যাকর্ডিয়ান পাশে দাঁড় করিয়ে রাখল জেফ বারের সাথে। ওয়েস্টব্যান্ডে গোঁজা ধার করা অস্ত্রটার স্পর্শ নিল। ব্যাটা কি আমার চেহারা মনে রেখেছে? ভাবল ও। নাকি···কিন্তু অ্যাকর্ডিয়ান! ওটা নিশ্চই দেখেছিল সে আমার কাঁধে! নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করল সে। এখন আতঙ্কিত হলে বিপদ আরও বাড়বে। বরং চুপচাপ অপেক্ষা করে দেখা যাক কি হয়। ব্যস্ত হলে লোকটার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। ঝামেলা হয়ে যাবে। জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জেফ বিলিংটন।

কিন্তু মরিস এদিকে তাকালই না। কারও দিকেই নজর নেই তার, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিশালদেহী চার্লি শেরম্যানের দিকে তাকিয়ে আছে। হাঁটুতে কাদা লেগে আছে লোকটার, ওভারকোটের দুই কাঁধে পাইনের ভেজা কয়েকটা পাতা লেপ্টে রয়েছে। কনুই আর আস্তিনেও কাদা দেখা গেল, নিশ্চই আছাড় খেয়েছে আসার পথে।

দুই কোমরে হাত রেখে লোকটাকে তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করল চার্লি। 'এখানে কেন এসেছ তুমি?'

'আমার পাওনা শেয়ারের টাকা নিতে,' বেশ জোরের সাথে বলল মরিস। ভয় বা দ্বিধার লেশমাত্র নেই চেহারায়।

'কিসের শেয়ার? কিসের টাকা?'

'আমি তোমার বি. সি. অ্যান্ড টি-র ইনফর্মার, মিস্টার।'

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল চার্লি। 'তো কি?'

নিজের বক্তব্য বেশ গুছিয়ে পেশ করল ক্লার্ক। 'তোমার লোক দেখা করেনি, সে দোষ তার, আমার নয়। অনেক ঝুঁকি নিয়ে খবর

সংগ্রহ এবং সরবরাহ করি আমি। কাজেই আমার টাকা...'

'পাগল হয়েছ তুমি!'

স্থির দৃষ্টিতে চার্লিকে দেখল মরিস। 'এখানে পৌঁছার জন্যে এক রেলরোড লেবারের সাহায্য নিতে হয়েছে আজ আমাকে। পথে তাকে মাথায় আঘাত করে ফেলে রেখে এসেছি। যদি মরে গিয়ে থাকে সে, হয়তো একটা চান্স আছে আমার। যদি তা না হয়, চাকরি ছেড়ে পালাতে হবে আজই। সে ক্ষেত্রে টাকা আমার প্রয়োজন। দশ পার সেন্ট হিসেবে এক হাজার ডলার পাওনা হয়েছে আজ আমার।'

'আরে কিসের কি! পেরোলের টাকাই তো পাইনি আজ আমরা। যত্তোসব!' গজ গজ করতে লাগল চার্লি শেরম্যান। 'আসলের খবর নেই, তুমি এসেছ পাওনার হিসেব নিয়ে। যাও যাও!'

নড়ল না লোকটা। 'সে জন্যে তো আমি দায়ী নই। টাকাটা কিভাবে, কার মারফত ক্যাম্পে যাচ্ছে, আমি জানতাম। কৃপার সময়মত যোগাযোগ করলে তাকে জানিয়ে দিতে পারতাম খবরটা। সে ক্ষেত্রে টাকাটা এখন তোমার পকেটেই থাকত।'

'যা গেছে তা নিয়ে এখন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, মিস্টার। ট্রেন হেল্ডআপ করেও টাকা পাইনি আমরা, সেটাই বড় কথা। এখন তুমি যাও দয়া করে, ঝামেলা বাড়িয়ো না।'

তবু নড়ে না সে। স্থির, নিশ্চল। 'তাহলে টাকা পাব না?'

'না। অন্তত আজ তো নয়ই।'

শ্রাগ করল মরিস। 'বেশ। এখনই তাহলে রেলরোড ট্র্যাকে ফিরে যেতে হবে আমাকে। লোকটার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সে আমাকে ধরিয়ে দিতে না পারে। আমার ধরা পড়ার অর্থ বি. সি. অ্যান্ড টি-র সাথে তোমার ভবিষ্যৎ ব্যবসার চ্যানেলও বন্ধ হয়ে যাওয়া, চার্লি, জানো তো?'

উত্তর দিল না লোকটা।

'দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মরিস। আজ আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিলে তুমি, কাজেই তোমার ভালমন্দের কোনরকম দায়-দায়িত্ব আর রইল না আমার। তবু একটা কথা জানিয়ে যাচ্ছি, কারণ এর সাথে আমার ভাগ্যও জড়িত।' একটু বিরতি দিল সে। ঘরের সবার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে এল তার নজর। 'তোমার দলে স্পাই আছে।'

'স্পাই!' চমকে উঠল চার্লি। 'আমার দলে!'

দম বন্ধ হয়ে এল জেফের। শীতল একটা ইস্পাতের হাত মুঠো করে চেপে ধরল যেন হৃৎপিণ্ড। মনটানা কিডের দিকে তাকাল ও। কখন যেন সোজা হয়ে বসেছে কিড। নজর সোজা সামনে নিবদ্ধ, স্থির। এক মুহূর্ত তার পাথুরে মুখ দেখল জেফ, তারপর আলো দুটোর অবস্থান, দূরত্ব। করণীয় স্থির করে ফেলেছে মুহূর্তে। বারের এক মাথায় একটা বন্ধ দরজা দেখল সে। কি আছে ওপাশে? বাইরে যাওয়া যাবে ও পথে?

'হ্যাঁ, তোমার দলে।'

'কে সে?'

'তার হাতেই পেরোলের টাকা দিয়েছিল আজ ফিলিপ হেয়ার, ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। সে লোক এখানে কি করে এল বুঝতে পারছি না আমি।'

'কে সে?' হুঙ্কার ছেড়ে উঠল শেরম্যান।

এবারও সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গেল মরিস। 'আসার সময় পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু কি দৈব-সংযোগ, তার অ্যাকর্ডিয়ানের সুরই শেষ পর্যন্ত পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে।'

বিদ্যুৎবেগে জেফের দিকে ঘুরল চার্লি। চেহারায় সীমাহীন সন্দেহ আর অবিশ্বাস। 'জেফ।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মরিস। 'অতীতে বি সি. অ্যান্ড টি-র লোক ছিল ও, আজই আবার নতুন করে যোগ দিয়েছে।'

সবার অলক্ষ্যে কোটের তলা থেকে হাত বের করে এনেছে ততক্ষণে জেফ। মুঠোয় ধরে আছে ধার করা অস্ত্রটা। গুলি করল ও দূরের আলো লক্ষ্য করে। চিমনি চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। আলো নিভে গেল। গড়িয়ে পড়া তেলের সাথে মিতালী করে আগুন নেচে বেড়াতে থাকল টেবিলের ওপর। পরমুহূর্তে সাঁৎ করে ডান হাত বাড়াল জেফ, গান ব্যারেলের আঘাতে বারের ওপরকার আলোটাও গুঁড়িয়ে দিল।

অন্ধকারে ডুবে গেল সেলুন।

নিজের অবস্থান থেকে চট্ করে খানিকটা সরে গেল জেফ, হাত থেকে ছেড়ে দিল অ্যাকর্ডিয়ান। বাঁ হাতে বারের ওপর হাতড়াতে শুরু করল ব্যস্ত হয়ে। পাওয়া গেল চাবিটা। ওর পায়ের চাপে কুড়মুড় শব্দে গুঁড়ো হলো ভাঙা চিমনির কাঁচ। কোল অয়েলের কড়া গন্ধ ঝাপ্টা মারল নাকে। কেউ গুলি করল। এতক্ষণ যেখানে ছিল সে, তার কাছেই ঠক্ করে বিঁধল ওটা বারের গায়ে।

চাবি মুঠোয় নিয়ে এক লাফে বারের ওপর চড়ে বসল জেফ, পরক্ষণে আরেক লাফে ওপাশে পড়ল গিয়ে। ভেতরে হুলস্থূল শুরু হয়ে গেছে, ধুপ্ ধাপ্ আওয়াজে পুরো সেলুন কাঁপিয়ে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে শেরম্যানের ক্রুরা। এটা-ওটার সাথে ঘা-গুঁতো খেয়ে নানান অব্যক্ত শব্দ করছে। হেঁড়ে কণ্ঠে কি যেন বলে উঠল চার্লি, বুঝতে পারল না জেফ। চার হাত-পায়ে দ্রুত ডিকির অবস্থানের দিকে চলল সে। সামান্য তফাতে কেউ একজন 'হুঁক্' করে আছড়ে পড়ল একটা চেয়ারের ওপর, তারপর 'মড়াৎ' শব্দে ওটা চুরমার করে দিয়ে সটান মেঝেতে। 'ড্যাম!'

আরও কয়েকটা গুলির আওয়াজ উঠল। এলোপাতাড়ি গুলি

ছুঁড়ছে মানুষগুলো। 'কেউ দরজার কাছে থাকো!' চেঁচিয়ে উঠল একজন, জেফের মনে হলো চার্লি।

'ওই যে পালাচ্ছে!' চেঁচাল আরেক লোক। পরক্ষণে গর্জে উঠল অস্ত্র।

'ড্যাম ইট!' সশব্দে ঢোক গিলল কেউ। 'গিয়েছিলাম আরেকটু হলে! অ্যাই, সাবধানে।'

কে যেন জ্বলন্ত টেবিলটা উল্টে দিল। সামান্য আলোর যে আভাসটুকু ছিল, নিভে গেল মুহূর্তে। জেফের মনে হলো কিড, কিন্তু নিশ্চিত হওয়া গেল না এত হুড়োহুড়ির মধ্যে। ডিকির অবস্থানে পৌঁছে চাপা কণ্ঠে তার নাম ধরে ডাকল ও। খুব কাছেই আবার গুলি হলো, মাযল্ ফ্ল্যাশের আলোয় আগের জায়গাতেই মরিসকে আহাম্মকের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। শালা মরবে! ভাবল জেফ বিলিংটন। চাপা গলায় ডাকল আবার। 'ডিকি!'

'এই যে!' সাড়া দিল কিশোর ওর দু'হাতের মধ্যে।

হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ ধরল সে। 'বাক্সটা দাও, এটা ধরো,' চাবিটা ওর হাতে গুঁজে দিল জেফ। শু বক্সের ভেতরটা দ্রুত হাতড়ে দেখে নিল। সন্তুষ্ট হয়ে ঠেলে দিল ওটা বারের নিচে। 'বারের কাছের দরজা দিয়ে বাইরে যাওয়া যাবে?'

'যাবে,' বলল কিশোর।

'ফোরট্রেস চেনো তুমি, যেখানে...'

'হ্যাঁ, চিনি।'

কি করতে হবে অল্প কথায় তাকে বুঝিয়ে দিল জেফ। মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ভেব না। ওদের বের করে আনব আমি।' নিমেষে অন্ধকারে হারিয়ে গেল সে। দরজা খোলার মৃদু শব্দ হলো। মাথা তুলল জেফ সন্তর্পণে। শেরম্যান বাঞ্চের মানুষগুলো সব ঘরের আরেক প্রান্তে গিয়ে জড়ো হয়েছে মনে হলো। সেদিক লক্ষ্য করে আরেকটা মূল্যবান বুলেট খরচ করল সে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কয়েকটা গানফ্লেম, প্রত্যেকটা গুলি বারের গায়ে বিঁধল। ভাঙাচোরা

কাঠ ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

একটা কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল, 'বেরিয়ে এসো আড়াল থেকে, বিলিংটন। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?' চার্লির গলা।

'পাচ্ছি।'

'পালাতে পারবে না তুমি। কাজেই ঝামেলা না বাড়িয়ে সারেন্ডার করো, ম্যান। বুদ্ধির পরিচয় দাও।'

'এসে ধরে নিয়ে যাও,' জবাব দিল জেফ। পরক্ষণে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে যোগ করল, 'ডিকি, সরে বোসো! গুলি চালাতে অসুবিধে হচ্ছে আমার।'

'দেখো, জেফ, ডিকিকে যদি তুমি ভালবাস, তাহলে আরেকবার ভাল করে ভেবে দেখো। ও জখম হতে পারে।'

সাড়া দিল না ও। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটল। ফের কথা বলে উঠল চার্লি, 'তোমরা কয়েকজন বারের দিকে যাও। দুই দিক থেকে ঘিরে ফেল ওদের। ক্রসফায়ারের মাঝে ফেলে...'

'পাগল!' বাধা দিয়ে কে একজন বলে উঠল। 'অন্ধকারে নিজেরা নিজেদের গুলি খেয়ে মরি আরকি! তুমি যাও, চার্লি।'

ঝাঁঝিয়ে উঠল লীডার। 'সারারাত এদের নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে নাকি? বুঝতে পারছ না সময় নষ্ট করছে লোকটা? চলো, সবাই মিলে ঘেরাও করি।'

কেউ নড়ল বলে মনে হলো না। কোন আওয়াজ নেই। সবাই নীরব। জানে, যে-ই আগে জেফের কাছে পৌঁছবে, তারই গুলি খাওয়ার ষোলো আনা চান্স আছে। লোকটা নিরস্ত্র থাকলে কোন কথাই ছিল না। যদিও ব্যাপারটা বিশেষ স্বস্তি দিল না বিলিংটনকে। লোকগুলো তাকে পাকড়াও করার মরিয়া চেষ্টা একটা অবশ্যই করবে, জানে সে। কারণ সবার মনের মধ্যেই ভয় রয়েছে, যে কোন মুহূর্তে কন্স্ট্রাকশন ক্যাম্প থেকে দলবল নিয়ে হাজির হতে পারে ফিলিপ হেয়ার।

'অল রাইট, চার্লি,' বলে উঠল মনটানা কিড। 'আমাকে দেখতে দাও ব্যাপারটা। গুলি কোরো না তোমরা কেউ।'

জবাব দিল না চার্লি। এদিকে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষায় আছে জেফ। মত কি বদলেছে ম্যাক? কোন পক্ষ নেবে ও?

'আরে!' কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। 'ছেলেটা তো বাইরে! ওই তো পালাচ্ছে, না, ফোরট্রেসের দিকে যাচ্ছে মনে হয়!'

'ধরো হারামজাদাকে!' হুঙ্কার ছাড়ল চার্লি শেরম্যান। 'গুলি করে খুলি উড়িয়ে দাও ওর!'

নড়ে উঠেছিল কয়েকজন, ভয় দেখাবার জন্যে গুলি করল জেফ। কাজ হলো। খোলা দরজার দিকে এগোতে আর কাউকে উদ্যোগী হতে দেখা গেল না। ম্যাক কোথায় গেল? সাড়া নেই কেন ওর? আরেকটা গুলি ছুঁড়ল সে। বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল কেউ, ভারী দেহের পতনের ভারে কেঁপে উঠল সেলুন।

আর মাত্র একটা বুলেট আছে ওর রিভলভারে।

প্রথম গুলির শব্দে শক্ত হয়ে গেল ফিলিপের হবু জামাই, আর্থার লেইডল। কান খাড়া করল। প্রায় একই সঙ্গে আরও কয়েকটা গুলি হলো। খুশি হয়ে উঠল সে। নিশ্চই কন্স্ট্রাকশন ক্যাম্প থেকে লোকজন নিয়ে ফিরে এসেছে পেগির বাবা, চড়াও হয়েছে সেলুনের ওপর। পাশে তাকাল সে, 'পেগি! শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' ভীত, কাঁপা গলায় জবাব দিল মেয়েটি। 'ও নিশ্চই জেফ। বিপদে পড়েছে মনে হয়।'

'না। রেসকিউ পার্টি।'

'হতে পারে না। ওরা এলে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া যেত। ওটা জেফ, ওরা হয়তো ঘিরে ফেলেছে লোকটাকে।'

অস্থির হয়ে উঠল ওরা দু'জন, ভেবে পাচ্ছে না কি করবে। যে সব আইডিয়া মাথায় আসছে, তার একটাও কোন কাজের নয়।

ভেবে হতাশ আর্থার। গুলি করে দরজা ভাঙবে, সে সাহসও হয় না। যদি শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ডাকাতদল এদিকে ছুটে আসে, বিপদ তাহলে আরও বাড়বে। দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল সে।

'কি করা যায়?' পিছন থেকে বলে উঠল পেগি।

'ভাবছি গুলি করে দরজা...' বাইরে খুট্ খাট্ আওয়াজ উঠতে থেমে গেল লেইডল। 'কে?'

জবাব নেই।

বাইরে দেখার চেষ্টা করল সে। 'কে বাইরে? জবাব দাও, নইলে গুলি করব আমি।' পিস্তল তুলল কোমর বরাবর। তার ধারণা চার্লির লোক এসেছে ওদের ধরে নিয়ে যেতে। 'নাম বলো!'

'আমার নাম অ্যাডামস। ডিকি অ্যাডামস। আমি তোমাদের মুক্ত করতে এসেছি, মিস্টার।'

দরজার একটা পাল্লা খুলে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। 'জলদি বের হও। ওরা আসছে।' দূরে তিনজোড়া ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ উঠতে তটস্থ হয়ে উঠল সে। 'জলদি! এসে পড়েছে লোকজন!'

ঠিক তখনই ফোরট্রেসের কোনা ঘুরে উদয় হলো তিন আউটল। বাইরে পা রাখার সাথে সাথে ওই দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে গেল আর্থার লেইলড, ভুলেই গেল হাতের অস্ত্রটার কথা। লোক তিনটে তখন বড়জোর বিশ-পঁচিশ গজ দূরে। আচমকা হলুদ স্লিকার পরা আরেকটা দেহ উড়ে এসে পড়ল যুবকের সামনে। এ এসেছে উল্টোদিক থেকে। ঝুপ্ করে সামনে লাফিয়ে পড়েই তার হাত থেকে অস্ত্রটা কেড়ে নিল সে, পলকে ঘুরে পর পর দুটো গুলি করল লোকগুলোকে লক্ষ্য করে।

দৌড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ল এক আউটল। বাকি দুটো থমকে গেল, সঙ্গীর দিকে তাকাল বোকার দৃষ্টিতে, তারপর ঘুরেই ছুট্। এদিকে পড়ে পড়ে হাত-পা দাপড়াচ্ছে আহত লোকটা।

অবাক হয়ে আগন্তুককে দেখল ওরা তিনজন।

একটা মেয়ে!

এগারো

জায়গায় জমে বসে আছে জেফ বিলিংটন। নিজেকে গোপন রাখতে ব্যর্থ হয়েছে ডিকি, চোখে পড়ে গেছে। গুলি খাওয়ার ভয় কাটিয়ে ওরা ধাওয়া করেছে তাকে। কি ঘটে ভেবে উদ্বিগ্ন ও। সেলুনে কেউ আছে কি না কে জানে! থাকলেও সাড়া দিচ্ছে না। হাত-পা একটু একটু কাঁপছে জেফের, এখন মনে হচ্ছে ওকে না পাঠিয়ে তারই যাওয়া উচিত ছিল। কতক্ষণ হলো গেছে ছেলেটা? কয় ঘণ্টা, কত যুগ?

এমন সময় বাইরে গুলির আওয়াজ শুনে চমকে উঠল সে, রক্ত চলাচলের গতি কমে এল। নিশ্চই ওরা ছেলেটাকে...বাইরে দুই জোড়া ছুটন্ত পায়ের শব্দে সচকিত হলো। সামনের পোর্চে ধুপ্ ধাপ্ বুটের শব্দ উঠল, পরমুহূর্তে সেলুন কাঁপিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল দু'জন।

'ওরা বেরিয়ে গেছে!' চেঁচিয়ে উঠল একজন। 'দরজা খুলে দিয়েছে হারামজাদা ডিকি! মেয়েটা...মেয়েটা গুলি করেছে রোকোকে!'

মেয়েটা? তাজ্জব হয়ে ভাবল জেফ, গুলি তাহলে পেগি ছুঁড়েছে? উল্টে পড়া টেবিলের কাছেই চার্লির বিশাল বপু নড়ে উঠল। 'অনেক হয়েছে!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'বিলিংটনকে ধরো! শুনতে পাচ্ছ তোমরা? ওকে ধরে আনো!'

অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ উঠল, চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে ওরা। ঘিরে ফেলতে চাইছে জেফকে।

'ভয় পেয়ো না, জেফ,' মনটানা কিড বলে উঠল বাঁ দিকের কোথাও থেকে। 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে আসছি, ইজি।'

উঠে পড়ল জেফ, সাবধানে বারের কিনারা থেকে উঁকি দিল। এরমধ্যে ফের শুরু হয়ে গেছে গোলাগুলি। কিডকে অস্পষ্ট দেখতে পেল ও ডানদিকে, গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এদিকে আসার চেষ্টা করছে। গ্যাঙের অন্যরা গুলি করছে ওকে তার গানফ্ল্যাশ সই করে। কিন্তু সুবিধে হলো না, ঝড়ের বেগে জেফের কাছাকাছি পৌঁছে গেল কিড। হামাগুড়ি দিয়ে বসে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল, আরও দুটো গুলি ছুঁড়ল। কেউ একজন আছড়ে পড়ল হুড়মুড় করে। শেষ বুলেটটা এক ছায়ার ওপর খরচ করল জেফ। পড়ে গেল সেটাও। বারের আরেক মাথা ঘুরে এপাশে পৌঁছে গেল কিড।

'ইজি, জেফ,' আশ্বস্ত করল সে ওকে। 'ইজি।'

'বুলেট! বুলেট শেষ হয়ে গেছে আমার।'

নিজের গানবেল্টের লুপ থেকে এক মুঠো বুলেট বের করে ওর হাতে ধরিয়ে দিল কিড। ক্রমে এগিয়ে আসতে থাকা এক জোড়া পায়ের আওয়াজ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। জেফ রিলোডিঙে ব্যস্ত। কাজ শেষ হতেই উঠে দাঁড়াল সে, এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করল চারদিকে। এই সুযোগে নিজের গান রিলোড করে নিল কিড, দু'জনে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে লড়ে যেতে থাকল।

মন আনন্দে গেয়ে উঠল বিলিংটনের। লড়াইয়ের পরিণতি নিয়ে এ মুহূর্তে ভাবছে না সে, ভাবছে কিডের কথা। এতদিনের কষ্ট সফল হয়েছে তার, শেষ পর্যন্ত ও তাকে ন্যায়ের পথে নিয়ে আসতে পেরেছে, সেই খুশিতে মন হাসছে। অনেক বড়, অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে জয়ী হয়েছে জেফ বিলিংটন। ম্যাককে সঠিক পথে আনার জন্যে অনেক করেছে সে, আজ তার সুফল মিলেছে। অন্য কিছুর

সাথেই এর তুলনা চলে না। অন্ধকারে তাকে এক নজর দেখার চেষ্টা করল সে।

মেঝেতে কি যেন ঘষা খাচ্ছে শুনে দ্রুত বাস্তবে ফিরে এল জেফ। টেবিল কাৎ করে শেল্টার বানিয়েছে চার্লির ক্রুরা, ওগুলো সামনে রেখে বেশ নির্ভয়ে বারের দিকে এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। তিনদিক থেকে আসছে ওরা। চার্লির জয় এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার। সামনে, ডানে-বাঁয়ে ক্রমাগত ঝল্সে ঝল্সে উঠছে গান মায্ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে ওরা। গোলাগুলির তীব্র আওয়াজ ছাপিয়ে শেরম্যানের খ্যাকানি শোনা যাচ্ছে, অনবরত উৎসাহ জুগিয়ে চলেছে ক্রুদের।

'তৈরি হও, জেফ,' কানের কাছে মুখ এনে চেঁচিয়ে বলল মনটানা কিড। 'ধরা মনে হয় পড়তেই হবে।'

এসে পড়ল ওরা।

ঘিরে ফেলেছে। আচমকা অনেকগুলো কালো কাঠামো লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্ধের মত। গুলি ছুঁড়ছে এলোপাতাড়ি। ধোঁয়ায় দম আটকে আসছে জেফের, ভয়ঙ্করভাবে কাশতে শুরু করল সে। কেউ পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল ওকে। ঝটকা মেরে নিজেকে মুক্ত করল জেফ, অস্ত্রের বাঁট ঘুরিয়ে আন্দাজে মারল সমস্ত শক্তি দিয়ে। যত জোরে মেরেছিল, ঠিক ততটাই জোর ঝাঁকি লাগল হাতে, 'ঠকাশ্!' আওয়াজ উঠল। গলা ফাটিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল লোকটা, এলোমেলো পায়ে পিছিয়ে গেল দু'হাতে মাথা চেপে ধরে।

বাঁ দিকে তুমুল হুটোপুটির আওয়াজ শুনে দ্রুত এগোল ও। দু'জন মেঝেতে ঠেসে ধরেছে কিডকে, ছাড়া পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি করছে সে। ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল জেফ, এমন সময় বাইরে থেকে পরিচিত এক কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল, 'উড়িয়ে দাও! সেলুন

উড়িয়ে দাও!!'

জ্যাক ডুরান্ট! আচমকা বজ্রপাত ঘটল যেন, একসাথে অনেকগুলো রাইফেল হুঙ্কার ছেড়ে উঠল। সমস্ত আওয়াজ ছাপিয়ে উঠছে জ্যাকের হুঙ্কার, সারেন্ডার করার নির্দেশ জানাচ্ছে সে চার্লিকে। অনেক মানুষের পদভারে থর থর করে কাঁপছে সেলুন। ভেতরের লোকসংখ্যা হঠাৎ করে দিগুণ হয়ে গেল যেন। এলোপাতাড়ি দৌড়-ঝাঁপ চলছে চারদিকে।

'গুলি কোরো না!' চেঁচিয়ে বলল শেরম্যান। 'গুলি বন্ধ করো! আমরা সারেন্ডার করছি। এই যে…এই যে আমার গান!' মেঝেতে ঠক ঠক আওয়াজ উঠল। তারপরই আচমকা কবরের নীরবতা নেমে এল পরিবেশে। নড়ছে না কেউ।

আবার হেঁকে উঠল ডুরান্ট বাজখাঁই গলায়। 'সবাই অস্ত্র ফেলে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও! কেউ একটা গুলি করলে আমি পঞ্চাশটা করব। হারি আপ!'

সাথে সাথে পালিত হলো নির্দেশ। অন্ধকারে অনেক জোড়া পায়ের আওয়াজ উঠল, তার সাথে মেঝেতে অস্ত্র সমপর্ণের।

'ল্যাম্প খুঁজে বের করো তোমরা কেউ, বয়েজ,' বলল ট্রাবলশূটার। 'আলো জ্বালো।'

মিনিট দুয়েক পর জ্বলল আলো। ওটা বারের ওপর রাখল তার কাউবয়দের একজন। চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল জেফ বিলিংটন। পুরো এক ডজন কাউবয় রয়েছে জ্যাকের সাথে। চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে তারা শেরম্যান আউটফিটের ক্রুদের— রাইফেল প্রস্তুত সবার হাতে।

'অল রাইট, বাকোজ!' বলে উঠল ডুরান্ট। 'পিছিয়ে যাও সবাই। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও!'

এবারও সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালিত হলো। ফ্লোরে তিনটে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখল জেফ। একজন লালচে দাড়িওয়ালা।

লোকটাকে এখানে আসার সময় ট্রেইলে দেখেছে সে। দ্বিতীয়জনকে চেনে না। তৃতীয় দেহটা মরিসের। ওদিকে দেয়াল ঘেঁষে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছে চার্লির ক্রুরা। একজনের এক হাত ভাঙা, অন্য তিনজনের সারামুখ রক্তাক্ত। কিন্তু কারও কোন বিকার নেই, এসবে অভ্যস্ত ওরা।

পায়ে পায়ে ক্লার্কের মৃতদেহের কাছে এসে দাঁড়াল ট্রাবলশূটার। বুটের ডগা দিয়ে খোঁচা দিল তার পাঁজরে। 'মরিস!' ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করল সে।

'চার্লির স্পাই,' বলল জেফ বিলিংটন।

মুখ তুলল লোকটা। 'ঠিক বলেছ।'

'জেফ…?' দুর্বল গলায় ডেকে উঠল কিড।

চোখ কুঁচকে এদিক ওদিক তাকাল ও। বারের সাথে তাকে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখল। বুকের কাছে শার্ট রক্তে ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে কিডের, জায়গাটা দু'হাতে চেপে ধরে আছে সে। চেহারা বিকৃত। জেফের সাথে চোখাচোখি হতে হাসির ভঙ্গি করল কিড। এই সময় ডিকিকে পিছনে নিয়ে ভেতরে ঢুকল ক্যারেন। এক পলকে ভেতরের পরিস্থিতি বুঝে নিল সে, সোজা গিয়ে কিডের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। কাঁধ ধরে তার মাথাটা আলতো করে নিজের কোলে রাখল।

কেশে উঠল ম্যাক। রক্ত বের হলো কাশির সাথে, বাঁ কষা বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করল। জেফের দিকে তাকাল সে। সারামুখে ঘাম জমেছে। দৃষ্টিতে ক্লান্তি। চোখ মেলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে তার। 'তুমি খুব সুন্দর বাজাও, জেফ,' টেনে টেনে বলল। 'ওল্ড ম্যানের সবগুলো…টিউন, চমৎকার বাজাও তুমি।'

ওর পাশে বসে পড়ল সে। চেহারায় বিষাদ। 'খুব জখম হয়েছ তুমি!'

'ভালই হলো!' করুণ এক টুকরো হাসি ফুটল কিডের ভেজা ঠোঁটের প্রান্তে। 'চাইলেও তো সুস্থ জীবনে ফেরার পথ ছিল না

আমার। আইনের হাত যে অনেক লম্বা, জেফ। আফসোস! বৃথাই এত কষ্ট করলে তুমি···আমার জন্যে। সব···বিফলে গেল।' ঘন ঘন দম নিতে শুরু করল ম্যাক, কথা বলার শক্তি ফুরিয়ে আসছে। 'নিজের···ভুল বুঝতে···পেরেছিলাম···জেফ। কিন্তু অনেক···দেরিতে। ভাল···ইনজুন···আমার মধ্যেও···ছিল···বোধহয়। হ-হয়তো···সেইজন্যেই···ডিকিকে বাঁচিয়ে···ছিলাম···নিশ্চিত···মি-মৃত্যুর হাত থেকে।'

আবার কাশতে শুরু করল সে। কাশির সাথে দমকে দমকে বেরিয়ে আসছে রক্ত। হঠাৎ করে স্থির হয়ে গেল ম্যাক, মাথা এক পাশে হেলে পড়ল। চোখ তুলে জেফের দিকে তাকাল ক্যারেন। চাউনি শূন্য, স্থির। ফ্যাকাসে চেহারায় অল্প অল্প ঘাম জমেছে, তবে কাঁদছে না সে। জেফ বিলিংটনের মুখের ভাব দেখে মন বোঝা কঠিন। ম্যাককে তার একটা প্রশ্ন করার ছিল—লাইনের কোথায় ঘটেছিল ভুলটা, কে দায়ী সে জন্যে? কার দোষে আইনের বেঁধে দেয়া সীমানা অতিক্রম করেছিল ও? হলো না।

পেগি ও তার সঙ্গী ঢুকল ভেতরে। ওদিকের কাজ সেরে বারের দিকে এগিয়ে এল ডুরান্ট। ঝুঁকে ক্যারেনের কোলে শোয়া ম্যাককে দেখল ভাল করে। চিনতে কিছু সময় লাগল ট্রাবলশূটারের। 'মনটানা কিড না?' বাতাসে প্রশ্ন ছুঁড়ল সে। 'এ-ও তাহলে ছিল চার্লির আউটফিটে?'

'শেষ সময়ে ছিল না,' বলল জেফ আনমনে।

ওকে দেখল ডুরান্ট। 'ও তোমাকে আগে থেকে চিনত নাকি, জেফ? কি যেন বলল তখন কিড ওর ওল্ড ম্যানের ব্যাপারে?'

'চিনত,' মাথা দোলাল অন্যমনস্ক জেফ।

'কি করে?'

মৃত মুখটা আরেকবার ভাল করে দেখে নিল সে। 'ও আমার ভাই। ছোট ভাই, ম্যাক বিলিংটন।'

রাজ্যের বিস্ময় বাসা বাঁধল ট্রাবলশূটারের চেহারায়। দৃষ্টি একটু একটু করে নরম হলো। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লোকটা। 'এতদিনে বুঝলাম! এই কথাটা কেন পাঁচ বছর আগেই আমাকে জানাওনি, জেফ?'

'তাতে কি কিছু আসত-যেত?'

এক মুহূর্ত ভাবল সে। মাথা দুলিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'না। মনে হয় না।' খানিক বিরতি দিল। 'আমি দুঃখিত।'

'যাওয়ার আগে একটা ভাল কাজ করে জীবনের সমস্ত পাপ ধুয়েমুছে দিয়ে গেছে ও,' মৃদু কণ্ঠে, আপনমনে বলল জেফ। অ্যাকর্ডিয়ান কাঁধে তুলে ডিকির চুলে হাত বুলিয়ে দিল আদর করে। 'তুমি খুব সাহসী ছেলে। ওয়েলডান।'

বারের তলায় হাত ভরে ওর শু বক্সটা বের করল জেফ। ঢাকনা তুলে বাদামী কাগজের প্যাকেটটা হাতে নিল। 'ফিলিপ কোথায় এখন, জ্যাক?' প্রশ্ন করল সে।

'এন্ড অভ স্টীল।' প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'অপেক্ষা করো। আমরাও যাব ওখানে।' নিজের সঙ্গীদের দিকে ফিরল। 'বয়েজ! এদের স্যাডল থেকে দড়ি সংগ্রহ করে বাঁধো সব ক'টাকে। ঘোড়া ছেড়ে দাও। এই আউটফিট আর কোনদিন রাইড করবে না। আমাদের যে ক'টা ঘোড়া আছে, তাতে ডবল করে নিয়ে যাব আমরা এদের।'

কাজে লেগে পড়ল মানুষগুলো। একজন মেঝেতে পড়ে থাকা অস্ত্রগুলো কুড়িয়ে বারের ওপর জড়ো করল। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা চার্লি শেরম্যানকে দেখল জেফ বিলিংটন। অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সে। কাউবয় ক্রুরা বাইরে থেকে দড়ি জোগাড় করে এনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আহত ছাড়া অন্য সবাইকে কষে বেঁধে ফেলল পিছমোড়া করে। সবই দেখছে জেফ, আবার কিছুই দেখছে না। সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে ওর। তবে

কিডের ব্যাপারে ষোলো আনা সচেতন। ক্যারেন ফেলিক্সের ব্যাপারেও।

ডুরান্ট এসে দাঁড়াল ওর পাশে। নিচু গলায় অন্য মৃতদেহগুলো দেখিয়ে বলল, 'ছেলেদের কয়েকজনকে এখানে রেখে যাচ্ছি আমি এদের কবর দেয়ার জন্যে।' ম্যাককে দেখাল ইঙ্গিতে। 'ওকেও কি…?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল জেফ। 'ও এদেরই সাথে রাইড করত।'

চার্লিসহ অন্যদের সেলুন থেকে বের করে নিয়ে গেল কাউবয়রা। বাইরে তখনও ভোরের আলোর দেখা নেই। অতিরিক্ত চাপ পড়ায় স্যাডল লেদার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করছে। সন্তুষ্টমনে মাথা ঝাঁকাল ট্রাবলশূটার। 'যাক! আর কোন সমস্যা থাকল না বি.সি.অ্যান্ড টি-র।'

এন্ড অভ স্টীল। ভোরের মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন। একটু আগে পৌঁছেছে এখানে। বিশেষ ট্রেন। একটা প্যাসেঞ্জার কোচের জানালার পাশের সীটে বসে আছে জেফ বিলিংটন। ডিকি পাশে ছিল, এইমাত্র উঠে গেছে ক্যাম্প ঘুরে ফিরে দেখবে বলে।

গাড়ি ফাঁকা। কেউ নেই। অনেক আগেই নেমে গেছে বিশেষ ট্রেনের যাত্রীরা। ও একা বসে আছে। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। নুগেটের কাজ সেরে ওরা প্রায় সবাই ফিরে গিয়েছিল জাংশন সিটি। ক্যারেন যায়নি। ম্যাকের শেষকৃত্যের জন্যে থেকে গেছে। জাংশন সিটিতে দেরি করেনি ওরা। চার্লি ও তার সঙ্গীদের জেলে ভরে দিয়েই রওনা হয়ে গেছে। জ্যাকের গলা শুনে মাথা তুলল সে।

'যা ভেবেছি! তুমি এখনও বসে আছ গাড়িতে? এসো, এসো! চীফ তোমার অপেক্ষায় আছে।'

অ্যাকর্ডিয়ান কাঁধে নিয়ে উঠে পড়ল জেফ। 'চলো।'

পাশের লাইনে নিজের কোচে বসে ছিল ফিলিপ হেয়ার, ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়াল সাগ্রহে। 'হ্যালো, জেফ!'

কালকের থেকে আজ আরও বয়স্ক দেখাচ্ছে কন্সট্রাকশন চীফকে। তবে চেহারায় স্বস্তির ভাবও উপস্থিত। তার দু'পাশে বসা মেয়ে ও হবু জামাই। কৃতজ্ঞতা জানাল তারা ওকে। দু'জনের উদ্দেশে নড করল জেফ। শীপস্কিন কোটের পকেট থেকে প্যাকেটটা বের করে চীফের দিকে এগিয়ে ধরল।

'থ্যাঙ্কস, জেফ। বোসো, এক মিনিট।' ট্রাবলশূটারের দিকে ঘুরল সে। 'মরিসের যা যা আছে সব ওর মার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। জাংশন ফিরেই ওগুলো পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

সস্নেহ দৃষ্টিতে ডুরান্ট ও জেফকে দেখল লোকটা। 'তোমাদের দু'জনকেই অনেক অনেক ধন্যবাদ, বয়েজ। অনেক করেছ তোমরা। দুটো ব্যাপার মনে রেখো, আমি তোমাদের দু'জনের প্রতি কৃতজ্ঞ। আজকের কথা ভুলব না কোনদিন। জেফ, খবর পেলাম আমার প্রমোশন হতে যাচ্ছে। খুব শীঘ্রি পুবে চলে যেতে হবে আমাকে।'

একটা হাত রাখল সে বিলিংটনের কাঁধে। 'যাওয়ার আগে আমার পদটা যাতে তোমাকে দেয়া হয়, সে ব্যবস্থা করে যাব আমি।' হাসি ফুটল তার মুখে। 'পদটা তোমার পাওনা হয়েছে।'

শ্রাগ করল ও। খুশি। প্রাপ্যর চাইতেও বেশি মনে হলো ব্যাপারটা। 'ধন্যবাদ, চীফ।'

'আমাকে ধন্যবাদ জানানোর প্রয়োজন নেই। বলেছি তো এ তোমার পাওনা। জ্যাকের মুখে নুগেটের সমস্ত ঘটনা শুনেছি আমি। পেগি-আর্থারের মুখেও। তোমার ছোট ভাইর মৃত্যুর খবরও শুনেছি। আমি তার ব্যাপারে দুঃখিত। তবে ভাবছি, মরে যাওয়া ভালই হয়েছে ওর জন্যে। নইলে কম করেও বিশ বছর জেলের ঘানি টানতে হত ওকে চার্লির সাথে। কিন্তু…ঠিক বুঝে উঠতে

পারছি না, তোমার ভাই শেষ সময়ে পক্ষ বদল করল কেন?'

'কি জানি?' মৃদু কণ্ঠে বলল ও।

'তোমরা যদি কাজটা করতে ব্যর্থ হতে,' হাসল ফিলিপ। 'আমি যেতাম নুগেট।'

বিস্মিত হলো জেফ। 'তুমি কি করে জানলে ওখানকার কথা?'

হাসি চওড়া হলো তার। 'কৃপার এসেছিল।'

'কৃপার!!!' জোর এক ঝাঁকি খেল ও। 'কোথায় লোকটা, ফিলিপ?'

ওকে হঠাৎ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখে অবাক হলো কন্স্ট্রাকশন চীফ। 'আছে হয়তো আশেপাশে কোথাও। কেন?'

শক্ত হয়ে গেল ট্রাবলশূটার। দ্রুত চোখাচোখি হলো তার জেফের সাথে। 'ওকে তোমার আটক করা উচিত ছিল,' বলল ডুরান্ট।

'কেন!'

ওদের কারও কথা কানে যাচ্ছে না বিলিংটনের। চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল ও। ডেকে উঠল চীফ, 'কোথায় চললে তুমি?'

উত্তর দিল না সে। বিড়বিড় করে বারবার বলতে লাগল, 'ডিকিকে পেলে খুন করবে ও। ওকে পেলে মেরে ফেলবে কৃপার!'

'হেল্, ফিলিপ!' বলতে বলতে জেফের পিছু নিল ডুরান্ট।

ও ততক্ষণে নেমে পড়েছে কোচ থেকে। মাটিতে পা পড়ামাত্র ট্র্যাক ধরে তীরবেগে ছুটল সামনের দিকে।

বারো

ট্র্যাকের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে বিলিংটন। হাতে গান প্রস্তুত। বুঝতে পারছে জ্যাক ডুরান্ট আসছে পিছন পিছন, কিন্তু তাকাল না সে। লম্বা পায়ে প্রাণপণে ছুটছে, ক্রমে পিছিয়ে পড়ছে ট্রাবলশূটার।

দাঁড়াবার সময় নেই, পিছনে তাকাবার সময় নেই। ভয়ে, পরিশ্রমে ধড়ফড় করছে বুকের মধ্যে। ছেলেটাকে পেলে অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার এমন সুবর্ণ সুযোগ যে কৃপার ছাড়বে না, নিশ্চিত জানে জেফ। ওরই জন্যে দু'দু'বার অপদস্থ হতে হয়েছে তাকে। প্রথমবার যেমন-তেমন, পরেরবার আউটফিটের প্রত্যেকের সামনে চরম বেইজ্জত হতে হয়েছে। পাওয়া গেলে ঝাল ঝাড়ার এমন সুযোগ ছাড়বে কেন সে?

খানিক দূর গিয়ে থমকে থেমে পড়ল জেফ। এতবড় এক ক্যাম্পের কোথায় খুঁজবে সে লোকটাকে? অথবা ডিকিকে? এত মানুষের ভিড়ে কোথায় আছে কৃপার? কোথায়? গতরাতে নুগেটে ম্যাকের সাবধানবাণীর কথাগুলো মনে পড়ল তার। '... ও যেমন অহঙ্কারী, তেমনি হিংস্র। একভাবে না একভাবে এর মূল্য আদায় করেই ছাড়বে সে'।

কোথায় ডিকি অ্যাডামস?

ট্রেন থেকে নেমে কোনদিকে গিয়েছিল ছেলেটা? কোনদিকে?

মনে পড়ছে না…ও খেয়াল করেনি ব্যাপারটা। স্লেজ কাঁধে একদল ট্র্যাক লেয়ারকে দেখতে পেয়ে সেদিকে ছুটল জেফ। থেমে দাঁড়াল দলটা, ঘুরে তাকাল।

'একটা ছেলেকে দেখেছ তোমরা কেউ?' ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে। 'চোদ্দর মত বয়স? হ্যাংলা, বড় বড় চোখ?'

এক লোক তার তোবড়ানো হ্যাট সরিয়ে কপাল চুলকাল। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হয় দেখেছিলাম।'

'কোথায়, ম্যান? কোথায়? কখন?'

'বোর্ডিঙ ট্রেনের শেষ মাথার দিকে। তোমাদের ঘোড়াগুলোর কাছে।'

আবার ছুটল সে। পিছন থেকে ডুরান্ট ডেকে উঠল, কিন্তু দাঁড়াল না। দৌড়ের ওপর পিছনে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'বোর্ডিঙ ট্রেনের অন্য মাথায় যাও তুমি, জ্যাক! ডিকিকে খুঁজে পাও কি না দেখো। কথা পরে হবে।'

বুঝল সে। কোন প্রশ্ন না করে ঘুরে উল্টোদিকে দৌড়াতে শুরু করল। ছোটার ফাঁকে গানের লোড চেক করল জেফ—ছ'টা। ফুল লোডেড। ম্যাকের দেয়া বুলেট এগুলো। শেষবার রিলোড করার পর গুলি করার সুযোগ জোটেনি। অ্যাকর্ডিয়ান গতি কমিয়ে দিচ্ছে বলে ওটা ফেলে দিল সে। তারপর পড়িমরি ছুটল। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে থামল, এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। হাঁপাচ্ছে ঝড়ের বেগে।

তখনই দূর থেকে ভেসে এল গুলির শব্দ।

আঁতকে উঠল জেফ বিলিংটন। আওয়াজটা কোনদিক থেকে এসেছে বুঝে উঠতে পারল না। বোর্ডিঙ ট্রেনের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সে, জায়গাটা নির্জন। আরেকটু সামনে পাহাড় সমান উঁচু হয়ে আছে সাপ্লাই স্ট্যাক। রেল, টাই ইত্যাদির। তার ওপাশে টিম্বারের পাহাড়। ওটার সামান্য পরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে

কন্স্ট্রাকশন ক্যাম্প। পাকস্থলীতে ভয়ের একটা গিঁঠ অনুভব করল ও—কোথায় আছে ছেলেটা? কোনদিক থেকে এল গুলির আওয়াজ?

আন্দাজে ক্যাম্পের দিকে ছুটল সে আবার। রেলের স্ট্যাকগুলো পেরিয়ে টিম্বার স্ট্যাকের কাছে পৌঁছল। এবং থমকে দাঁড়াল। দুই টিম্বার স্ট্যাকের মাঝে ভাঙাচোরা পুতুলের মত উপুড় হয়ে পড়ে আছে ডিকি। রক্তাক্ত চেহারা। 'ডিকি!' এগোতে যাচ্ছিল জেফ, এমন সময় আরেকটা গুলির শব্দ উঠল। অনেক কাছে থেকে হয়েছে গুলিটা। ওর কানের পাশ দিয়ে গেছে। চোখের কোণে ধোঁয়ার আভাস ধরা পড়তে ঝট্ করে ঘুরে তাকাল সে। লোকটার ওপর সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল।

গজ পঞ্চাশেক দূরের এক ব্রিজ টিম্বারের প্রকাণ্ড স্তূপের আড়ালে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ছে কৃপার। মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল জেফ। আবার হলো গুলি। কোটের আস্তিনে হ্যাঁচকা এক টান অনুভব করল ও। কয়েক গড়ান দিয়ে আড়ালে সরে এল, উঠে পড়ল। উবু হয়ে ছুটল লোকটার অবস্থানের দিকে। এত রেগে আছে যে গুলি খাওয়ার ভয় আমলেই আনছে না। অবশ্য ভরসাও একটা আছে, জানে, ওর সামনে দাঁড়াবার হিম্মত কাপুরুষ কৃপারের নেই।

যে স্ট্যাকের আড়ালে অবস্থান নিয়েছে লোকটা, সেটার অন্য প্রান্তে এসে দাঁড়াল জেফ। মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু হবে ওটা। টিম্বারের দৈর্ঘ্যও সমান নয়, ছোট-বড়। অনেকগুলোর মাথা বেরিয়ে আছে। অস্ত্র ওয়েস্টব্যান্ডে গুঁজল ও, বেরিয়ে থাকা টিম্বারগুলোর ওপর পা রেখে সাবধানে উঠে যেতে থাকল। ওপরে চড়ে পা টিপে এগোল সামনের দিকে। ঠিক লোকটার অবস্থান সোজা তার মাথার ওপর এসে দাঁড়াল। আস্তে করে উঁকি দিল নিচে।

আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে কৃপার। অস্ত্র ধরা ডান হাত সামনে বাড়ানো। উঁকিঝুঁকি মেরে জেফকে খুঁজছে। তৈরি হলো সে। ডেকে উঠল, 'কৃপার! ওপরে তাকাও!'

চমকে উঠল লোকটা, ঝট্ করে মুখ তুলল। চোখাচোখি হলো দু'জনে। লোকটার দু'চোখে নগ্ন ঘৃণা দেখতে পেল বিলিংটন। নুগেটে ঠিক এই দৃষ্টিই দেখেছে সে তার চোখে। এবার যে লোকটা অস্ত্র ব্যবহার করবে, বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরি হলো না জেফের। তার দৃষ্টিতেই লেখা রয়েছে সে সিদ্ধান্ত। তবু অপেক্ষা করল ও, তার হাতের উত্থান দেখতে থাকল।

ভেতরে ঠাণ্ডা, ভয়ঙ্কর ক্রোধের তাণ্ডব চলছে। একদম শান্ত, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেফ সঠিক সময়ের অপেক্ষায়। কৃপারের অস্ত্র ফায়ারিং লাইন বরাবর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর হাত তুলেই ট্রিগার টেনে দিল। কৃপারের শার্টের বুকের একটা বোতাম অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার গুলি করল জেফ। ধুলো উড়তে দেখা গেল এবার তার কোটের—ঠিক হার্ট বরাবর জায়গা থেকে।

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল কৃপার। ধীরে ধীরে চিৎ হলো। সরাসরি জেফের চোখের দিকে তাকাল। কোনরকমে উচ্চারণ করল, 'ড্যাম ইউ!' পলকের জন্যে দু'চোখ ঝল্সে উঠল তার, পরক্ষণে ঘষা কাঁচের মত স্তিমিত, নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ল। হাত পা মেরুদণ্ড প্রচণ্ড আক্ষেপে টান্ টান্ হলো। তারপর আচমকা শিথিল হয়ে গেল। ওপর থেকে মৃতদেহটা দেখল জেফ কিছু সময়। রাগ পড়ে গেছে। মুখ তুলে বোর্ডিং ট্রেনের দিকে তাকাল।

তখনই ওটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জ্যাক ডুরান্ট। দৌড়ে আসছে। অস্ত্র কোমরে গুঁজে নেমে পড়ল জেফ বিলিংটন। এক ছুটে চলে এল ডিকির কাছে। একই মুহূর্তে ট্রাবলশূটারও পৌঁছল হাঁপাতে হাঁপাতে। 'কি হয়েছে ওর?'

'বিশেষ কিছু না,' মুখ না তুলে জবাব দিল সে। 'একটা বুলেট খুলির চামড়ায় ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেছে। গভীর নয় ক্ষত। ভাগ্য ভাল, আরেকটু নিচে গুলি লাগলে রেহাই ছিল না।'

ঝুঁকে ছেলেটাকে দেখল জ্যাক। 'তাও ভাল। সেই লোকটা

কোথায়?'

'ওখানে,' হাত তুলে স্থানটা দেখাল ও। 'মারা গেছে।'

'গুড।'

দূর থেকে একাধিক কণ্ঠের উত্তেজিত কথাবার্তার শব্দ আসছে। গুলির আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে এদিকে আসছে ওয়ার্কাররা। দু'হাতে পাঁজাকোলা করে অজ্ঞান কিশোরকে তুলে নিল জেফ। 'একে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। বেশ রক্ত ঝরেছে।'

'এসো আমার সাথে,' আগে আগে চলল ট্রাবলশূটার। দাঁড়িয়ে থাকা গতরাতের ওয়র্ক ট্রেনের ওপাশটা দেখাল হাত তুলে। 'ওখানে আছে ডাক্তার।'

খানিকদূর এগোতে পথের ওপর অ্যাকর্ডিয়ানটা পড়ে আছে দেখে তুলে নিল ডুরান্ট। একই সময় ওয়ার্কম্যানদের দলটার মুখোমুখি হলো ওরা। হাত তুলে তাদের কৃপারের অবস্থান দেখাল ডুরান্ট। 'ওখানে একটা লাশ আছে। ওটাকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করো।'

ডাক্তারের শ্যাকে পৌঁছল ওরা। জ্যাকের কথামত একটা টেবিলে ডিকিকে শুইয়ে দিল বিলিংটন। মাঝবয়সী ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে দেখল কিশোরের ক্ষত। 'জখম মারাত্মক কিছু নয়,' ওদেরকে আশ্বস্ত করল লোকটা। 'সেলাই প্রয়োজন নেই, শুধু ড্রেসিং করে দিলেই চলবে।'

এমন সময় বাইরে ট্রেনের ঘন্টী বেজে উঠতে শুনল বিলিংটন। ক্রমাগত বাজছে। ছেড়ে যাবে অল্পক্ষণের মধ্যে। 'ড্রেসিংটা তাড়াতাড়ি করে দাও, মিস্টার,' ডাক্তারের উদ্দেশে বলল সে। 'এখনই ট্রেনে উঠতে চাই আমি একে নিয়ে।'

চোখ তুলে ওকে দেখল ডুরান্ট। বিস্মিত হলেও কিছু জিজ্ঞেস করল না। ডাক্তারকে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখে বেরিয়ে এল ওরা দু'জন। জেফ শ্যাকের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। 'তোমার

অ্যাকার্ডিয়ান,' বলে জিনিসটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল ডুরান্ট। 'এখন আর এটা প্রয়োজন হবে না। অন্তত জীবিকার জন্যে।'

জেফ কিছু বলল না। জিনিসটা কাঁধে ঝোলাল।

'তুমি এই ট্রেনেই যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও আসছি।' হাত বাড়াল ট্রাবলশূটার। 'তোমার সাথে আবার কাজ করতে পারব ভেবে খুশি লাগছে, জেফ।'

হাসির ভঙ্গি করল সে। 'আমারও।' হ্যান্ডশেক করল।

ঘুরে পা বাড়াল ট্রাবলশূটার। হেলান দিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকল বিলিংটন। ক্লান্তিতে হাত-পা কাঁপছে অল্প অল্প। শ্যাকের ভেতরে ডাক্তারের গলা শোনা যাচ্ছে। কাজের ফাঁকে কথা বলছে মানুষটা একা একা। ওদিকে ট্রেনের ঘণ্টী বেজে চলেছে অনবরত। আরও দূরে কোথাও স্পাইকের সাথে হ্যামারের আঘাতের পর আঘাতের আওয়াজ উঠছে—রেল ধরে রাখার ক্ল্যাম্প বসানো হচ্ছে লাইনে।

সীটে হেলান দিয়ে বসে আছে জেফ বিলিংটন। ভেতরের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কেটে যাচ্ছে একটু একটু করে। ঢালু গ্রেড ধরে দ্রুত ছুটছে ওয়র্ক ট্রেন, নেমে চলেছে জাংশন সিটির দিকে। ওর পাশে বসা ডিকি অ্যাডামস। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। ওষুধের গন্ধ বের হচ্ছে তা থেকে। তাকে জানাচ্ছে ছেলেটা কি ঘটেছিল ক্যাম্পে।

'একবার আমার নাম ধরে ডাকল সে,' বলছে ডিকি। 'তারপর শিস বাজাল। ট্রেনের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল তখন লোকটা, ওয়ার্কারদের ক্যাম্পের কাছে। চেহারা দেখতে পাইনি, শুধু ডাক আর শিস শুনেছি। কে ডাকছে দেখার জন্যে গেলাম, দেখি সেখানে নেই লোকটা। আবার শিস বাজাল টিম্বার প্যইলের আরেক মাথা থেকে। এখন বুঝতে পারছি আমাকে কায়দা করে দূরে সরিয়ে নিয়ে

গিয়েছিল সে।'

'তারপর?' প্রশ্ন করল জেফ।

'গেলাম সেখানে। তারপর আর কিছু মনে নেই। আমি বুঝতেই পারিনি ওটা কূপার।'

তার কাঁধে মৃদু চাপড় মারল জেফ সস্নেহে। 'ভয় নেই। ও আর আসবে না।'

'আমি একটা আস্ত বোকা। কল্পনাই করতে পারিনি লোকটা এখান পর্যন্ত আসবে আমাকে...আমাকে...'

'ভুলে যাও ওর কথা, সান।' হাসি ফুটল বিলিংটনের মুখে। 'তুমি যদি চাও, এখন থেকে আমার সাথে থাকতে পারো তুমি।'

খানিক ভাবল কিশোর। 'আমি কারও বোঝা হতে চাই না। চার্লির আউটফিটে ঢুকতে বাধ্য হওয়ার আগে পর্যন্ত জুডিথ গ্যাপে কাজ করতাম। যেখানে হোক, একটা কাজ খুঁজে নিতে পারব আমি।'

'আমার বোঝা হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই তোমার,' বলল ও। 'তুমি আমার সাথেই কাজ করবে। রেলরোড্যর হবে আমার মত, আমার পার্টনার হবে।'

আবার ভাবল ও। হাসি ফুটল মুখে। 'পার্টনার! নিশ্চই! আমি রাজি।'

'গুড!'

ঘটাং ঘটাং শব্দে ট্রেন ছুটে চলেছে ট্র্যাক ঘেঁষে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা পাইন বনের ভেতর দিয়ে। দৃশ্যটা প্রায় একইরকম, মাইলের পর মাইল পেরিয়ে চলেছে ওরা, তবু কোন পরিবর্তন নেই। বেশিক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। সামনে কোথাও আছে সেই জায়গাটা, যেখানে কাল রাতে ট্রেন হোল্ড আপ করা হয়েছিল, ভাবছে জেফ আনমনে। যেখানে লাইনের পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল সে—একা।

যেখানে বসে ডিকি অ্যাডামসের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ভাবতেই ম্যাকের মরা মুখটা ভেসে উঠল ক্লান্তিতে আধবোজা চোখের সামনে। 'তুমি যখন আরও বড় হবে, ডিকি,' মৃদু, চিন্তিত স্বরে বলল ও। 'তখন একদিন তার জীবন কাহিনী শোনাব তোমাকে। তোমার জীবনের ট্রেইল পরিবর্তনে যে সাহায্য করে গেছে আমাকে। সে নিজে অবশ্য ভুল ট্রেইলে চলতে গিয়ে অসময়ে চলে গেল।'

'আমি জানি কার কথা বলছ তুমি,' মুখ নামিয়ে হাতের নখ খুঁটল কিশোর দাঁত দিয়ে। 'তার জন্যেই আজও বেঁচে আছি আমি। নইলে অনেক আগেই চার্লির হাতে মরতে হত। অথবা কৃপারের হাতে। সেই ভয়েই তো আউটফিট থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলাম কাল।'

ঘটনাটা জানতে মন চাইল বিলিংটনের। মারা যাওয়ার আগে ম্যাক কি যেন বলছিল এর ব্যাপারে। কিন্তু মুখ খুলতে ইচ্ছে হলো না। পরে, চোখ বুজে ভাবল সে, অন্য সময় শোনা যাবে।

কোচটা প্রায় ফাঁকা। কথাবার্তা, হাসাহাসি একদম নেই। এটার পিছনে ফিলিপ হেয়ারের প্রাইভেট কোচে রয়েছে সে এবং অন্যরা। চোখ বুজে হুইল আর রেলের ছন্দোময় আওয়াজ শোনায় মন দিল জেফ। ঘটাং ঘটাং গুনতে শুরু করল। কিছুদূর পর্যন্ত গুনে যায়, আচমকা অন্য এক চিন্তা মাথায় ঢুকে ভুলিয়ে দেয় সব। আবার শুরু করে সে। এই করতে গিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, টের পেল না।

এক সময় ঘুম ভাঙল তার। চোখ মেলে বাইরে তাকাল—এসে পড়েছে জাংশন সিটি। সেই কটনউড অতিক্রম করছে ট্রেন। আরেকটু এগোতে গাছপালার ফাঁক দিয়ে আরও ভেতরে একটা নড়াচড়া দেখতে পেল জেফ। এক রাইডার।

'হর্সব্যাকার, মনে হয়,' বলে উঠল ডিকি। 'মেয়ে।'

ঝুঁকে ভাল করে সেদিকে তাকাল ও। অস্ফুটে বলে উঠল,

'ক্যারেন!'

'নুগেটের সেই লেডি?' বিস্মিত হলো কিশোর। 'রোকোকে যে গুলি করেছিল? স্লিকার পরা...'

'হ্যাঁ। সেই লেডি।'

দ্রুত পিছিয়ে পড়তে থাকা কটনউডের দিকে তাকিয়ে থাকল কিশোর। ততক্ষণে চোখের আড়ালে চলে গেছে মেয়েটি। 'বাপ্‌রে!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। 'অমন সাহসী মেয়ে জীবনে দেখিনি আরেকজন।' থেমে জেফের দিকে তাকাল, কি যেন খুঁজল ওর চোখে। 'তুমি ওকে বিয়ে করো না কেন?'

হাসল ও। 'অনেক বছর আগে ভাবতাম, একদিন ওকেই বিয়ে করব আমি। কিন্তু...আজ থাক্ সে কথা। অন্য একদিন ওর জীবন কাহিনীও শোনাব তোমাকে।' বনের দিকে তাকিয়ে ক্যারেনকে আরেক নজর দেখার বৃথা চেষ্টা করল।

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে থেমে দাঁড়াতে নেমে এল জেফ ও ডিকি। পকেট হাতড়ে কয়েকটা সিলভার ডলারের মধ্যে থেকে একটা বের করে ধরিয়ে দিল ও ছেলেটির হাতে। 'আগে রেস্টুরেন্টে গিয়ে কিছু খেয়ে নাও। তারপর লঙহর্নে গিয়ে আমাদের দু'জনের জন্যে একটা রুম ভাড়া করবে। ওদের বলবে, সবচে' বড় বেডওয়ালা রুম চাই আমাদের। আমি একটা কাজ সেরে আসছি।'

কয়েনটা ফিরিয়ে দিল কিশোর। 'তুমি বলেছ আমরা পার্টনার। তোমারটা তুমি রাখো। আমার পকেটে একটা ডলার আছে এখনও।'

'নিশ্চই নিশ্চই!'

ডিপো থেকে বেরিয়ে মেইন স্ট্রীট ধরে পশ্চিমে এগোল জেফ। জানে ক্যারেন ওদিক থেকে টাউনের দিকেই আসছে। একটানা দশ মিনিট হেঁটে তার দেখা পেল সে। মুখোমুখি হতে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে হাসল মেয়েটি। ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে।

'হ্যালো, ক্যারেন!'

'হ্যালো,' এক গোছা লাল চুল কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিল মেয়েটি। 'ওর কবরে চিহ্ন দিয়ে রেখে এসেছি। পরে আমরা দু'জনে গিয়ে মাথার কাছে বড় একটা পাথর রেখে আসব।'

'হ্যাঁ,' বলল বিলিংটন। 'কাল যাব।'

স্যাডল থেকে নেমে পড়ল ক্যারেন। লাগাম ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল। অস্বস্তিকর নীরবতা। 'আমি ম্যাককে বলেছিলাম জীবনে একটা অন্তত নিঃস্বার্থ কাজ করতে,' বলতে গিয়ে গলা ধরে এল তার। 'আমার অনুরোধ রেখেছে ম্যাক।'

মাথা ঝাঁকাল জেফ। 'নিশ্চই আরও কিছু বলেছিলে।'

'হ্যাঁ। বলেছি। বলেছি ওকে নয়, আমি তোমাকেই ভালবাসি।'

জেফের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা পীড়িত মগজে কথাটার অর্থ প্রবেশ করতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। বিশ্বাস করতে মন চাইল না। 'তুমি আসলে আমাদের মধ্যে কাকে এতদিন অনুসরণ করেছ আমি কখনোই নিশ্চিত হতে পারিনি সে ব্যাপারে। তবে কখনও কখনও মনে হত বুঝি ম্যাককেই।'

'কাল রাত পর্যন্ত আমিও সে ব্যাপারে পুরো নিশ্চিত ছিলাম না, জেফ।'

এত বিস্ময় একসাথে হজম করা কঠিন হয়ে দেখা দিল ওর পক্ষে।

আবার কথা বলে উঠল মেয়েটি। 'ওর অন্তরটা আসলে বড় ছিল। থাকতেই হবে। কারণ ও তোমারই ভাই ছিল, একই রক্ত। নুগেটে আমার তোমাকে ভালবাসার কথা ওকে জানিয়ে ভেবেছিলাম বুঝি ভুল করেছি। ম্যাককে ঠেলে দিয়েছি তোমার বিপক্ষে। পরে বুঝলাম ভুল ভেবেছি।' এক হাত আলতো করে জেফের বাহুতে রাখল সে। 'তুমি বেঁচে আছ বলে নিজেকে আমার খুব ভাগ্যবতী মনে হচ্ছে। এবার হয়তো আমার ভালবাসা মূল্য পাবে।'

'চলো, বিয়ে করে ফেলি আমরা,' বলল জেফ বিলিংটন। 'এক রেলরোডারের বউ হবে তুমি। তার মানে সত্যিকারের ঘর বাঁধা যাকে বলে, বেশ কিছুদিন সময় লাগবে তাতে।'

হাসি ফুটল ক্যারেনের মুখে। 'অনেকদিন থেকেই তো আমি ঘরছাড়া। তোমাদের অনুসরণ করতে করতে ঘরের কথা ভুলেই গিয়েছি গত পাঁচ বছরে। না হয় আরও কিছুদিন ভুলে থাকব।'

'ও, আরেকটা কথা। একবারে স্বামী-সন্তান নিয়ে শুরু করতে হবে তোমাকে নতুন জীবন।' ঠোঁট মুড়ে হাসল জেফ বিলিংটন। 'একটা ছেলেও কিন্তু আছে তোমার।'

'হ্যাঁ। ওকে নুগেটে দেখেছি। ম্যাক বলেছে ওর কথা। খুব ভালবাসত ম্যাক ছেলেটাকে। ওয়েল, একেবারে রেডিমেড সংসার। আমার তাতে আপত্তি নেই। তুমি যদি ওকে ভালবাসতে পারো, আমিও পারব।'

'গুড।' ক্যারেনকে উষ্ণ আলিঙ্গনে ধরে থাকল জেফ বিলিংটন। চোখের সামনে ভাসছে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা—টুকরো টুকরো তাজা স্মৃতি। 'আমি সত্যি ভাগ্যবান, ক্যারেন।'

'আমিও।'

ওকে ছেড়ে দিল সে। দু'হাতে একটু তফাতে সরিয়ে তার শ্রান্ত, কমনীয় চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। 'চলো, যাই।' ওর বাহু ধরে এগোল জেফ।

নীরবে পাশাপাশি হেঁটে চলল দু'জনে টাউনের দিকে।

নতুন জীবনের দিকে।

●●●

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল । বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে । আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না । তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে । আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই ।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা । মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত । তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা । আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম । আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না ।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয় । অনেকেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না । আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব ।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না । বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন । পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন । তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই । বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন । আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই ।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য । কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব ।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার । আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে । আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন । www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে । আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম ।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন ।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900